এই পুস্তকের ১-৪০ পৃষ্ঠা কলিকাতা, ৩ নং ডিকসনলেনস্থ মণ্ডল প্রেসে
শ্রীযুক্ত অত্রী কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ও অবশিষ্ট সমুদয়
শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক
উত্তরপাড়া গ্যাঞ্জেস প্রেসে মুদ্রিত হইয়াছে।

উত্তরপাড়া, শ্রীশ্রীস্বামী পরমানন্দ ভবন হইতে প্রকাশিত
এই গ্রন্থকারের অন্যান্য গ্রন্থাবলী :—

১। দোহাবলী, ১ম খণ্ড (দ্বিতীয় সংস্করণ)

২। শ্রীশ্রীভক্তিরত্নাবলী (দ্বিতীয় সংস্করণ, যন্ত্রস্থ)

প্রাপ্তিস্থান :—
প্রকাশকগণের নিকটে এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দোহাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড বা পঞ্চমবল্লী

পরমারাধ্যা

স্বর্গীয়া মাতা ঠাকুরাণী হরিদাসী দেবীর

করকমলোদ্দেশে

উৎসর্গীকৃত হইল।

"মা তুমি কে কেউ জানে না,
নানা লোকে ব'লছে নানা ॥" (শ্রীশ্রীকালীকীর্ত্তন)

*

"রুচীণাং বৈচিত্র্যাদ্ ঋজুকুটিলনানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণবমিব।" (শ্রীশিবমহিম্নস্তোত্র)

*

"গুরু, কোন সময়ে ডাকি? আমি কাজের ভেজালে থাকি।
আমার সকল কাজেই হয় গো সময়, তোমার কাজেই বাকি।
দিনের দিন যায় গো চ'লে, আমায় দিয়ে ফাঁকি ॥ (ভজন গোঁসাই)

*

"নিদারুণ রিপু ছয় করিছে অন্তর জয়,
জীবনের ধ্রুব জ্যোতি করে হে হরণ।
রোগে শোকে মহা ক্লেশে কেঁদে মরি হা-হুতাসে,
কুরঙ্গ কু অভিলাষে মত্ত সদা মন ॥"
(নীলকণ্ঠ অধিকারী)

*

"ভববারিধি কুম্ভজ রঘুনায়ক,
সেবত সুলভ সকল সুখদায়ক।
মন সম্ভব দারুন দুখ দারয়,
দীনবন্ধু সমতা বিস্তারয় ॥ (১১৩ পৃষ্ঠা)

*

"ইহৈব তৈর্জিতঃ স্বর্গ যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ" (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা)

বিজ্ঞাপিকা ।

ভগবৎকৃপায় দোহাবলী দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ষোল বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিতে সক্ষম হইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম।

প্রথম সংস্করণে পুস্তকখানির নাম ছিল "দোহাবলী ও মোহমুদ্গার"। উহাতে দোহাবলী পঞ্চ বল্লী বা অধ্যায়ে বিভক্ত ছিল ও তৎসহ পদ্যানুবাদসহ 'মোহমুদ্গার' সন্নিবেশিত হইয়াছিল। উহাতে অনূদিত মাত্র ৪২২টী দোহা ছিল। প্রথম চারি বল্লীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া ১০১৩ হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণে ঐ দোহাগুলি ও মোহমুদ্গার লইয়া প্রথম খণ্ড গঠিত হইয়াছিল ও পুস্তকের নাম মাত্র 'দোহাবলী" রাখা হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ড মাত্র পঞ্চম বল্লীর দ্বারাই গঠিত হইয়াছে। প্রথম সংস্করণে পঞ্চম বল্লীর দোহার সংখ্যা ছিল ২৩৪। এই সংস্করণে বর্দ্ধিত হইয়া চৌপাই ও শব্দাবলী (গীতাবলী) সহ তাহাদের সংখ্যা প্রায় ৯৫০ হইয়াছে। কাজেই প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডকেও নূতন গ্রন্থই বলা যাইতে পারে। এই গ্রন্থকে দ্বাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং ১৭১টি বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই খণ্ডেও কবীরের দোহা ইত্যাদির সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

প্রথম খণ্ডে কবীরাদি কয়েকজন সন্তের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত সহ ভূমিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। সুতরাং বর্ত্তমান খণ্ডে সেই সমস্ত সন্নিবেশিত করার প্রয়োজন বোধ করিলাম না।

প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডেও দোহা, চৌপাই ও শব্দাবলীর সঙ্কলনকার্য্যে তুলসীদাসের '"রামচরিতমানস" ও এলাহাবাদ বেলভেডিয়ার প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত "কবীর সাখী-সংগ্রহ," "সন্তবানী-সংগ্রহ" ও "মীরাবাঈকী শব্দাবলী" গ্রন্থত্রয়ের দ্বারা বহু উপকৃত হইয়াছি, তজ্জন্য প্রকাশকগণের নিকট আমার ঋণ অবর্ণনীয় ও অপরিশোধ্য। "রামচরিত মানস" ও "সন্তবাণী সংগ্রহের" মত এমন চমৎকার গ্রন্থ বিরল। বস্তুতঃ "সন্তবাণী সংগ্রহ" সম্বন্ধে তাহার সঙ্কলয়িতাগণ যে মন্তব্য করিয়াছেন—"ন ভূতো ন ভবিষ্যতি" তাহা অতিশয়োক্তি নহে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, প্রথম খণ্ডের ন্যায় এই খণ্ডও পাঠকগণকে আনন্দ দান করিতে পারিলে আমার সমস্ত শ্রম সফল মনে করিব।

এই পুস্তক মুদ্রণ কার্য্যের জন্য উত্তরপাড়া গ্যাঞ্জেস প্রেসের সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র ঘোষ এবং তদীয় সহকর্ম্মীগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীশ্রীস্বামী পরমানন্দ ভবন
উত্তরপাড়া।
১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৪ সাল।
"দশহরা"

শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

দোহাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড বা পঞ্চমবল্লী।

সূচীপত্র।

শুদ্ধি পত্র।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ	পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪	২১	কুলিযুগ	কলিযুগ	১০০	৩	পেটে ভরা	পেটভরা
৩২	২৬	পংট	পট্	১৩১	৭	১২৯ পৃঃ	১২১ পৃঃ
৩৭	৫	শষ্যাদি	শস্যাদি	১৮২	২১	পান্থ	পন্থ
৪৩	১৫	পিন	পিণ্ড	১৯৩	১০	ভর	ঔর
,,	১৬	সেজন	সেঞ্জন	১৯৫	৪	দীনহৈব	দীনূহেব
৪৪	৩	জিত	তিত	২০২	১৫	ত্রক	এক
৪৫	১৩	কায়	কোয়	২০৪	২	তসথায়	তসথীর
৫৪	৩৪	তাহা	তাহে	,,	১৬	গীয়ক	গায়ক
৫৭	২৪	পাখা	পাখী	২০৫	১৯	শুন্য	শূন্য
৬৮	৩৩	ধবতী	ধরতী	২০৭	২৯	ত খন	তখন
৭২	১০	ফিকিন	ফিকির	২০৯	২২	ভাবার্থ	ভাবার্থ
৮৩	২৩	করিলে	করিল	,,	৩৪	কথ	কথা
৮৮	১৮	মিলন	মলিন	২১৬	১১	তবহ	তবহি

দোহাবলী।

দ্বিতীয় খণ্ড।

পঞ্চম বল্লী।

বিবিধ।

(১)

জিজ্ঞাসা।

কেহি বিধি পার পাইবে, কোউ ন কহৈ সমুঝাই।
কবন জুগত অস কীজিয়ে, জাতে আবাগমন বিলাই॥ (রৈদাস)

কেমনে হইব ভববারি পার,
সে কথা কেহ না বুঝাইয়া কয়।
কি যুক্তি এমন করি এবে, যাহে
ভবে আনাগোনা হইবে বিলয়?

বাহর উদক পথারিয়ে, ঘট ভীতর বিবিধি বিকার।
সুদ্ধ কবন পর হইবো, সুচি কুঞ্জর বিধি ব্যোহার॥ (রৈদাস)।

বাহির কেবল করি প্রক্ষালণ,
ভিতরেতে ভরা বিবিধ বিকার!
কিসে শুদ্ধ বল হইবে সে মন,
কুঞ্জরের মত যার ব্যবহার?

টীকা। হস্তী স্নানের পরে পুনরায় শুণ্ড দ্বারা নিজের দেহে ধূলি নিক্ষেপ করে।

ধর্ম্ম নিরূপণ বহু বিধী, করত তীর্থ সৈ সব লোয়।
কবন কর্ম তেঁ ছুটিয়ে, জেহি সাধ্রে সব সিধ হোয়॥ (রৈদাস)

বহুবিধ ভাবে ধর্ম্ম নিরূপণ
করিতেছে লোকে দেখি বিশ্বময়।
কোন কর্ম্মে, বল, হব অগ্রসর,
যা' সাধিলে পরে সব সিদ্ধ হয়?

কর্ম অকর্ম বিচারিয়ে, শঙ্কা শুনি বেদ পুরান।
সংসা সদা হিয়দে বসৈ, কৌন হরৈ অভিমান॥ (রৈদাস)

কর্ম্মাকর্ম্ম যত করিতে বিচার
বিশঙ্কিত শুনি বেদ ও পুরাণ।
সাধুর হৃদেও সংশয়ের বাস,
কে হরিবে, বল, মোর অভিমান?

---

(২)
জীব ও শিব

মায়া ঈশ ন আপু কঁহ, জানে কহে সে জীব।
বন্ধ মোক্ষ প্রদ সা পর, মায়া প্রেরক শিব॥ (কবীর)

সেই বটে জীব, যেবা নাহি জানে
মায়া ও ঈশ্বরে আপনারে আর।
যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বন্ধন-মোচন,
মায়ার প্রেরক, শিব নাম তাঁর॥

পারশ রূপী নাম হৈ, লোহা রূপী জীব।
জব ইয়া পারশ ভেঁটি হৈ, তব জীব হোসী শিব॥ (কবীর)

স্পর্শমণি সম হয় বটে নাম,
জীব হয় জেনো লোহার সমান।
এই স্পর্শমণি সহ যবে মিলে,
শিবরূপে জীব করে অবস্থান॥

মায়া

মায়া মনকী মোহিনী, সুর নর রহে লুভায়।
মায়া ইন সব খাইয়া, মায়া কোই ন খায় ॥ (কবীর)

মনের পরম মোহিনী এ মায়া,
মজে সুর-নর প্রলোভনে তার।
মায়া ইহাদের সকলেরে খায়,
মায়ারে খাইতে সাধ্য আছে কার?

চিন্তা সাপিনী কাহি ন খায়া।
কো জগ যাহি ন ব্যাপী মায়া ॥
শিব চতুরানন যাহি ডরাহী।
অপর জীব কোহি লেখে মাহী ॥ (অজ্ঞাত)

চিন্তা সাপিনী নাহি দংশন করে কারে?
মায়ার বশ নয় কে ভবে এমন?
শিব-চতুরানন ডরান যে মায়ারে
নগণ্য তার কাছে অন্য জীবগণ।

মায়া মিসরীকী ছুরী, মত কোই পতিয়ায়।
ইন মারে রসবাদকে, ব্রহ্মহি ব্রহ্ম লড়ায় ॥ (মলুকদাস)

মায়ারে জানিবে মিছরির ছুরী,
বিশ্বাস করোনা কেহ যেন তায়।
রসাভাস করি মারে সে সবারে,
ব্রহ্মারো ব্রহ্মত্ব হেলায় টলায় ॥

টীকা। রসাভাস=যাহা যথার্থ রস নয়, তাহাকে রস বলিয়া প্রতিভাত করা।

কবীর মায়া মোহিনী, মোহে জান সুজান।
ভাগে হু ছুটৈ নহী, ভরি ভরি মারৈ বান ॥ (কবীর)

হে কবীর! মায়া মোহিনী-জানিও,
বিমোহিত করে জ্ঞানীদেরো প্রাণ!

পালালেও তাহা ছাড়েনা ছাড়েনা,
ভরিয়া ভরিয়া মারে চোখা বাণ ॥

টীকা—ভরিয়া ভরিয়া = আকর্ণ সন্ধান করিয়া।

জানি বুঝি কুয়া পরৈ, পন্টু চলৈ ন দেখ।
মন মায়ামেঁ মিলি গয়া, মারা গয়া বিবেক ॥ (পল্টু)

জানিয়া বুঝিয়া কূপে পড়ে যেবা,
না দেখিয়া পথ চলে যেই জন,
মন মায়া সহ মিলেছে যাহার,
বিবেকের তার হয়েছে মরণ ॥

মায়াকে ঝক জগ জরৈ, কনক কামিনী লাগি।
কহ কবীর কস বাঁচিহৈ, রুই লপেটী আগি ॥ (কবীর)

মায়ার অনলে এ জগৎ জ্বলে,
কনক-কামিনী লাগিয়া হিয়ায়।
কহিছে কবীর,—অগ্নি হতে কিসে
বাঁচিবিরে, তুলা জড়াইয়া গায় ?

কবীর মায়া পাপিনী, ফাঁদ লৈ বৈঠী হাট।
সব জগ তো ফন্দে পরা, গয়া কবীরা কাট ॥ (কবীর)

মায়া অতিশয় পাপিনী নিশ্চয়,
ফাঁদ নিয়ে হাটে করে অবস্থান।
সকল জগৎ সে ফাঁদে পড়িল,
কবীর তা 'কাটি,' করিল প্রস্থান ॥

কবীর মায়া বেশবা, দোনোঁকী ইক জাতি।
আবত কৌ আদর করৈ, জাতি ন পূছৈ বাতি ॥ (কবীর)

হে কবীর, দেখ, মায়া বারনারী
উভয়ের জাতি একই প্রকার।
আসে যেবা তারে তাহারা আদরে,
জিজ্ঞাসা করেনা কি জাতি কাহার ॥

মায়া মিঠি বোলনী, নৈ নৈ লাগৈ পাই।
দাদু পৈসৈ পেটমে, কাটি কলেজা খাই ॥ (দাদু)

সুমিষ্ট-ভাষিণী হয় এই মায়া,
অবনত হয়ে পড়ে আগে পায়।
তার পরে পেটে প্রবেশ করিয়া
বাহির করিয়া হৃৎপিণ্ড খায় ॥

মৈঁ জানুঁ হরিসে মিলুঁ, মো মন মোটী আশ।
হরি বিচ ডারৈ অন্তরা, মায়া বড়ী পিচাস ॥ (কবীর)

শ্রীহরির সহ মিলিবার আশে
আছিল আমার মন ভরপূর।
মায়া পিশাচিনী বড়ই কঠিনা,
হরি হ'তে মোরে নিক্ষেপিল দূর ॥

মায়া ও ছায়া।

রাম দূরি মায়া বাড়তি, ঘাটতি জ্ঞান মন মাহি।
দূরি হোতি রবি দূরি দেখি, শিরপর গমতর ছাহিঁ ॥ (তুলসীদাস)

থাকেন যত দূরে শ্রীরাম, মায়া তত
বাড়ে ও কমে, জ্ঞান মনোমাঝে সার।
থাকিলে দূরে রবি দেখিতে পাই ছায়া,
শিরোপরি আসিলে প্রস্থান ছায়ার॥

মায়া ছায়া একসি, বিরলা জানৈ কোয়।
ভগতাকে গাছে লাগে, সম্মুখ ভাগৈ সোয় ॥ (কবীর)

মায়া আর ছায়ার একত্ব জ্ঞাত আছে,
এ জগতে বিরল হয় হেন জন।
ভক্তদের পিছনে লাগিতে যায় মায়া,
সম্মুখ হ'তে তার করে পলায়ন ॥

মোটী মায়া সব ত্যজে, ঝিনি ত্যজি না যায়।
পীর পয়গম্বর আউলিয়া, ঝিনি সবকো খায় ॥ (কবীর।)

স্থূল মায়া পারে ছাড়িতে সকলে,
সূক্ষ্ম যে মায়া তা' ছাড়া নাহি যায়।
পীর প্যাগম্বর আর আউলিয়া,
সেই সূক্ষ্ম মায়া সকলেরে খায় ॥

ঝিনি মায়া যিন ত্যজি, মোটী গেয়ী বিলায়।
য়্যায়সে জনকে নিকটসে, সব দুখ গেয়ে হিরায় ॥ (কবীর)

সূক্ষ্ম মায়া যিনি পারেন ত্যজিতে,
স্থূল মায়া তাঁর নিজে চ'লে যায়।
এ হেন জনের নিকট হইতে,
যত দুঃখ সব আপনি পালায় ॥

মোটে বন্ধন জগৎকে, গুরুভক্তি সে কাট।
ঝিনে বন্ধন চিৎকে, কাটে নাম প্রতাপ ॥ (কবীর।)

মোটামুটি বন্ধন জগতের যতেক,
গুরুভক্তি-অসিতে করহ ছেদন।
নামের প্রতাপেতে আপনিই কাটিবে
আছে সূক্ষ্ম যতেক হৃদয়-বাঁধন ॥

মোটে যবলগ যায় নেহি, ঝিনে ক্যায়সে যায় ॥
তাতে সবকো চাহিয়ে, নিত গুরু-ভক্তি কামায় ॥ (কবীর)

মোটামুটী বন্ধন যতদিন যায় না,
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বন্ধন কেমনে বা যায়।
অতএব, সকলে নিত্য তা' করে যেন,
গুরুদেবে ভকতি যাহে তারা পায় ॥

টীকা। মোটামুটী বন্ধন—স্থূল মায়া, যাহার প্রভাব ও আক্রমন সহজেই অনুভব করা যায়। সূক্ষ্ম বন্ধন—তাহার বিপরীত, যেমন অহঙ্কার প্রভৃতির সূক্ষ্ম আকৃতি। সূক্ষ্ম মায়া সহজে অনুভব করা যায় না। মনের মধ্যে তাহার উদ্ভব ধরা পড়িয়া যায় কেবলমাত্র প্রবল আত্মানুসন্ধিৎসা সহ শ্রীগুরুর নাম স্মরণ করার অভ্যাস থাকিলে।

মোহময়ী প্রমোদ-মদিরা।

দিবস রজনী নিত যাত হ্যায়, ক্ষীণ হোত পরমাই।
নানা কারজ হোই রত, কাল বিগত হিয় নাই॥ (কবীর)

দিবস রজনী নিত্যই যেতেছে,
হইতেছে তাহে পরমায়ু ক্ষয়।
বহুবিধ কাজে নিরত থাকাতে,
কাল যে যেতেছে মনে নাহি হয়॥

দেখত শোক রোগ সব নরকেয়।
মরত দেখি কুছ ভয় নাহি হিয় তেয়॥
মোহরূপ মদ করি জলপানা।
নহি মোহত সব ভয়ে দেওয়ানা॥ (কবীর)

রোগ শোক ভুঞ্জিয়া মরিতেছে মানব,
দেখি তা' মনে কিছু ভয় নাহি হয়।
মোহময়ি-প্রমোদ-মদিরা করি' পান,
এ জগৎ সতত মাতোয়ারা রয়॥

টীকা। এই দুটি দোহা নিম্নলিখিত শ্লোকের অনুবাদ :—
আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবনং
ব্যাপারৈর্ব্বহুকার্য্যকারণশতৈঃ কালোঽপি ন জ্ঞায়তে।
দৃষ্ট্বা জন্মজরাবিয়োগমরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে
পীত্বা মোহময়ীং প্রমোদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ॥ "যোগোপনিষৎ"।

জগত প্রকাশ্য প্রকাশক রামু
মায়াধীশ জ্ঞানগুণধামু।
যাসু সত্যতাতে জড় মায়া।
ভাস সত্য ইব মোহ সহায়া॥ (তুলসীদাস)

জগৎ প্রকাশ্য, প্রকাশক রাম
মায়াধীশ প্রভু জ্ঞান-গুণধাম।
এ জড় জগৎ তাঁর সত্যতায়
মোহের সহায়ে সত্য বলি ভায়॥

টীকা ভায়—প্রতিভাত হয়।

মোহ-রজনী।

মোহ নিশ্চয় সবসে অনিহারা।
দেখহি স্বপন মনের প্রকারা॥
এহি জগ যামিনী জাগহি যোগী।
পরমারথ পরপঞ্চ বিয়োগী॥
জানিয়ে তবহি জীব জগ জাগা।
যব সব বিষয় বিলাস বিরাগা।
হোই বিবেক মোহ ভ্রম ভাগা।
তব রঘুবীর চরণ অনুরাগা॥ (অজ্ঞাত)

মোহ-রজনীতে সবে ঘুমাইয়া সুনিশ্চয়।
মনোভেদে নানাবিধ স্বপন দেখিতে রয়॥
এই জগযামিনীতে যোগীই জাগিয়া থাকে।
প্রপঞ্চ করিয়া ত্যাগ পরমার্থে মন রাখে।
জানহ, তখনি জীব জাগ্রত হইয়া উঠে।
বিষয়-বিলাস সব যখন তাহার টুটে॥
বিবেক হইবে আর ঘুচে যাবে মোহভ্রম।
তবে রঘুবীর-পদে অনুরাগী হবে মন॥

টীকা। "যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মনেঃ॥" (শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা)

মোহ মদ দুখরূপ হ্যায়, তাকো মার নিকার॥
প্রীত জগতকি ছোড় দে, তব হোবে নিরবার॥ (অজ্ঞাত)

দুঃখ-রূপ হয় মোহ আর মদ,
মারিয়া তাদের করহ বিদায়।
জগতের সুখ কর পরিহার,
রক্ষা পাবে তবে ভবের মায়ায়॥

স্বপনে হোয় ভিখারি নৃপ, রঙ্ক লক্ষপতি হোয়।
জাগে লাভ ন হানি কছু, তিমি প্রপঞ্চ জিয় জোয়॥ (তুলসীদাস)

স্বপনে নরপতি হয়ে যায় ভিখারী,
স্বপনেই দরিদ্র লক্ষপতি হয়।
জাগিয়া লাভ-ক্ষতি কিছুই নাহি দেখে,
এ জগৎ-প্রপঞ্চ হেন স্বপ্নময় ॥

জব ঘট মোহ সমাইয়া, সব ভয়া আঁধিয়ার।
নির্মোহ জ্ঞান বিচারি কৈ, কোই সাধু উতরৈ পার ॥ (কবীর)

মোহ যবে করে শরীরে প্রবেশ,
সকলি তখন হয় অন্ধকার।
নির্মোহ-জ্ঞানের বিচার করিয়া
কোন কোন সাধু হয়ে যায় পার ॥

মোহ মিরগ কায়া বসৈ, কৈসে উবরৈ খেত।
জো বোবৈ সোই চরৈ, লগৈ ন হরিসু হেত ॥ (সহজীবাই)

মোহ-মৃগ শরীরে বাস করে নিয়ত,
কেমনে ক্ষেত বল রক্ষা করা যায়?
খেয়ে ফেলে যাহাই রোপন করা যায়,
হরি-ভক্তি ফসল নাহি জন্মে তায় ॥

সলিল মোহকী ধারমে, বহি গয়ে গহির গম্ভীর।
সূচ্ছম মছরী সুরত হৈ, চঢ়িহৈ উলটে নীর ॥ (কবীর)

মোহ-সলিলের খরস্রোতে পড়ি,
বড় বড় লোক গিয়াছে ভাসিয়া।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস সম প্রেমীগণ
যায় কিন্তু সেই স্রোত উজাইয়া ॥

ভুলে থে হম আইকে, মায়া সঙ্গ লুভায়।
সতগুরু রাহ বাতাইয়া, ফেরি মিলু তেহি জায় ॥ (কবীর)

ভুলে গিয়েছিনু এইখানে এসে,
মায়া-সঙ্গে লুব্ধ হয়েছিল মন।
সদ্গুরু দিলেন পথ দেখাইয়া,
তাঁর সঙ্গে পুনঃ মিলেছি এখন।

তাকো আবত দেখি কৈ, কহি বাত সমুঝায়।
অব মৈ আয়া গুরু শরণ, তেরী কছু ন বসায়॥
ভ্রম ভাগা বচন শুনি, মোহ রহ নহি লেশ।
তব মায়া ছল হিত কিয়া, মহা মোহিনী ভেস॥ (মলুকদাস)

মায়ারে আসিতে দেখি মোর পানে,
তাহারে এ কথা বুঝাইয়া কই—
"এসেছি গো এবে গুরুর আশ্রয়ে
তব অধিকারে একটুও নই॥
ভ্রম চলে গেছে গুরু-বাক্য শুনি'
মোহ আর মোর নাহিক লেশ।"
শুনিয়া তা', মায়া ছলে হিত করে—
কিবা তার মহা মোহিনী বেশ!

মায়ামোহাপগমে।

মহা মোহকী নীদমে, সোবত সব সংসার।
দয়া জগী গুরুদয়াসুঁ, জ্ঞান ভান উঁজিয়ার॥ (দয়াবাই)

মহামোহ-নিদ্রায় রহিয়াছে পড়িয়া
সমুদয় সংসার ঘোর অচেতন।
দয়া জাগি' উঠিল শ্রীগুরুর দয়াতে,
জ্ঞান-ভানু-কিরণে ভরিল গগন॥

ভোর ভয়া গুরু জ্ঞানসুঁ, মিটি নীদ অজ্ঞান।
রৈন অবিদ্যা মিটি গই, প্রগট্যো অনুভব জ্ঞান॥ (দয়াবাই)

গুরু-জ্ঞান-ভোর হইল রে এবে,
অজ্ঞান-নিদ্রার হ'ল অবসান।
অবিদ্যা-রজনী প্রভাতা হইল,
অনুভব-ভানু সুবিরাজমান॥

টীকা। অনুভব-ভানু—আত্মানুভবজ্ঞানরূপী সূর্য্য।

আঁধী আই জ্ঞানকী, ঢহী ভরমকী ভীতি।
মায়া টাটী উড়ি গই, লগী নামসে প্রীতি ॥ (কবীর)

জ্ঞান-বাত্যা যবে বহিল তুমুল,
ধ্বসিয়া পড়িল ভরমের ভয় ;
বেড়া যত গেল উড়িয়া মায়ার,
লাগিল নামেতে প্রীতি মধুময় ॥

কবীর তা পিউ পৈ চলা, মায়া মোহ সে তোরি।
গগন মণ্ডল আসন কিয়া, কাল রহা মুখ মোরি ॥ (কবীর)

কবীর তো প্রিয়ের নিকটে চলিয়াছে,
মায়ামোহ হইতে মুক্ত তার প্রাণ।
গগন-মণ্ডলে সে আসন করিয়াছে,
কাল মুখ ফিরাইয়া করে অবস্থান ॥

টীকা। কাল...অবস্থান—কবীরের দিকে কাল আর চাহে না, সে তাহার প্রভাব অতিক্রম করিয়াছে মনে করিয়া।

(৩)

চতুর্যুগ।

সতজুগ সত ত্রেতাহি জপ, দ্বাপর পূজা চার।
তীনোঁ জুগ তীনো দৃঢ়, কলি কেবল নাম অধার ॥ (রৈদাস)

সত্য যুগে সত্য, যজ্ঞ ত্রেতাযুগে,
পূজা ও অর্চ্চনা দ্বাপরেতে আর।
তিন যুগে এই তিন দৃঢ় বটে,
কলিযুগে শুধু নাম মূলাধার।

কলিযুগ-নিন্দা।

সাঁচ কহে তো মারে লাঠ্ঠা, ঝুটা জগত ভুলায়।
গোরস গলি গলি ফিরে, সুরা বৈঠল বিকায় ॥ (কবীর)

লাঠি খায় যেবা কহে সত্য কথা,
মিথ্যা কথা কিন্তু জগৎ ভুলায়।
দুধ ফিরি হয় গলিতে গলিতে,
বসিয়া বসিয়া মদিরা বিকায়॥

চোরকো ছোড়ে সাধকো বাঁধে, পথিককো লাগাওয়ে ফাঁসী।
ধন্য কলিযুগ তেরি তামাসা, দুখ লাগে আউর হাসি। (কবীর)

চোরেরে ছাড়িয়া সাধুরেই বাঁধে,
পথিকের গলে ফাঁসী যে লাগায়।
ধন্য কলি-যুগ! তোর এ তামাসা,
দুঃখ হয় আর হাসি বড় পায়॥

গৌয়া দোকে কুত্তা পালে, ওস্‌কি বাছুরা ভুখা।
শালেকে উত্তম খিলাওয়ে, বাপ না পাওয়ে রুখা॥ (কবীর)
ঘরকা বহুরী পীরিত না পাওয়ে, চিৎ চোরাওয়ে দাসী।
ধন্য, কলিযুগ তেরি তামাসা, দুখ লাগে আউর হাসি। (কবীর)

দোহন করি গাভী কুকুর পোষে লোকে,
অভুক্ত রহে যায় বাছুর তাহার।
ভাল ভাল জিনিস খাওয়ায় শালাকে,
রুখা-শুখাও কিছু মিলেনা পিতার।
গৃহলক্ষ্মী নাহিক পায় প্রীতি একটু,
বেশ্যাদের কুহকে হৃদয় হারায়।
ধন্য রে কলি যুগ! দেখে তোর তামাসা,
দুঃখও হয় আর হাসি বড় পায়॥

বাদহিঁ শূদ্র দ্বিজন সন, হম তুমতে কছু ঘাটি।
জানহি ব্রহ্ম সো বিপ্রবর, আঁখি দিখাবহিঁ ডাটি॥ (তুলসীদাস)

ব্রাহ্মণ সহ বাদ করিয়া কহে শূদ্র
"আমি কি তোমা হতে হই কিছু কম?"
চোখ রাঙা করিয়া কহে সে আরো তারে—
"ব্রহ্মেরে যেবা জানে সেইতো ব্রাহ্মণ"॥

ব্রাহ্মণ সব মূরখ ভয়ে, শূদ্র পঢ়ে গীতা।
ঠগ ঠগায়কে আচ্ছা খায়, দুখ পায় পণ্ডিতা॥ (কবীর)

ব্রাহ্মণেরা কলিতে মূর্খ হয়ে পড়িল,
শূদ্রেরা করিতেছে গীতা অধ্যয়ন।
ঠগেরা ঠগাইয়া ভালত খায় দায়,
পণ্ডিতেরা পেতেছে দুঃখ অগণন॥

হরিত ভূমি তৃণ-সঙ্কুল, সমুঝে নহি পন্থ।
যিনি পাষণ্ড বিবাদতে, লুপ্ত ভয়ে সদগ্রন্থ॥ (কবীর)

নবতৃণ-সঙ্কুল হরিৎ হ'লে ভূমি,
মাঠের পথ চিনা হয় বড় দায়।
পাষণ্ড সকলের বিবাদে সেইমত,
সদ্‌গ্রন্থ যতেক লুপ্ত হয়ে যায়॥

টীকা। সদগ্রন্থ যতেক = সদ্‌গ্রন্থ ও সদ্‌গ্রন্থ সমূহের যথার্থ মর্ম্ম।

যে অপকারী চার তিন কর, গৌরব মানতেই।
মন বচ কর্ম্ম লবার তে, বক্তা কলিকাল মহ॥ (তুলসীদাস)

এই কলিকালে যে অপকার করিবে,
গৌরব তারি বটে হইবে পরম।
কায়মনোবচনে মিথ্যা যেবা কহিবে,
বক্তা বলি সুখ্যাতি লভিবে সে জন॥

অশুভ বেশ ভূষণ ধরৈঁ, ভক্ষ অভক্ষ জে খাহিঁ।
তে যোগী তে সিদ্ধ নর, পূজিত কলি যুগ মাহি॥ (তুলসীদাস)

অশুভ বেশ-ভূষা পরিধান করিবে,
ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিচার ত্যজিবে যে জন,
যোগী ও সিদ্ধ বলি আদর ও সম্মান,
কলিযুগে, হায়রে, পাইবে সে জন॥

কবীর কলিযুগ কঠিন হৈ, সাধ ন মানৈ কোয়।
কামী ক্রোধী মসখরা, তিন কৌ আদর হোয়॥ (কবীর)

কলিযুগ হয় অতীব কঠিন,
সাধুবাক্য কেহ মানেনা এখন।

এ তিনের এবে হতেছে আদর—
কামী আর ক্রোধী আর লোভীজন ॥

দম্ভ সহিত কলি ধরম সব, ছল সমেত ব্যবহার।
স্বারথ সহিত সনেহ সব, রুচি অনুসরত অচার ॥ (তুলসীদাস)

কলিতে ধর্ম্ম সব দম্ভ সহ মিশ্রিত,
ছল-চাতুরীময় সব ব্যবহার,
ভালবাসা লোকের স্বার্থের লাগি শুধু,
যার যা' রুচি তথা আচার-বিচার ॥

কলু কালকী কহা কহু, নরনারী মতিহীন।
দীন ভাব দরসৈ নহী, মৈলী বুদ্ধি মলীন। (তুলসীদাস)

এ কলিকালের কথা কি কহিব?
নরনারী সব হ'ল মতিহীন।
দীন-ভাব এবে পাইনা দেখিতে
বুদ্ধি সকলের হতেছে মলিন ॥

গুরুদেবকী সাচী কথা, কোই সুনহী কান।
কলিযুগ পূজা ডিম্ভকী, বাজারী কোউ মান ॥ (কবীর)

সদ্‌গুরুদেবের খাঁটি কথা একটী
কহি, যদি কেহ তা' কর্‌হ শ্রবণ,—
কলিযুগে পূজিত অহঙ্কার কেবল,
ব্যবসাদারীতেই মান এইক্ষণ ॥

কলিযুগ-প্রশংসা।

কলিযুগ সম যুগ আন নহী, যো নর কর বিশ্বাস।
গাই রাম গুণ গান বিমল, ভব তর বিনহি প্রয়াস ॥ (তুলসীদাস)

কলিযুগ সম যুগ নাহি আর,
যাহাদের আছে পরাণে বিশ্বাস।
গাহি' সুবিমল রামগুণ-গান,
ভব-বারি তারা তরে অনায়াস ॥

কথা কীর্ত্তন কল বিচে, ভৌসাগরকী নাও।
কহে কবীর ভবতরণ কো, নাহি আউর উপাও॥ (কবীর)

এই কালকালেতে হরিকথা-কীর্ত্তন
ভবপারাবারের তরী বটে হয়।
কবীর কহিতেছে, সংসার উত্তরণার
আর কোন উপায় নাহিক নিশ্চয়॥

কলির অক্ষমতা।

সত্য বচন মানস বিমল, কপট রহিত করতুতি।
তুলসী রঘুবর সেবকহি, সকে ন কলিযুগ ধুতি॥ (তুলসীদাস)

সত্য কথা যে কহে, বিমল মন যার,
কপটতা-বিহীন কাজ যার হয়,
হেন রাম-সেবকে ধূর্ত্ত কলি, তুলসী,
পরশিতে সক্ষম কদাপিও নয়॥

তুলসী সুখ জো রাম সো, দুখী সো নিজ করতুতি।
করম বচন মন ঠিক জেহি, তেহি ন সকে কলি ধুতি॥ (তুলসীদাস)

সুখ যাহা, তুলসী, রাম হ'তে উপজে,
আত্মাভিমানী দুঃখী নিজ কর্ম্মে হয়।
মন কর্ম্ম বচন ঠিক যার, তাহারে
পরশিতে সক্ষম ধূর্ত্ত কলি নয়॥

রাম নাম নর কেশরী, কনক কশিপু কলিকাল।
জাপক জন প্রহ্লাদ জিমি, পালহি দল সুরসাল॥ (তুলসীদাস)

নরসিংহ সমান শ্রীরাম-নাম হয়
কলিকাল কনককশিপু সমান।
জাপক জনগণ প্রহ্লাদ সম হয়,
রসিক ভক্তদলে প্রতিপালে নাম॥

টীকা। নরসিংহ—শ্রীনৃসিংহদেব। কনককশিপু—হিরণ্যকশিপু।

(৪)

বিবাহ।

বহা বেহা সব কোঈ কহে যেবা মন মে ইয়ে ভায়।
চড খাটোলি ধো ধো লগড়া, জেহেল পব লে যায়॥ (কবীর)

বিয়ে বিয়ে বলিতে
আহ্লাদ সবাকার,
আমার মনে কিন্তু এই মত ভায়—
দোলায় বসাইযা
বাদ্যাদি সহকারে
ঠিক যেন আসামী জেলে নিয়ে যায়॥

টীকা। ভায়=ভাসে, হয়।

দুর্গম ঘাটি।

চলন চলন সব কোহি কহে, পহুচে বিরলা কোহি।
এক কনক অরু কামিনি, দুর্গম ঘাটী দোই॥ (কবীর)

চল হে চল চল ব'লে থাকে সকলে,
পহুঁছে হেন জন বিরল হেথায়।
এক আছে কাঞ্চন, আর এক কামিনী,
এই দুটি দুর্গম ঘাটি ছাড়া দায়॥

টীকা। চল=মুক্তিমার্গের গন্তব্য স্থানে, ঈশ্বরের নিকটে চল।

এক কনক অরু কামিনী, ইয়ে লম্বি তরবারি।
চালেথে গুরু মিলনকে, বীচহি লীন্‌হা মারি॥

একটি কাঞ্চন, অন্যটি কামিনী
খোলা আছে পথে দুটি তরবার।
চলিয়াছিল যে গুরু লভিবারে,
পথেই তাহারে করিল সংহার॥

এক কনক অরু কামিনী, দোউ অগিনকী ঝাল।
দেখতই তে পরজ্বলৈ, পরশি কবৈ পৈমাল॥ (কবীর)

একটী কাঞ্চন, অন্যটী কামিনী
দুই'ই তো অগ্নি জ্বালামালাময়।
দেখিলে পরেই জ্বলে উঠে প্রাণ,
পরশিলে পরে সব্বনাশ হয়॥

দিনকা মোহিনী রাতকা বাঘিনী, পলক পলক লঁউ চোসে।
দুনিয়া সব বাউনা হোকে, ঘর ঘর বাঘিনা পোসে॥ ঐ

দিনেতে মোহিনী নিশীথে বাঘিনী
পলকে পলকে রুধির শোষে।
দুনিয়ার সবে পাগল হইয়া
ঘরে ঘরে তবু বাঘিনী পোষে॥

নৈনো কাজর পাইকৈ, গাঢে বাধে কেশ।
হাথোঁ মিহদী লাইকে, বাঘিনী খায়া দেস॥ ঐ

কাজলে চোখের বাহার খুলিয়া
কবরী করিয়া বাঁধি' চারু কেশ।
রঞ্জিত করিয়া মেহেদীতে হাত
বাঘিনী খাইয়া ফে'লল যে দেশ॥

নারী নসাবৈ তীন গুণ, যো নর পাশে হোয়।
ভক্তি মুক্তি নিজ ধ্যানমে, পৈঠি ন সকৈ কোয়॥ ঐ

নারী নাশ করে তিন গুন তার
যেই নর করে নিকটে গমন।
ভক্তি মুক্তি আর আত্মধ্যান মাঝে
নারী-সহবাসী পশিতে অক্ষম॥

গায় রোয় হঁস খেলিকে, হরত সবনকো প্রাণ।
কহ কবীর য়া ঘাতকো, সমঝ সন্ত সুজান॥ ঐ

গান গেয়ে আর হেসে কেঁদে খেলে
নাশ করে নারী প্রাণ সবাকার ;
কহিছে কবীর-- এই হত্যাকাণ্ড
বুঝেন কেবল সাধু জ্ঞাতসার ॥

টীকা। নাশ, হত্যাকাণ্ড—আধ্যাত্মিক নাশ ও হত্যাকাণ্ড।

নারী নদী অথাই জল, বুড়ি মুয়া সংসার।
ঐসা সাধু না মিলা, যা সঙ্গ উতরূঁ পার ॥ (কবীর)

নারী নদীরূপিণী
অথই জলভরা,
সে নদীতে ডুবিয়া মরিছে সংসার।
এমন সাধু মোর
মিলিল না, হায় রে !
যাঁহার সাথে গেলে হ'য়ে যাব পার ॥

টীকা। সংসার—সংসারের লোকেরা।

কবীর নারীকী প্রীতসে, কেতে গয়ে গড়ন্ত।
কেতে ঔরো জাহিগে, নরক হসন্ত হসন্ত ॥ ঐ

হে কবীর, নারীর
প্রণয়েতে মজিয়া
গড়াইয়া গিয়াছে কত কত জন।
হাসিতে হাসিতে যে
আরো কত যাইবে,
নরকেতে, হায়রে ! নারীর কারণ ॥

নারী নাহী নাহরী, করে নৈনকী চোট।
কোই কোই সাধ উবরৈ, লৈ সদ্গুরুকী ওঠ ॥ ঐ

নারী নহে সে তো সে হয় রাক্ষসী
নয়ন হানিয়া জর্জ্জরিত করে।
সদ্গুরু আড়াল লভিতে পারিয়া,
কোন কোন সাধু তাহা হ'তে তরে ॥

সতী ও অসতী

জঁহা জরায় নারী, তু জানি জায় কবীর।
উড়িকে ভস্ম জো লাগসী, সুন্ন হোয় সরীর ॥ (কবীর)

মৃত নারীদেহ যেখানে পুড়ায়
তুই সেখানেও যাসনি কবীর।
উড়ি' ভস্ম সব লাগে যদি গায়,
শূন্য হ'য়ে যাবে তোর এ শরীর ॥

নারী তো হম ভী করি, জানা নাহি বিচার।
যব জানী তব পরিহরি, নারী বড়া বিকার ॥ ঐ

আমিও তো নারী করিনু গ্রহণ,
নাহি জানা ছিল তখন বিচার।
যখনি জানিনু তখনি করিনু
পরিহার নারী বড়ই বিকার ॥

সতী ও অসতী

ইক চিত ন হোয় ন পিয় মিলৈ, পতিব্রত ন আবৈ।
চঞ্চল মন চহুঁ দিস ফিরৈ, পিয় কৈসে পাবৈ ॥ (কবীর)

বিনা একচিত্ততা
প্রিয় নাহি মিলিবে,
পাতিব্রত্য নাহিক হইবে সাধন।
চঞ্চল মন যদি
চৌদিকে ঘুরে-ফিরে,
প্রিয় সাথে কেমনে হইবে মিলন ?

সুরাকে তো শির নহী, দাতাকে ধন নাহি।
পতিবরতাকে তন নহী, সুরত বসৈ পির মাহি ॥ ঐ

বীর যেবা তার শির নাহি রহে,
দাতার সঞ্চিত নাহি রহে ধন।
যেবা পতিব্রতা দেহ তার নাই,
প্রিয়তমে তার দৃঢ় রহে মন॥

পতিবরতা মৈলী ভলী, গল কাঁচকা পোত।
সব সখিয়ন সে য়ো দিপৈ, জ্যোঁ রবি সসিকী জোত॥ (কবীর)

পতিব্রতা ভাল কুরূপা মলিনা,
যার গলে মালা কাঁচের পুঁতির।
সব সখিদের মাঝে শোভে সে যে,
জ্যোতি যেই মত রবি ও শশীর॥

কবীর রেখ সিঁদুর অরু, কাজর দিয়া ন জায়।
নৈনন প্রীতম রমি রহা, দূজা কহাঁ সমায়॥ ঐ

হে কবীর! শুধু সিঁদূরের রেখা
আর কাজলের নাহিক বাহার।
রমিত রয়েছে আঁখি প্রিয়তমে,
প্রবেশিবে তথা অন্য কেবা আর?

বিভিচারিণকে বশ নহী, অপনে তন মন সোয়।
কহ কবীর পতিবর্ত বিন, নারী গই বিগোয়॥ ঐ

ব্যভিচারিণী নারী
বশীভূত করিতে
নাহি পারে আপন দেহ আর মন।
কহিতেছে কবীর—
পতিব্রতা বিহনে
বহিয়া যায় নারী ধ্বংসের কারণ॥

পতিবরতা বিভিচারিণী, এক মন্দিরমে বাস।
বহ রঙ্গরাতী পিউকে, য়হ ঘর ফিরৈ উদাস॥ (কবীর)

পতিব্রতা আর অসতী রমণী
এক গৃহে যদি করে তারা বাস,
প্রিয়-রঙ্গে সতী রহে ভরপুর,
ঘরে ঘরে ঘুরে অসতী উদাস ॥

টীকা। প্রিয়-রঙ্গে = প্রিয়তমের প্রেমে বা ভাবে।

সুন্দর পতিব্রত রাম সোঁ, সদা রহৈ ইকতার।
সুখ দেবৈ তো অতি সুখী, দুখ তো সুখী অপার ॥ (সুন্দর দাস)

পাতিব্রত্য যাহার
রামের প্রতি রহে,
এক ভাবে রহে সে সদা সাথে তাঁর।
শ্রীরাম সুখ দিলে
অতিশয় সুখী সে,
দিলেও দুঃখ তিনি সুখী সে অপার ॥

সতী দাহ

ঢোল দমামা বাজিয়া, সব্দ সুনা সব কোয।
জো সর দেখি সতী ভগৈ, দো কুল হাঁসী হোয় ॥ (কবীর)

ঢোল বাজিয়াছে, বেজেছে দামামা,
শুনেছে সকলে সতী হ'তে যায়।
আগুন দেখিয়া সতী পালাইলে,
উভয় কুলের লজ্জা রাখা দায় ॥

সতী জরণ কো নিকসী, চিত ধরি এক বিবেক।
তন মন সঁপা পিউকো, অন্তর রহী ন রেঘ ॥ ঐ

পুড়িবার তরে বাহিরিল সতী,
চিত্তে করি' শুধু বিবেকেরে সার।

তনু মন তার প্রিয়ে সমর্পিত,
অন্তরে কালিমা নাহিক তাহার ॥

সতী জরণ কো নিকসী, পিউকো সুমিরি সনেহ।
সব্দ সুনত জীউ নিকসী, ভুলি গই নিজ দেহ ॥ (কবীর)

বাহিরিল সতী পুড়িবার তরে,
স্মরিয়া প্রিয়ের স্নেহ অনুপম।
শব্দ শুনিয়াই প্রাণ তার গেছে,
ছার দেহ সে যে ভুলেছে আপন ॥

হোঁ তোহি পুছো হৈ সখী, জীবত ক্যোঁ ন জরায়।
মুয়ে পিছে সত করৈ, জীবত ক্যোঁ ন করায় ॥ ঐ

ওগো সখী! তোমারে
জিজ্ঞাসা করিতেছি··
বেঁচে থেকে কেন না সহগো জ্বলন?
মরিয়া লইতেছ
সৎকাজ-করা নাম,
বেঁচে থেকে কেন তা করনা সাধন?

টীকা। কবীর সাহেবের সময়ের বহু পরে আইনের দ্বারা সতী-দাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

বিধবা।

রড়িয়াঁ এহ ন আখিযন, জিনকে চলন ভতার।
রড়িয়া সোহঁ নানকা, জিন বিসরি যা করতার ॥ (নানক)

যথার্থ বিধবা নহে তার নাম,
স্বামীরে যাহার নিয়াছে মরণ।

সেই সে বিধবা, ওরেরে নানক।
স্বামীরে হইল যেবা বিস্মরণ॥

জগৎ কবচ।

চিত্যোন তরুণী কটাক্ষ সর, কারেওন কঠিন সনেল।
তুলসী তিনকী দেহকী, জগত কবচ বাব লেহু॥ (তুলসীদাস)

যুবতীর আঁখি হ'তে
ছুটে যে কটাক্ষ বান
তাহাতে না বিচলিত হয় যার মন,
হে তুলসী! দেহ তাঁর
জগৎ কবচ হয়
ধরিত্রী ধরেন তাঁরে রক্ষার কারণ॥

টীকা। রক্ষার কারণ জগতের রক্ষার জন্য।

"মাতৃবৎ পরদারেষু।"

পরধন কো মাট্টি গিনে, পরদার মাতৃ সমান।
এতনেমে হরি ন মিলে, তো তুলসীদাস জমান॥ ঐ

পর-ধনে সতত মাটি মনে করিয়া,
মাতৃ-সমান সদা ভাবি' পরদার,
যদি হরি লভিতে নাহিক পারে কেহ,
তুলসীদাস তবে জামিন তাহার॥

টীকা। এই দোহাতে নিম্নলিখিত চাণক্য-শ্লোকের ভাবটী আরও পরিস্ফুট হইয়াছে—

"মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি সঃ পণ্ডিতঃ॥"

শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবগণ-কৃত স্তবে উক্ত হইয়াছে—

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরা পরোক্তিঃ॥

সেবা ধর্ম্ম।

নীচ ঊচ কুল সুন্দরী, সেবা সারী হোই।
সোই সোহাগিনী কীজিযে, রূপ ন পীজে ধোই॥ (দাদূ)

নীচ কিম্বা উচ্চ কুলে জন্ম হ'ক,
করে যদি নারী সেবা-ধর্ম্ম সার,
স্বামী-সোহাগিনী তাহাতেই হয়,-
রূপ কেবা খায় ধুইয়া আবার?

যথার্থ জননী।

মলক সু মাতা সুন্দরী, জাইা ভক্ত ওতার।
ঔর সকল বাঁঝৈ ভই, জনম খর কতবার॥ (মলূকদাস)

সে নারীই হন যথার্থ জননী
ভক্ত জন্ম লন উদরে যাঁহার।
বাঁঝা আর সব, উদরে যাঁদের
গর্দ্দভ জন্মিতে থাকে বারবার॥

টীকা। সুন্দরী—নারীর সাধারণ নাম। এই দোহাতে মলূকদাস বলিতে চাহিয়াছেন যে, মানব জন্মের সার্থকতা ভক্তিতে, ভক্তি লাভ না করিতে পারিলে মানুষ গাধার সমান।

(৫)

সংসার

ইহ জগ কোটী কাঠ্ কি, চঁহ দিশ্ লাগি আগ।
ভিতর রহে যো জল মুয়ে, সাধু উবরে ভাগ॥ (কবীর)

কোটী কোটী কাষ্ঠের ভারে গড়া সংসার,
চারিদিকে আগুন লেগে আছে তার।
বাহিরে থাকি' তার বাঁচেন সাধুগণ,
ভিতরে যারা, পুড়ে হয় ছারখার॥

দিন চারকা খেল হ্যায়, ঝুঁটা জগৎ পসার।
যিন্ বিচার পতি না লখা, বুড়ে ভৌজল-ধার॥ (অজ্ঞাত)

খেলিবার লাগি আসি'
দিন-চারেকের খেলা
মিথ্যা এই জগৎ-সংসারে,
বিবেক না লভে যারা,
প্রিয়তমে নাহি দেখে,
ডুবে তারা ভবজলধারে॥

হাম জানেথে খায়েঙ্গে, বহুত জমী বহু মাল।
যেঁওকা তেঁওহি রহ গেয়া, পাকড় লে গেয়া কাল॥ (কবীর)

ছিল মনে ধারণা, ভুঞ্জিব ভাল ক'রে
অনেক জমী-জমা বহু মালামাল,
যেখানের জিনিস সেখানেই রহিল,
ধরিয়া লইয়া যে চলিল রে কাল॥

কবীর পাঁচ পখেরুয়া, রাখে পোষ লগায়।
এক যো আয়া পারধী, লে গয়ো সবৈ উড়ায়॥ (কবীর।)

পুষিতে আছিল পরম যতনে
পঞ্চ পক্ষী জীব দেহ-পিঁজরায়।

এক-যে শিকারী আসিল সহসা,
নিয়ে গেল সব উড়ায়ে কোথায় !

টীকা। পঞ্চ পক্ষী = পঞ্চ প্রাণ।

চহুঁ দিসি পক্কা কোট থা, মন্দির নগর মঝার।
খিড়কী খিড়কী পাহরু, গজ বন্ধা দরবার॥
চহুঁ দিসি সূরা বহু খাড়ে, হাথ লিয়ে হাতিয়ার।
রহি গয়ে সবহী দেখত, কাল লে গয়া মার॥ (কবীর)

চারিদিকে পাকা প্রাচীরে বেষ্টিত
আছিল মন্দির নগর-মাঝার।
দ্বারে দ্বারে ছিল কতেক প্রহরী,
হস্তী বাঁধা ছিল মোর দরবার॥
চারিদিকে মোর দাঁড়াইয়া ছিল
বহু বীর হাতে ঢাল তরবাল।
দেখিতে লাগিল তারা সবে, মোরে
মারিয়া লইয়া চলিল রে কাল !

কবীর য়া সংসারকী, ঝুঠী মায়া মোহ।
জেহি ঘর জিত্তা বধাওনা, তেহি ঘর তেতা দ্রোহ। (কবীর)

মিথ্যা মায়া মোহ এই সংসারের,
বুঝিয়া দেখহ, কবীর, সঠিক।
যেই ঘরে যত অস্ত্র শস্ত্র রহে,
দ্রোহ সেই ঘরে ততই অধিক॥

টীকা। দ্রোহ = বৈরতা, উপদ্রব।

লোগ ভরোসে কৌনকে, বৈঠি রহে অরগায়।
ঐসে জীয়রা যম লুটৈ, ভেড়হি লুটৈ কসায়॥ (কবীর)

কার ভরসায় বেপরোয়া হ'য়ে
বসে থাকে লোক, জানিনা, হেথায়।
এ প্রিয় প্রাণেরে নিয়ে যাবে যম,
কসাই যেমন ভেড়া নিয়ে যায় !

ঐসী গতি সংসারকী, জ্যোঁ গাডরকী ঠাট।
এক পড়া জেহি গাডমে, সবৈ জায় তেহি বাট ॥ (কবীর)

এই সংসারের গতি দেখিতেছি
ঠিক যেন মেষপালের মতন।
একটি তাদের যে গর্ত্তে পড়িবে,
সব সেইখানে করিবে গমন ॥

ভ্রমকা বাঁধা ইয়ে জগত, য়হি বিধি আবৈ জায়।
মানুষ জনমহি পায নর, কাহে কো জহডায়। (কবীর)

ভ্রমেতে আবদ্ধ এই যে জগৎ
এই প্রকারেই আসে আর যায়।
মানব-জনম লাভ করি' জীব,
আপনারে, বল, কেন-বা ঠকায় ?

সন্মুখ হৈব রঘুনাথকে, দেহু সকল জগ পীঠি।
তজে কেঁচুবী উরগ কহ, হোত অধিক অতি দীঠি ॥ (তুলসীদাস)

শ্রীরঘু-নাথের সম্মুখে যাইয়া
জগতের দিকে ফিরাও পিছন।
দৃষ্টি-শক্তি আর আকৃতি সর্পের
বাড়ে, সে ছাড়য় খোলস যখন ॥

দেহ রহৈ সংসারমেঁ, জীব রামকে পাস।
দাদূ কুছ ব্যাপৈ নহীঁ, কাল ঝাল দুখ ত্রাস ॥ (দাদূ)

যার দেহ রহে সংসারের মাঝে
শ্রীরামের পাশে প্রাণ কিন্তু রয়,
ব্যাপ্ত নাহি হয় তাহার উপরে
কালের প্রতাপ, দুঃখ আর ভয় ॥

দীপক লে গুরু জ্ঞানকো, জগৎ অঁধেরে মাহিঁ।
কাম ক্রোধ মদ মোহ মেঁ, সহজো উরঝৈ নাহিঁ ॥ (সহজীবাই)

চল জগতের অন্ধকার মাঝে
গুরু-জ্ঞান-দীপ করিয়া গ্রহণ।

কাম-ক্রোধ-মদ- মোহের প্রভাবে
হইবেনা কভু তোমার পতন ॥

জেহি ঘট প্রেম ন প্রীতি রস, পুনি রসনা নহিঁ নাম।
তে নর পশু সংসারমে, উপজি খপৈ বেকাম ॥ (কবীর)

প্রীতি ও প্রেম-রস নাহি যার দেহেতে,
ভগবন্নাম নাহি যার রসনায়,
সে নর এ সংসারে পশুর মত বটে,
লভিয়া এ জীবন বৃথায় কাটায় ॥

"মা কুরু ধন-জন যৌবনগর্ব্বং।"

অর্থ যথা পদধূলা হ্যায়, যৌবন নদীকা বেগ।
মানুষ জলবিম্ব হ্যায়, জীবন ফেন করি লেখ ॥ (অজ্ঞাত)

ধূলা সম তুচ্ছ অর্থ সুনিশ্চয়,
যৌবন নদীর বেগের প্রায়।
জলবিম্ব নর, আর এ জীবন—
ফেণা ব'লে লিখে রাখ রে তায় ॥

ধন অরু যৌবনকো গর্ব্ব, কবরহু করিয়ে নহি।
দেখতঁহি মিটত যাত হ্যায়, যৌঁও বাদরকে ছহিঁ ॥ (কবীর)

ধন আর যৌবন, ইহাদের গরব
করিবেনা কখনো বুদ্ধিমান জন।
ইহারা ক্ষণস্থায়ী মেঘের ছায়া সম,—
দেখিতে দেখিতেই হয় অদর্শন ॥

মায়াকা সুখ পঞ্চ দিন, গর্ব্বৌ কহা গঁবার।
সুপিনৈ পায়ো রাজ ধন, জাত ন লাগৈ বার ॥ (দাদু)

কিসের গরব কর তুমি, মূঢ় ?—
মায়া-সুখ মোটে পাঁচ দিন রয়।
স্বপনে পেয়েছ ধনদৌলতাদি,
যাইতে সে সব লাগেনা সময়॥

কবীর গর্ব ন কীজিয়ে, উঁচা দেখি আবাস।
কাল্হ' পুরোঁ ভুইঁ লেটনা, উপর জমসী ঘাস॥ (কবীর)

গর্ব্ব করিওনা কহিছে কবীর,
উচ্চ নিরখিয়া তোমার আবাস।
কাল দেহ তব ভূমিতে লুটাবে,
তাহার উপরে জনমিবে ঘাস॥

জরা কুত্তী যৌবন সসা, কাল অহেরী লাব।
অবকী ছিনমেঁ পকড়িহৈ, গরবৈ কহা গবাঁর॥ (কবীর)

যৌবন-শশকের পাছে জরা-কুকুরী
শিকারী কাল সহ হয় আগুসার।
এখনি ধরি' তারে বিধূনিত করিবে,
গর্ব্ব, বল, কিসের করিছ গোঁয়ার ?

টীকা। বিধূনিত = বিধ্বস্ত, বিনষ্ট। গোঁয়ার = মূর্খ।

ইস দেহীকা গরব না করনা, মাটীমেঁ মিল জাসী।
য়ো সংসার চহরকী বাজী, সাঁঝ পড়্যাঁ উঠি জাসী॥ (মীরাবাই)

এ দেহের কভু ক'রোনা গরব,
এ দেহ অচিরে মাটিতে মিলায়।
এ সংসার যেন পাখীদের খেলা,
সন্ধ্যা হলে সব উড়ে চলে যায়॥

সুন্দর দেহ পরী রহী, নিকসি গয়ো জব প্রান।
সব কোউ য়োঁ কহত হৈ, অব লে জাহু মশান॥ (সুন্দর-দাস)

এ সুন্দর দেহ পড়িয়া রহিবে
বাহির হইয়া যাবে যবে প্রাণ।

সকলে তখন কহিতে থাকিবে—
নিয়ে যাও ইহা এখনি শ্মশান ॥

মহা কষ্ট সো হোত ধন, রাখে কষ্ট সদায়।
নাস হয়তো দুখ করে, খরচ করে পছতায় ॥
তাসো ধিক ধিক অর্থ হায়, দুখ দেও জগমাহি।
অর্থ মহা অরি জানিয়ে, করি বিচার মনমাহি ॥ (কবীর)

মহা কষ্টে হয়ে থাকে ধন উপার্জ্জন,
রক্ষিতে তাহারে কষ্ট হয় অনুক্ষণ।
নষ্ট হলে পরে মহা দুঃখ উপজয়,
খরচ হলেও মনে অনুতাপ হয় ॥
অতএব ধিক ধিক সেই অর্থ ছার,
এ জগতে দুঃখ যাহা দেয় এ প্রকার।
এই অর্থ মহা শত্রু, রাখহ জানিয়া,
আপনার মনে দেখি' বিচার করিয়া ॥

অর্থ অনর্থ করহিঁ জগত মাহি।
দেখহু মনসুখ লেশো নাহি ॥
যাকো ধন তাকো ভয় অধিকা।
ধন কারণ মারত পিতু লাড়কা ॥
ধনেতে পতিহি বিঘাতহি নারী।
ধনেতে মিত্র শত্রুতাকারী ॥
ধনমদ নর অন্ধেরে জগ কৈসে।
দেখন মে নহিঁ রতৌধী য্যায়সে ॥ (কবীর)

পৃথিবীতে অর্থ বড় অনর্থ ঘটায়।
লেশ মাত্র মন-সুখ নাহি রহে তায় ॥
ধন যার আছে, তার আছে বড় ভয়।
ধনের কারণে পুত্র পিতৃঘাতী হয় ॥
ধনের কারণে নারী স্বামী হত্যা করে।
ধনের করণে মিত্র শত্রুতা আচরে ॥

ধনমদে এ জগতে নর অন্ধ হয়।
রাতকানা যেই মত রাত্রে না হেরয় ॥

ইস জীনেকা গর্ব্ব ক্যা, কহা দেহকী প্রীত।
বাত কহত ঢহ জাত হৈ, বাব্লকী সী ভীত ॥ (মলকদাস)

এই জীবনের গরব কিসের ?
মমতা কেন এ দেহের উপর ?
ধ'সে যায় কথা কহিতে কহিতে,
ঠিক যেই মত বালুকার ঘর !

গর্ব্ব ভুলানে দেহকে, বচি রচি বাঁধে পাগ।
সো দেহী নিত দেখিকে, চোঁচ সঁবাবে কাগ ॥ (মলূকদাস)

দেহের গরবে ভুলিয়া মানব
ঘুরা'য়ে ফিরা'য়ে বাধিতেছে পাগ।
সেই দেহ নিত্য দেখিয়া দেখিয়া
ঠোঁট আপনার চোখাতেছে কাক ॥

টিকা। ঠোট --কাক--কবে এ বেটা মরিবে, কবে ইহাকে খাইব এই মনে করিয়া কাক ঠোট চোখা করিতেছে। পাগ= পাগড়ী।

ইহ তন কাঁচা কুম্ভ হৈ, মূঢ় করে বিসওয়াসা।
কহে কবীর বিচারিকৈ, নহি পাবকি আসা। (কবীর)

কাঁচা কুম্ভ সম ভঙ্গুর এ দেহ,
মূঢ় করে তাহে বিশ্বাস স্থাপন।
বিচার করিয়া কহিছে কবীর—
মুহূর্ত্তের আশা নাহি কদাচন ॥

সুন্দর গর্ব্ব কহা করৈ, কহা মরোরৈ মূঁছ।
কাল চপেটা মারিহৈ, সমুঝি কহূঁকে ভূঁছ ॥ (সুন্দরদাস)

কেন গর্ব্ব এত করিছ সুন্দর ?
কেন গোঁফে চাড়া দিতেছ এমন ?

কাল গালে চড় মারিবে তোমার—
মূর্খ! বুঝে কথা কহরে এখন।

দীপক সুন্দর দেখিকে, জরি জরি মরৈ পতঙ্গ।
ধটী লহর বিষয়কী, জরত ন মোড়ৈ অঙ্গ॥ (কবীর)

প্রদীপে সুন্দর নেহারি' নয়নে,
পুড়ে পুড়ে মরে পতঙ্গ অধীর!
তেমনি সুন্দর বিষয়-অনল,
পুড়ে নর তবু নাড়ে না শরীর!

যহ মন ফূলা বিষয় বন, উঁহা ন লায়ো চিত।
সাগর ক্যোঁ ন উড়ি চলো, সুনো বৈন মন মিত॥ (কবীর)

এই যে বিকশিত বিষয়-বন দেখ,
রাখিও না সেখানে চিত্ত কদাচন।
সাগরে কেন নাহি চলে যাও উড়িয়া?—
শুনহ কথা মোর, ওহে বন্ধু মন॥

চলো মুসাফের বাঁধ মুটরী, একদিন জানা হোগা।
আজ বি জানা কাল বি জানা, আখির জানা হোগা॥ (অজ্ঞাত)

চল, ওহে বিদেশী, বাঁধহ মোট-ঘাট,
একদিন যাইতে হইবে তোমায়।
আজও যেতে পার, কালও যেতে পার,
আখেরে যেতে হবে, ভুল নাহি তায়॥

তন মন ধন জেহি রাম পর, কৈ দীন্ হোঁ বকসীস।
পল্টূ তিনকে চরণ পর, মৈঁ অরপত হোঁ সীস॥ (পল্টূ)

তনু মন ধন ভেট সমর্পণ
ক'রেছে যেজন শ্রীরামের পায়,
সেই মহাত্মার চরণের পরে
পল্ট শ্রদ্ধাভরে মস্তক লোটায়॥

ধরণী ধন তন জীবন রহু, চাহে রহৈ কি জায়।
হরিকে চরণ হৃদয় ধরি, অব তৌ হেত বঢ়ায় ॥ (ধরণীদাস)

এ শরীর আর জীবন ও ধন
থাকুক বা যাক, ভাবিবার নয়।
হরির চরণ হৃদে ধরি' এবে
প্রেম তাঁর প্রতি বাড়াইতে হয় ॥

কাল জগদ্ভক্ষক।

আজ কালকা বিচমে, জঙ্গল হোয়গা বাস।
উপর উপর হাল ফিরে, ঢোর চরেঙ্গে ঘাস ॥ (কবীর)

আজ কিম্বা কালের মধ্যেই হবে জেনো
জঙ্গলে পরিণত তোমার এ বাস।
হাল তার উপরে ফিরিবে কৃষকের,
পশুগণ সেখানে সুখে খাবে ঘাস ॥

হাড় জলে যেঁও লকড়ী, কেশ জলে যেঁও ঘাস।
সব জগ জলতা দেখ্ কর্, ভয়ে কবীর উদাস ॥ (কবীর)

হাড় জ্ব'লে যায় লাকড়ীর মত,
কেশ জ্ব'লে যায় ঘাসের সমান।
সকল জগৎ জ্বলিছে দেখিয়া,
উদাস হ'য়েছে কবীরের প্রাণ ॥

ঝুঁটে সুখকো সুখ কহেঁ, মানত হ্যায় মন মোদ।
জগৎ চবেনা কাল্‌কা, কুছ মুখমে কুছ গোদ ॥ (কবীর)

অনিত্য সুখেরে সুখ বলি' মন
অনুভবে আমোদ তাহাতে,

জগৎ যে কালের খাদ্য তা' ভাবেনা,

কিছু মুখে কিছু তার কোলেতে ॥

টীকা। কালের কি চমৎকার মূর্ত্তিই এই দোহাতে অঙ্কিত হইয়াছে। কাল বসিয়া বসিয়া জগৎ খাইতেছে—জগতের খানিকটা তাহার মুখে এবং খানিকটা তাহার কোলে, খানিকটা তো সে পূর্ব্বেই খাইয়া ফেলিয়াছে।

বড়ো পেট হৈ কালকো, নেক ন কহু অঘায়।

রাজা রানা ছত্রপতি, সব কুঁ লীলে জায় ॥ (দয়াবাঈ।)

অতীব বৃহৎ কালের উদর,

অল্পে তাহা নাহি ভরে কদাচন।

রাজা আর রাণী আর ছত্রপতি,

কাল ক'রে ফেলে সকল ভক্ষণ ॥

ধরতী করতে এক ডগ, দরিয়া করতে ফাল।

হাকোঁ পরবত ফাড়তে, সো ভী খায়ে কাল ॥ (দাদূ ০)

এক পদ-বিন্যাসে

গ্রাসিত ধরা যারা,

এক লাফে সাগর হ'য়ে যেত পার,

হাঁকে-ডাকে পর্ব্বত

বিদীর্ণ করে দিত,

তাদেরো এই কাল করেছে আহার!

পাঁচ তত্ত্ব কী কোঠরী, তা মে জাল জঞ্জাল।

জীব তহাঁ বাসা করৈ, নিপট নগীচে কাল ॥ (দরিয়া-বিহারী)

পাঁচ তত্ত্ব মিলিয়া

করিয়াছে কুঠুরী,

আছে তার ভিতরে জাল ও জঞ্জাল।

জীব তার ভিতরে

বসতি করে থাকে,

অতিশয় নিকটে রহে তার কাল ॥

টীকা। কুঠুরী—এই দেহ। পাঁচতত্ত্ব—পঞ্চভূত।

পূরব উগৈ পচ্ছিম অথবৈ, ভখৈ পবনকা ফুল।
রাহু গরাসৈ তাহুকো, মানুষ কাহে ভুল॥ (কবীর)

পূর্ব্বদিকে উঠিয়া পশ্চিমে ডুবে যায়,
ভক্ষণ করে থাকে পবনের ফুল।
রাহু সেই তপনে ফেলে গ্রাস করিয়া,
মানুষ! কেন তবে কর তুমি ভুল?

"চল্তি চক্কি।"

কাল চক্র চক্কী চলৈ, সদা দিবস অক রাত।
সগুণ অগুণ দুই পাটলা, তা মে জ'ব পিসাত॥ (কবীর)

কাল-চক্র চলিছে
জাঁতার মত সদা,
দিবস ও রজনী নাহিক বিরাম।
সগুণ ও নির্গুণ
দুইটা পাটা তার,
নিষ্পেষিত তাহাতে জীবের পরাণ॥

চল্তি চক্কি দেখ্ কর্, দিবা কবীরা রোয়।
দো পাটন কি বীচ আ, সাবিত গয়া ন কোয়॥ (কবীর)

জাঁতা ঘুরিতেছে হেরিয়া কবীরের
কাঁদিতেছে পরাণ মহা বেদনায়।
পাটা দুইটার ভিতরে যাহা পড়ে,
আস্ত কিছু তাহার থাকিতে না পায়॥

চল্তি চক্কি সব কোই দেখে, কীল দেখে না কোই।
যো কীলকো পাকড়্কে রহে, সাবিত রহা হৈ ওই॥ (কবীর)

জাঁতা ঘুরিতেছে সকলেই দেখে,
কীল তার কেহ দেখিতে না পায়।

কীলক ধরিয়া থাকে যেইজন,
আস্ত সেইজন শুধু র'য়ে যায় ॥

আসে পাসে জো ফিরৈ, নিপট পিসাবৈ সোয়।
কীলাসে লাগা রহৈ, তাকো বিঘন ন হোয় ॥ (কবীর)

আসে-পাশে তার ফিরে রে যাহারা,
পিষিয়া ফেলিবে সকলি নিশ্চয়।
কীলকে লাগিয়া থাকে যেই জন,
বিঘ্ন একটুও তার নাহি হয় ॥

টীকা। কীল=কীলক, খোঁটা। এই দোহাত্রয়ের তাৎপর্য্য এই যে, যে সমস্ত শস্য জাঁতার খোঁটা আশ্রয় করিয়া থাকে, জাঁতা ঘুরিলে তাহারা যেমন চূর্ণীকৃত হয় না, সেইরূপ সংসারচক্রের কীলক যে ভগবান, তাঁহাকে যাহারা আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহারা সংসারচক্রে পেষিত ও চূর্ণীকৃত হয় না। নতুবা তাহাদিগকে জাঁতার মধ্যগত শস্যের ন্যায় বিচূর্ণ হইতে হয়। 'ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া॥"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই শ্লোকটির মর্ম্মও তদনুরূপ। হৃদ্দেশে, অর্থাৎ কেন্দ্রে, অবস্থিত কীলকরূপী ভগবানের আশ্রয় ব্যতীত সেই মায়ার হস্ত হইতে উদ্ধার নাই। গীতা বলিয়াছেন "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"

মায়াকী চক্কী চলৈ, পীসি গয়া সংসার॥
পীসি গয়া সংসার, বচৈ না লাখ বচাবৈং।
দোউ পটকে বীচ, কোউ না সাবিত জাবৈ
কাম ক্রোধ মদ লোভ, চক্কী কা পীসনহারে।
তিরগুণ ডারৈ ঝীক, পকড়ি কৈ সবৈ নিকারেং ॥
পল্টু হরিকে ভজন বিনু, কোউ ন উতরৈ পার।
মায়াকী চক্কী চলৈ, পীসি গয়া সংসার ॥ ..(পল্টু)

মায়ার যে জাঁতা তাহা চলিতেই রয়েছে।
পিষিয়া গেল তায় সকল সংসার ॥
পিসিয়া গেল হায় সংসার সমুদয়।
বাঁচার লক্ষ চেষ্টা নাহিক বাঁচায়।

তার পাটা দুটীর　　ভিতরে গেলে প'রে,
　　কেহই আস্ত নাহি থাকিবে ধরায় ॥
কাম আর ক্রোধ ও　　মদ লোভ, ইহারা
　　মায়ার হাত হয় জাঁতা চালাবার।
ত্রিগুণ মুঠি মুঠি　　শস্যাদি দেয়, তাহে
　　বাহিরে ফেলে জাঁতা করি' চুরমার ॥
শ্রীহরির ভজন　　ব্যতিরেকে কেহই
　　পারিবেনা কদাপি হ'য়ে যেতে পার।
মায়ার যে জাঁতা তা'　　চলিতেছে দুর্ব্বার,
　　পিষিয়া যাইতেছে সকল সংসার ॥

চক্কি চলি গুপালকি, সব জগ পিসা ঝারি।
রূড়া সবদ কবীরকী, ডারা পাট উখারি ॥ (কবীর)

গোপালের জাঁতা　　চলিতে চলিতে
　　পিষিয়া জগৎ করে ছারখার।
মন্ত্র কবীরের　　মহা বলবান—
　　তুলিয়া ফেলিল পাটা দুটি তার ॥

টীকা। মন্ত্র কবীরের কবীরের গুরুদত্ত মন্ত্র।
তুলিয়া⋯ তার-সগুণ ও নির্গুণের দ্বন্দ্ব সুচারুরূপে মীমাংসা করিয়া পাটা দুটী তুলিয়া ফেলিয়া দিল। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসা বিষয়ে প্রথম খণ্ডের ১৪২ পৃষ্ঠায় সগুণ ও নির্গুণ শীর্ষক অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

সময় ও অসময়।

তৃষিত বারি বিনু জোঁ্য তনু ত্যাগা।
মুয়ে করে কা সুধা তড়াগা ॥
কা বর্ষণ যব কৃষি শুখানে।
সময় চুকি পুনি কা পছতানে ॥ (কবীর)

তৃষিত সলিল বিনা　　পরাণ ত্যজিলে পরে,
　　সুধার তড়াগে তার কি কাজ বা হয় রে?

কৃষি শুষ্ক হ'য়ে গেলে,　　বর্ষণে কি ফল ফলে,

কি হয় বা অনুতাপে যাইলে সময় রে !

লাভ সময়কো পালিবে, হানি সময়কা চুক।

সদা বিচারহি চারুমতি, সুদিন কুদিন দিনদুক॥　(তুলসীদাস)

সময়ের সুপালনে　　সমুদিত হয় লাভ,

সময়ের অপচয়ে হানি উপজয়।

সুদিন-কুদিন-মর্ম্ম　　বিচারি' সুবুদ্ধি যেন

সময়েরে করে সদা সফলতাময়॥

সিন্ধু-তরন কপি গিরিহরণ, কাজ সাহস্কিত দোউ।

তুলসী সময় সম বড়ে নহি, বুঝত কোউ কোউ॥　(তুলসীদাস)

পারাবার পার হাওয়া,

পর্ব্বত বহিয়া আনা,

কাজ দুটি ছোট-খাট নয়।

সময়-প্রভাবে কপি

সাধিল সে দুটি কাজ,

কি মহিমাময় সুসময়।

সময়ের সম বড

কিছুই নাহিক আর,

এই কথা সুসার পরম

কেহ কেহ বুঝে থাকে;

সকলে বুঝিত যদি,

কাজ যদি করিত তেমন!

সরস নিরস নর হোত হৈ, সময় পায় সব কোই।

দিনমে গোত প্রকাশ রবি, চন্দ্র মন্দদ্যুতি হোই॥　(অজ্ঞাত)

সময়ানুসারে　　সরস নীরস

হ'য়ে থাকে পৃথিবীতে নর।

দিবা-কালে হয়　　রবির প্রকাশ

প্রভাহীন কিন্তু শশধর॥

আছে দিন পাছে গয়ে, গুপসে কিয়া ন হেত।
অব পছিতাযে হোত কা, চিড়িয়া চুগ গই খেত॥ (কবীর)

আছে এত দিন পাছে চলে যায়.
গুরুদেবে ভক্তি করিলিনা মন।
গিয়াছে খাইযা ক্ষেত পক্ষপালে.
অনুতাপে ফল কি হবে এখন ?

অব সমঝেসে কা ভয়ো, চিড়িয়া চুগ গই ক্ষেত।
চেত কিয়া নহি আপনে, কুটুম্বকে হেত॥ (তুলসীসাহেব)

এখন বুঝিলে কি হইবে আর ?
ক্ষেত খেয়ে পাখী চলে গেছে, হায়!
আত্মতত্ত্বে মন আগে নাহি দিলি,
মজিলি আত্মীয়-কুটুম্ব-মায়ায়॥

পঞ্চ নৌবতি বাজতী, হোত ছত্তীসো রাগ।
সো মন্দির খালি পড়া, বৈঠন লাগে কাগ॥
ঢোল দামামা গড়গড়ি, সহনাই অরু ভেরি।
ঔসর চলে বজাইকে, হৈ কৈ লাবৈ ফেরি ? (কবীর)

পঞ্চ নহবৎ যে মন্দিরে বাজি'
ছত্রিশ রাগিণী করিত আলাপ,
সে মন্দির এবে খালি প'ড়ে আছে,
বসিতেছে এবে সেইখানে কাক।
ঢোল ও দামামা আর গড়গড়ি
ভেরী ও সানাই আদি বাজাবার
সময় চলিয়া গিযাছে, হায়রে!
আনিবে কে তাহা ফিরাইয়া আর ?

টিকা। মন্দির—দেহ-মন্দির। গড়গড়ি—এক প্রকার বাজনা।
"Time and tide wait for none."

টাপাটুলী দিন গয়া, ব্যাজ বঢ়ন্তা জায়
না গুরু ভজ্যো না খত কট্যো, কাল পহুছা আয়॥ (কবীর)

টাল-বাহানায় দিন চ'লে গেছে,
হু হু ক'রে সুদ যেতেছে বাড়িয়া।
গুরু না ভজিনু, খত না শোধিনু,
কাল নিকটে যে প'ড়েছে আসিয়া।

টীকা। এই উপলক্ষ্যে প্রথম খণ্ডের ২২৪ পৃষ্ঠার শেষ দোহা দ্রষ্টব্য।

কাল করে সো আজ করো, আজ করে সো অব।
পলমে পরলে হোয়েগে, বহুরি করেগা কব॥ (কবীর)

কাল যা' করিবে আজ করে ফেল,
আজ যা' করিবে কর তা' এখন।
পলকে প্রলয় হয়ে যেতে পারে,
সৎকাজ তা'হলে করিবে কখন?

লেনা হোয় সো লেয়লে, কহি শুনি মত মান।
কহি শুনি যুগ যুগ চলি, আবা গমন বন্ধান॥ (কবীর)

লইতে হয় যদি, লও তবে এখনি,
কহা-শুনা কাহারো মানিও না আর।
কহিতে ও শুনিতে কত যুগ গিয়াছে,
ভবেতে আসা-যাওয়া র'য়ে গেছে সার॥

টীকা। লইতে = গুরু পদাশ্রয় লইয়া সৎকাজে ব্রতী হইতে।

আজ কহৈ মৈঁ কালু ভজুঙ্গা, কালু কহৈ ফির কাল।
আজ কালু কৈ করত হী, ঔসর যাসী চাল॥ (কবীর)

আজ তুমি কহিছ কাল তুমি ভজিবে,
কাল পুনঃ কহিবে আজ থাক, কাল।
এরূপে আজ-কাল করিতে করিতেই,
চলিয়া যাইতেছে তব শুভ কাল॥

কাল্‌হ করৈ সো আজ কর, সবহি সাজ তেরে সাথ।
কাল্‌হ কাল্‌হ তূ ক্যা করৈ, কাল কাল কে হাথ ॥ (কবীর ।)

কাল যাহা করিবে, আজিই করে ফেল,
সরঞ্জাম সকলি সঙ্গেই তোমার ।
কাল কাল করিয়া কি যে তুমি করিছ !
কালের হাতে কাল, কি ভরসা তার ?

সুন্দর য়হ ঔসর ভলা, ভজি লে সিরজনহার।
জৈসে তাতে লোহকৌ, লেত মিলাই লুহার ॥ (সুন্দরদাস ।)

বড় সুসময এই যে সময়,
ভজন করিযা লহ সবিতায়—
লৌহ যথা তপ্ত থাকিতে থাকিতে,
কামাব যতনে পিটিয়া মিলায় ।

টীকা। সবিতায়—সৃষ্টিকর্ত্তাকে ।

অবকে চুকে চুকহৈ, ফির পছতাবা হোয় ।
জো তুম অব ন চোড়িয়ে, জন্ম জায়গে খোয় ॥ (চরণদাস)

এখন ভুলিলে বড় ভুল হবে,
অনুতাপ পবে হইবে ভীষণ ।
এ শুভ সময় ছাড়িয়ো না তুমি,
কালবশে চলি' যাইবে জীবন ॥

য়া দুনিয়ামে আইকে, ছাঁড়ি দেহ তূ ঐঁঠ ।
লেনা হোয় সো লেইলে, উঠি জাত হৈ পৈঁঠ । (কবীর)

এই দুনিয়ায় আসিয়াছ যদি,
ছেড়ে দাও তুমি দেহ-মমতায় ।
ধরিতে হইলে ধরহ এখনি,—
ওই দেখ সিঁড়ি উঠে চ'লে যায় ॥

সুন্দর য়োঁহী দেখতেঁ, ঔসর বীত্যো জাই ।
অঞ্জুরী মাহেঁ নীর, কিতী বার ঠহরাই ॥ (সুন্দরদাস)

হে সুন্দর ! জেনো দেখিতে দেখিতে
চলিয়া যাইবে এই সুসময় ।
অঞ্জলি ভরিয়া জল তুল যদি,
কতক্ষণ, বল, হাতে তাহা রয় ?

অচরজ জীবন জগতমেঁ, মরিবো সাচো জান ।
সহজো অবসর জাতহৈ, হরি ভজি পহিচান ॥ (সহজীবাই)

বাঁচিয়া থাকাই আশ্চর্য্য জগতে,
মরিতে হইবে ভুল নাহি তায় ।
শ্রীহরির সহ জানা-শুনা কর—
এ মহা কালের সুসময় যায় ॥

সহজো ফির পছতায়গী, শ্বাস নিকসৈ জব জায়।
জব লগ রহৈ সরীরমেঁ, রাম সুমির গুণ গায় ॥ (সহজীবাই)

ওরেরে সহজী ! আক্ষেপিবে পরে,
বাহিরিয়া যাবে যবে তব প্রাণ !
শ্বাস যতক্ষণ র'য়েছে শরীরে,
গাও রাম-গুণ, জপ রাম-নাম ॥

নাম রসায়ণ পীজিয়ে, য়হি ঔসর য়হি দাব।
ফির পীছে পছতায়গা, চলাচলী হো জাব ॥ (গরীবদাস)

এই সুসময় এই রে সুযোগ—
পান ক'রে লও নাম-রসায়ন।
পরে অনুতাপ করিতে হইবে,
চলা-চলি সব ঘুচিবে যখন ॥

কলপ রোয় পছিতায় থক, নেহ তজোগে কূব।
পহিলে হী সুঁ জো তজৈ, সহজো সো জন সূর ॥ (সহজীবাই)

কল্পকাল ধরি', মূঢ় ! কাঁদিয়া ও আক্ষেপিয়া,
শেষেতো করিবে দেহ-মায়া পরিহার।
প্রথম হইতে তাহা পরিত্যাগ করে যে বা,
সহজী ! জানিয়া রাখ, বীর নাম তার ॥

জো নর ধর্ম্ম করৈ নাহি, মানুষ পাই সরীর
জরা ভয়ে নেহি হোত কুছ, চিন্তা হোত অধীর ॥ (অজ্ঞাত)

দুর্ল্লভ নর-দেহ লভিয়া যে ধরায়,
সময়ে নাহি করে ধর্ম্ম আচরণ,
আসিলে জরা তার, হয়না কিছু আর,
দুশ্চিন্তায় অধীর হয় তার মন।

টীকা। শ্রীমদ্ভাগবৎ তাই বলিয়াছেন—"কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।"
সপ্তম স্কন্ধে ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রথম শ্লোকে প্রহলাদ্-বাক্য।

কারজ তাহী কো সরৈ, করৈ জো সময় বিচার।
কবহুঁ ন হারে খেল জো খেলৈ দাঁব বিচার ॥ (অজ্ঞাত)

সময় বিচারিয়া কাজ করে যে জন,
সুসিদ্ধ হয় তার কাজ সমুদয়।
অনুকুল সময় বুঝিয়া খেলে যেবা,
তাহার কভু নাহি হয় পরাজয় ॥

য়হি বেরিয়া তো ফিরি নহীঁ, মনমে দেখু বিচার।
আয়া লাভকে কারনে, জনম জুআ মত হার ॥ (কবীর।)

যায় যে সুসময়, আসিবেনা ফিরিয়া,
দেখহ মনোমাঝে করিয়া বিচার।

করিতে লাভ তুমি　　　আসিয়াছ এখানে,
　জীবন-জুয়া-খেলা হেরোনা এবার ॥

টীকা। লাভ—আধ্যাত্মিক লাভ।

টক টক গয়া জোবতা, পল পল গয়া বিহায়।
জীব জঞ্জালমে পড়ি রহা, যমহি দমাম বাজায় ॥ (কবীর)

সুসময় লাগি　　　চাহিয়া চাহিয়া,
　গেলরে সময় পলে পলে, হায় !
জীব জঞ্জালেতে　　　পড়িয়া রহিল,
　যমরাজ এবে দামামা বাজায় ॥

টীকা। যমরাজ......বজায়—যমরাজের দামামা ধ্বনি জীবনের অবসান জানাইয়া দিতেছে, মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইতেছে।

জাগ পিয়ারী অবকা শোবৈ, রৈণ গই দিন কাহেকো খোবৈ।
জিন জাগা তিন মাণিক পায়া, তৈঁ বৌরী সব শোয় গঁবায়া।

পিয় তেরে চতুর তু মুরখ নারী, কবহু ন পিয়কী সেজ সঁবারি।
তৈঁ বৌরী বৌরাপন কিন্হো, ভর জীবন পিম অপন ন চিন্হো ॥

জাগ দেখ পিয় সেজন তেরে, তোহি ছাড়ি উঠি গয়ে সবেরে।
কহৈ কবীর সোই ধন জাগৈ, সবদ বান উর অন্তর লাগৈ ॥ (কবীর)

জাগ জাগ পিয়ারী,　　　এখনো শুয়ে কেন ?
　রজনী বৃথা গেছে, দিন না যায় যেন।
জাগিয়া যে আছিল,　　　মাণিক সে পাইল,
　পাগিলী তুই, তোর ঘুমে সব যাইল।

প্রিয় তোর চতুর,　　　তুই নারী অজ্ঞান,
　আগ্‌লালি না কভু প্রিয়তম শয়ান।
পাগলী তুই, শুধু　　　পাগলামী করিলি,
　জীবন-ভোর প্রিয় আপন না চিনিলি।

জাগিয়া দেখ, প্রিয়,　　　শয্যায় নাহি তোর,
　তোরে ছাড়ি উঠিয়া গিয়াছে ভোর ভোর।
কবীর কহিতেছে—　　　ধন্য সেই যে জাগে,
　শব্দের বাণ তার অন্তর মাঝে লাগে ॥

টীকা। পিয়ারী—নারীরূপে কল্পিত জীবাত্মা। প্রিয়—পরমাত্মা। আগলালি না—সতর্কভাবে রাখিলি না, সামলাইয়া রাখিলি না। প্রিয়তম শয়ান—শয্যায় শায়িত প্রিয়তমকে। শব্দের—নামের, গুরুমন্ত্রের।

জাগরণের সময়।

জিত বেলে অমৃত বসে, জীয়া হোবে দাতি।
জিত বেগে তু উঠি রহু, ত্রিহ পহরে পিছলী রাতি॥ (নানক)

যে শুভ সময়ে অমৃত বরষে,
সমুদার ভাবে ভ'রে উঠে মন—
রাত্রির তৃতীয় প্রহরের শেষে—
জাগিয়া উঠিয়া বসিও তখন॥

পহিলে পহরে সব জাগৈ, দূজে ভোগী মান।
তীজে পহরে চোর হী, চৌথে জোগী জ্ঞান॥ (চরণদাস)

সকলেই জাগে প্রথম প্রহরে,
দ্বিতীয় প্রহরে জাগে ভোগীগণ।
তৃতীয় প্রহরে চোর জেগে থাকে,
চতুর্থ প্রহরে জাগে যোগীজন॥

জাগৈ না পিছলে পহর, করৈ ন গুরুমত জাপ।
মুহ ফারে সোবন্ত রহৈ, তা কুঁ লাগৈ পাপ॥ (চরণদাস)

চতুর্থ প্রহরে নাহি জাগি' যারা,
নাহি করি' গুরু-মন্ত্র প্রজপন,
মুখ ব্যাদানিয়া নিদ্রামগ্ন রহে,
পাপ তাহাদেরে করে আক্রমন॥

কুশল।

কুশল কুশল হি পুছতে, জগ্‌মে রহা ন কোয়।
জরা মুই না ভয় মুবা, কুশল কাঁহাসে হোয়॥ (কবীর)

কুশল? কুশল?—জিজ্ঞাসে সকলে,
এই জগতে তো কেহ নাহি রয়।
জরামৃত্যুভয় যেখানে সতত,
কুশল সেখানে কোথা হ'তে হয়?

ঘড়ী জো বাজৈ রাজ দর, সুনতা হৈ সব কোয়।
আয়ু ঘটৈ জোবন খিসৈ, কুসল কহাঁ তেঁ হোয়॥ (কবীর)

রাজার দরজায় ঘড়ি যে বাজিতেছে,
পাইতেছে শুনিতে সকলেই তায়।
আয়ু সদা কমিছে, শুকা'তেছে যৌবন,
কুশল কেমনে বা হইবে হেথায়?

কৈ কুসল অনজানকে, অথবা নাম জপন্ত।
জনম মরন হোবৈ নহীঁ, তৌ বুঝৌ কুসলন্ত॥ (কবীর)

কুশল তাহাদেরি—অজ্ঞানী যারা হয়.
অথবা নাম-জপে যারা নিমগন।
জন্ম আর মরণ যখন রহিবেনা,
কুশল হইয়াছে বুঝিব তখন॥

গুরু বিন মারগ না চলৈ, গুরু বিন লহৈ ন জ্ঞান।
গুরু বিন সহজো ধন্ধ হৈ, গুরু বিন পূরী হান॥ (সহজীবাই)

গুরুদেবে না স্মরিয়া পথ চলিওনা তুমি,
গুরু বিনা কারো কাছে লইওনা জ্ঞান।
গুরু বিনা সমুদয় মিথ্যা ধাঁধা সুনিশ্চয়,
গুরু বিনা সব পূর্ণ-হানির নিদান॥

জন্ম ও মৃত্যু।

—:০:—

মৈঁ ইকলা ইয়ে দুই জনা, সাথী নাহিঁ কায়।
জো যম আগে উবরৌঁ, জরা পহুঁচৈ আয়॥ (কবীর)

ইহারা দুইজন, আমি হই একাকী,
সাথী হেথা আমার নাহি কোন জন।
যদ্যপি আমি কভু যমের হাতে বাঁচি,
জরা আসি' আমারে করে আক্রমণ॥

ইহতন্ যাত হ্যায়, সকেতো রাখ বহোর।
খালি হাথো অয় গয়ে, জিনকে লাখ ক্রোর॥ (কবীর।)

মানবেরা যেতেছে পরিহরি' শরীর,
বহু যত্নে পারে না রাখিবারে তায়।
খালি-হাতে যেতেছে যমালয়ে তারাও,
লক্ষ ও ক্রোরপতি যাহারা ধরায়॥

তুলসী দেখত অনুভবত, সুনত ন সমঝত নীচ।
চপরি চপেটে দেত নিত, কেশ গহে কর মীচ (তুলসীদাস।)

দেখিয়া শুনিয়া বা অনুভব করিয়া
নাহি পারে বুঝিতে মূঢ় জনগণ—
মৃত্যু যে তাহাদের চড় মারে নিত্যই
সুদৃঢ় করে কেশে করিয়া ধারণ॥

প্রাণ পিণ্ড কো তজি চলৈ, মুয়া কহৈ সব কোয়।
জীব ছতা জামৈ মরৈ, সূক্ষ্ম লখৈ ন সোয়॥ (কবীর।)

প্রাণ দেহ ছেড়ে চ'লে যায় যবে,
মরিয়াছে, কহে সকলে তখন।
জীব কিন্তু রহে, দেহ শুধু মরে,
সূক্ষ্ম কেহ নাহি করে দরশন॥

মাট্টীমেঁ মাট্টী মিলি, মিলি পৌনসে পৌন।
মৈঁ তোহি পূঝৌ পণ্ডিতা, দো মেঁ মূয়া কৌন॥ (কবীর।)
মাটি সহ মাটি মিলিত হইল,
বায়ু সহ হ'ল বায়ুর মিলন।
বল, হে পণ্ডিত! জিজ্ঞাসি তোমারে,
এ দুয়ের কার হইল মরণ?

মায়া মরে না মন মরে, মর মর গয়ো সরীর।
আসা তৃষ্ণা না মরে, কহ গয়ে দাস কবীর॥ (কবীর।)
নাহি মরে মায়া, নাহি মরে মন,
বার বার শুধু মরে রে শরীর।
নাহি মরে আশা, নাহি মরে তৃষ্ণা,—
কহিয়া যেতেছে এ দাস কবীর॥

কাল গ্রাসৈ আকার কোঁ, যামে সকল উপাধি।
নিরাকার নির্লেপ হৈঁ, সুন্দর তঁহা ন ব্যাধি॥ (সুন্দরদাস।)
কাল গ্রাস করে আকার কেবল,
উপাধি যাহাতে রহে সমুদয়।
নির্লিপ্ত নির্ম্মল, হয় নিরাকার,
তাহে কভু কিছু ব্যাধি নাহি রয়॥

সিংহাসন ও শৃঙ্খল।

—:০:—

আয়ে হায় সো যায়েঙ্গে, রাজা রঙ্ক ফকির।
এক সিংহাসন চড় চলে, এক বাঁধে যাত জিঞ্জির॥ (কবীর।)
এসেছে যাহারা, যাবে সকলেই,
রাজা ও গরীব ফকির, হায়!
কেহ যাবে সিংহাসনে আরোহিয়া,
কেহবা শৃঙ্খল বাঁধিয়া পায়॥

পল্টু নর তন পাই কৈ, ভজৈ নহী করতার।
যমপুর বাঁধে জাহুগে, কহৌ পুকার পুকার॥ (পল্টু।)
মানব-দেহ লাভ করি' ভবে যে জন
ভজন নাহি করে জগত-কর্ত্তার,
বন্ধনে যম-পুরে যেতে হবে তাহারে—
ফুকারিয়া কহিছে পল্টু বার বার

মরিয়ে তো মরি যাইয়ে ছুটি পরৈ জঞ্জাব।
ঐসা মরণাকো মরৈ, দিনমে সৌ সৌ বার॥ (কবীর।)

মরি যদি, তবে মরিব এমন
খসিয়া পড়িবে সকল শৃঙ্খল
লভিতে পারিলে হেন মৃত্যু, রোজ
শত-শত বার মরিব অটল॥

সুন্দর মানুষ দেহ য়হ, তামেঁ দোই প্রকার।
যাতে বুডে জগত মহঁ, যাতে উতরৈ পার। (সুন্দরদাস)

মানুষের এই যে দেহ দেখ, সুন্দর!
আছে তার জানিও দুইটী প্রকার।
এক দেহে পড়িয়া ডুবে জীব জগতে,
অন্য দেহ চড়িয়া হ'য়ে যায় পার॥

জীবন্মৃত

—::—

জীবৎ মাটী হো রহ, সাঁই সম্মুখ হোয়।
দাদূ পহেলে মর্ রহ পিছে মরে সব কোয়॥ (দাদ)

জীবদ্দশাতেই মাটী হ'য়ে থাক,
বিরাজেন প্রভু সম্মুখে তোমার।
মরিয়া থাকিলে তুমি আগে, দাদূ,
পশ্চাতে মরিবে যত কিছু আর॥

টীকা। যত কিছু আর=যত সব বাধা বিঘ্ন।

কবীর কায়া সমূঁদ হৈ, অন্ত ন পাবৈ কোয়।
মিরতক হোই কে জো রহৈ, মানিক লাবৈ সোয়॥ (কবীর।)

এ কায়া, কবীর, হয় পারাবার,
অন্ত তার কভু কেহ নাহি পায়।
জীবন্মৃত হ'য়ে যে থাকে সতত,
সে লভে মাণিক ডুব দিয়া তায়॥

টীকা। "ডুব দে মন কালী বলে, হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে"—রামপ্রসাদ।

উঁচা তরবর গগন ফল, বিরলা পঙ্খী খায়।
ইস ফলকো তো সো চখৈ, জো জীবত হী মরি জায়॥ (কবীর)

বহু উচ্চ তরুতে গগন-রূপী ফল,
বিরল হেন পাখী যে সে ফল খায়।
এ ফলের আস্বাদ সেই পারে লভিতে,
জীবনেতে মরিয়া রহে যে হেথায়॥

হরি হীরা কৈঁ্যা পাইহৈ, জিন জীবে কী আস।
গুরু দরিয়াসে কাঢ়সী, কোই মরজীবা দাস॥ (কবীর।)

হরি সম হীরা সে কেমনে পাবে,
রয়েছে যাহার জীবনের আশ?
গুরু-পারাবারে ডুবিয়া তুলিতে
পারে তাহা শুধু জীবন্মৃত দাস।

জীবন সে মরনা ভলা, জো মরি জানৈ কোয়।
মরণে পহিলে জো মরৈ, অজর রু অম্মর হোয়॥ (কবীর।)

মরিতে যে জন জানে, তার কাছে
জীবনের চেয়ে ভালই মরণ।
মরণের আগে মরিতে যে পারে,
অজর অমর হয় সেই জন॥

মনকী মনসা মিটি গই, অহং গই সব ছুট।
গগন মণ্ডলমে ঘর কিয়া, কাল রহা সিব কূট॥ (কবীর)

মনের বাসনা তার ঘুচে যায়,
অহং-মম-তম নষ্ট হয় তার।
গগন-মণ্ডলে সে যে ঘর করে,
কালের মস্তক হয় চুরমার॥

টীকা। "মারবো কালী নামের বাড়ী, ভাঙ্গবো যমের মাথার খুলি"—রামপ্রসাদ।

ঘর জারে ঘর উবরৈ, ঘর রাখে ঘর জায়।
এক অচম্ভা দেখিয়া, মুয়া কালকো খায়॥ (কবীর।)

ঘর জ্বালাইলে ঘর বেঁচে যায়,
রক্ষিলে তাহা না রহে কদাচন।
আশ্চর্য্য একটী দেখিলাম আমি—
মৃত করিতেছে কালেরে ভক্ষণ॥

জো মরনেসে জগ ডরৈ, মেরে মন আনন্দ।
কব মরিহোঁ কব পাইহোঁ, পুরন পরমানন্দ॥ (কবীর।)

যেই মরণেরে জগত ডরায়,
আনন্দ তাহাতে পায় মোর মন।
কবে রে মরিব, কবে আমি পাব
সে পরমানন্দ পূর্ণ সনাতন?

দূলন কায়া কবর হৈ, কহঁ লগি করৌ বখান।
জীবত মনুয়াঁ মরি রহৈ, ফিরি নহিঁ কবর সমান॥ (দূলনদাস।)

এই কায়া হয় কবর নিশ্চয়,
কেন কর এত বাখান তাহার?
জীবন্মৃত হয়ে রহিলে মানব,
নাহি প্রবেশিবে এ কবরে আর।

মরতে মরতে সব মরে, মরৈ ন জানা কোয়।
পল্টূ যো জিয়তৈ মরৈ, সহজ পরায়ন হোয়॥ (পল্টূ।)

মরিতে মরিতে সকলেই মরে,
জানিনা, মরেনা কে আছে এমন।
জীবনে মরিয়া যে থাকে হেথায়
পার হয়ে যায় সহজে সে জন॥

মেরা বৈরী মৈঁ মুবা, মুঝে ন মারৈ কোই।
মৈঁ হী মুঝকো মারতা, মৈঁ মরজীবা হোই॥ (দাদূ।)

মোর বৈরী আমি মরিয়া গিয়াছি,
মারিবেনা মোরে আর কোন জন।
আমারে মারিয়া ফেলি যদি আমি,
জীবন্মৃত আমি হইব তখন॥

জীবত মিরতক হোই রহৈ, তজৈ খলককা আস।
রচ্ছক সমরথ সদ্‌গুরু, মত দুখ পাবৈ দাস॥ (কবীর)

জীবন্মৃত হইয়া রহে যেবা সতত,
পরিহার করিয়া জগতের আশ,
রক্ষক হ'ন তার সমর্থ গুরুদেব,
পায় না কখনও দুঃখ তাঁর দাস॥

পল্টূ আগে মরি রহো, আখির মরনা মূল।
রাম কৃষ্ণ পরসরামনে, মরনা কিয়া কবূল॥ (পল্টূ)

আগেই, পল্টূ, তুমি মরিয়া থাক হেথা,
মৃত্যু অবধারিত শেষে সবাকার।
পরশুরাম, আর রামকৃষ্ণ, তাঁরাও
আসিলেন, মরণে করি' অঙ্গীকার॥

সাইঁ যোঁ মত জানিয়ো, প্রীতি ঘটে মম চিত্ত।
মর্রূঁ তো তুম সুমিরত মর্রূঁ, জীবত সুমির্রূঁ নিত্য॥ (কবীর)

হে প্রভু! আমার চিত্তে যেন কভু
তব প্রতি প্রীতি কমিয়া না যায়।
মরি তো তোমারে স্মরিতে স্মরিতে,
বাঁচি যদি, নিত্য স্মরিব তোমায়॥

ভোগ ও ত্যাগ।

—::—

কবীর মৈঁ তো বৈঠি কৈ, সবসে কহঁ পুকারি।
ধরা ধরৈ সো ধরি কুটৈ, অধর ধরৈ সো তারি॥ (কবীর।)

বসিয়া এখানে হাঁকিয়া হাঁকিয়া
কবীর সবারে এ কথা শুনায়—

ধরারে যে ধরে ধরা তারে কুটে,
অধরে যে ধরে তরিয়া সে যায়।

টীকা। ধরারে কুটে=ধরাকে, অর্থাৎ পার্থিব সুখকে, যে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে, তাহার দ্বারাই সে শেষে বিধ্বস্ত ও চূর্ণীকৃত হয়। অধর=ভগবান, যাঁহাকে সহজে ধরা যায় না।

"প্রবৃত্তির পথে চল—ধাক্কা মারি' দিবে,
নিবৃত্তির পথে চল—টানিয়া তুলিবে॥"—ভুলুয়া বাবা।

সতীকে কৌন শিখাবতা হৈ, সঙ্গী স্বামীকে তন জারনা জী।
প্রেমকো কৌন শিখাবতা হৈ, ত্যাগ মাহী ভোগকা পানা জী॥ (অজ্ঞাত)

সতীরে শিখায় কেবা, স্বামীর চিতায় উঠি'
স্বীয় দেহ পুড়া'তে হেলায়?
ত্যাগের ভিতর দিয়া, ভোগেরে পাইতে হয়
প্রেমেরে কে এ কথা শিখায়?

টীকা। "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"—উপনিষৎ।

বাগো না জারে না জা, তেরে কায়ামেঁ গুলজার।
সহস কমল পর বৈঠকে, তু দেখে রূপ অপার॥ (অজ্ঞাত।)

যেওনা রে যেওনা পার্থিব বাগানেতে,
পুষ্পোদ্যান শোভিছে দেহেতে তোমার।
সহস্র দলযুত কমলের উপরে
বসিয়া দেখ রূপ অনন্ত অপার॥

আদি হোত সব আপমেঁ, সকল হোত তা মাহি।
জ্যোঁ তরবরকা বীজমেঁ, ডার পাত ফল ছাহিঁ॥ (কবীর)

আদি হয় সব আপনার মাঝে
যাবতীয় বস্তু তাহাতেই রয়—
যেমন তরুর বীজের ভিতরে
ডাল পাতা ফল ছায়া বিরাজয়॥

য়্যা ঘট ভীতর সপ্ত সমুন্দর, য়্যাহীমেঁ নদ্দী নারা।
য়্যা ঘট ভীতর কাশী দ্বারকা, য়্যাহীমেঁ ঠাকুরদ্বারা॥ (কবীর।)

এ দেহের ভিতর আছে সপ্ত সাগর,
ইহারি মাঝে নদী নালা সমুদয়।
ইহার ভিতরেই কাশী আর দ্বারকা,
দেব-মন্দির যত ইহাতেই রয়॥

য়্যা ঘট ভীতর চন্দ্র সুরয হৈঁ, য়্যাহীমেঁ নৌলখ তারা।
কহৈ কবীরা সুনো ভাই সাধো, য়্যাহীমেঁ সত করতারা॥ (কবীর।)

এ দেহের ভিতরে চন্দ্র সূর্য্য বিরাজে,
নয় লক্ষ তারকা ইহারি ভিতর।
কহিতেছে কবীর— শুনহ সাধু ভাই,
সত্য-রূপী প্রভুর ইহাতেই ঘর॥

টীকা। নয় লক্ষ—অসংখ্য।

জীবহুঁ তে প্যারে অধিক, লাগেঁ মোহী রাম।
বিন হরি নাম নহী মুঝে, ঔর কিসীসে কাম ॥ (মলূকদাস।)

জীবন হইতে অধিক আমার
করুণা-নিলয় রাম প্রিয় হন।
বিনা হরি-নাম নাহিক আমার
আর কিছুতেই কোন প্রয়োজন ॥

দীপক দীন্‌হা তেল ভরি, বাতী দই অঘট্ট।
পুরা কিয়া বিসাহনা, বহুরি ন আবৈ হট্ট ॥ (কবীর।)

দিলেন গুরু মোরে তেল-ভরা প্রদীপ,
বাতি তার দিলেন অতি চমৎকার।
বাজার করা মোর সম্পূর্ণ হয়ে গেছে,
হাটে মোর হবেনা আসিতে আবার ॥

টীকা। প্রদীপ=জ্ঞানের প্রদীপ। এই প্রদীপের বিষয় প্রথম খণ্ডের ১০, ১২৯ ও ১৩৭ পৃষ্ঠায়ও উক্ত হইয়াছে। বাজারে=ভবের বাজারে।

বাদী বসন বিন্নু ভূষণ, বিদিত সকল সংসার।
বাদী বিরতি বিন্নু মানিয়ে. নির্গুণ ব্রহ্ম বিচার ॥ (অজ্ঞাত।)

সংসারে সকলে জানে পরিধেয় বস্ত্র বিনা
অশোভন অতিশয় হয় অলঙ্কার।
সেই মত দশা তার বৈরাগ্য-বিহীন যেবা
যদিও নির্গুণ ব্রহ্ম করে সে বিচার ॥

রোগী সরীরমে ভোগ, বহুবাদী করিকে জান।
বিনু হরিভক্ত যোগজপ, বাদী কিয়ে অনুষ্ঠান ॥ (অজ্ঞাত)

রোগীর দেহে যথা ভোগ নানা প্রকার
যন্ত্রণা বহু শুধু করে আনয়ন।
হরিভক্তি ব্যতীত যোগ-জপাদি যত
অনুষ্ঠান তেমতি কষ্টের কারণ ॥

---

(৬)

আত্মানুভূতি ও পরিচয়।

—:০:—

নরনারীকে স্বাদকো, খাসী নেহিঁ পহিচান।
তত জ্ঞানীকে সুখকো, অজ্ঞানী নেহিঁ জান ॥ (কবীর।)

নরনারীদের মিলনের স্বাদ
নপুংসক কিছু বুঝেনা যেমন,
অজ্ঞানী জানেনা, সে কেমন সুখ,
ডুবে থাকে যাহে তত্ত্ব-জ্ঞানীগণ ॥

আতম অনুভব জব ভয়ো, তব নহিঁ হর্ষ বিষাদ।
চিত দীপ সম হৈবে রহো, তজি করি বাদ বিবাদ॥ (কবীর।)

আত্ম-অনুভব হয় যবে প্রাণে,
হর্ষ ও বিষাদ কিছু নাহি রয়।
দীপ সম চিত্ত রহে প্রজ্বলিত,
বাদ প্রতিবাদ ছাড়ি' সমুদয়॥

টীকা। কারণ, তখন'তা আর অবিশ্বাসের অন্ধকার চিত্তকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না— চিত্ত প্রদীপের মত জ্বলিতে থাকে। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু চিত্তকে দর্পণ বলিয়াছেন। তাঁহার "শিক্ষাষ্টকে" "চেতোদর্পণমার্জ্জনং" একটী শিক্ষা। সেই দর্পণকে সর্ব্বদা মাজিয়া ঘসিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিলে তাহাতে আত্মা, পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ের, অনুভূত ও অনুভবকারী উভয়ের, আলোক প্রতিফলিত হইয়া, তাহা প্রদীপের মত জ্বলিতে থাকে। আবার চিত্ত তখন "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" হয়—আত্মারাম হয়। পরের দোহায় চিত্তদর্পণের কথাই উক্ত হইয়াছে।

উনসে কর মেল গঁবারা, কা সোচত বারম্বারা।
জব পার উতরনা চাহিয়ে, তব কেবটসে মেল রহিয়ে॥
জব দর্সন দেখা চাইয়ে, তব দর্পণ মাজত রহিয়ে।
জব দর্পণ লাগত কাঈ, তব দর্সন কাহাঁতে পাঈ॥ (অজ্ঞাত।)

প্রভুর সহ তুমি মিলিত হও, মূঢ়,
কেন অনুশোচনা কর বারবার?
রাখা চাই সতত কাণ্ডারী সহ ভাব,
বাসনা থাকে যদি যেতে পর-পার॥
দর্শন পাইবার অভিলাষ থাকিলে,
মার্জ্জন করা চাই সতত দর্পণ।
দর্পণে মলিনতা লাগিয়া থাকে যদি,
তাহা হ'লে কেমনে হইবে দর্শন?

পিউ পরিচয় তব জানিয়ে, পিউসে হিলমিল হোয়।
পিউকো লালী মুখ পড়ৈ, পরগট দীসৈ সোয়॥ (কবীর।)

প্রিয় সহ পরিচয় হইয়াছে জানা যাবে,
তাঁর সাথে মেলা-মেশা হইবে যখন।
তাঁহার লালিমা তবে পড়িবে আসিয়া মুখে,
প্রকট তাঁহারে যবে করিবে দর্শন॥

টীকা। প্রকট—প্রকাশিত।

কাগদ লিখৈ সো কাগদী, কী ব্যোহারী জীব।
আতম দৃষ্টি কহাঁ লিখৈ, জিত দেখৈ তিত পিব॥ (ঐ)

কাগজ যে লিখে সে কাগজী, কিম্বা
ব্যবসায়ী জীব লেখকেরা হয়।
আত্মদৃষ্টি, বল, কোথায় লিখিবে?—
যেখানে দেখিবে প্রিয় তথা রয়॥

আয়া থা সংসারমে, দেখনকো বহু রূপ।
কহই কবীরা সন্ত হো, পরি গয়া নজরি অনূপ॥ (কবীর)

এসেছিনু আমি সংসার-মাঝারে
দেখিবার তরে বহুতর রূপ।
কহিছে কবীরা— শুন সাধু ভাই,
প'ড়ে গেল মোর নয়নে অনূপ॥

*টীকা। অনূপ = তুলনারহিত অনুপম রূপ।

হম তো দেখা তিহুঁ লোকমে, তুম কোঁ কহতো অলেখ।
সার শবদ জানা নহী, ধোখে পড়িরা ভেখ॥ (কবীর।)

আমি তো তাঁহারে দেখেছি ত্রিলোকে,
তুমি তাঁরে কেন কহিছ অলেখ?
সার শব্দ তুমি জানিতে পারনি,
ধোঁকায় পড়িয়া লইয়াছ ভেক॥

কোই নহি চীনহত রামকো, জগতি মত্ত নরনারী।
অন্তরযামী রূপমে, রাজত মহিমা ভারী॥
ঘটকো সৃষ্টিকো কাম যস, কুম্ভকার বিনু নাহি।
কর্ত্তা এক কোউ চাহিয়ে, রচত অপূর্ব্ব জগমাহি॥ (অজ্ঞাত।)

সংসার-সুখ-ভোগে প্রমত্ত নরনারী
কেহ না হয় রামে চিনিতে সক্ষম।
অন্তরযামী-রূপে সবার হৃদে তিনি
মহতী মহিমায় বিরাজিত র'ন॥
কুম্ভকার ব্যতীত ঘটাদির নির্ম্মাণ
কদাপি যেইমত না হয় সম্ভব,
সেইমত নিশ্চয় আছেন একজন,
রচিলেন যিনি এ বিশ্ব অভিনব॥

লিখা লিখী কো নহী, দেখাদেখী কী বাত।
দুলহা দুলহিন মিলি গয়ে, ফীকী পরী বরাত॥ (কবীর।)

দেখা ও দেখির কথা আত্মদৃষ্টি,
লিখা ও লিখির নহে কদাচন।
বর আর কনে মিলিত হইল,
বাহিরে রহিল বরযাত্রগণ॥

তন দেখা সো বাউরা, কো অব কহৈ সঁদেস।
দীন দুনা দোউ ভুলিয়া, পল্টূ সো দরবেস॥ (পল্টূ।)

যে দেখিল সেই পাগল হইল,
কে এখন, বল, কহিবে সন্দেশ?
দিন ও দুনিয়া দুই যে ভুলেছে,
পল্টূ কহিতেছে—সেই দরবেশ॥

টীকা। সন্দেশ=সংবাদ।

চালি পুতরী লোনকী, থাহ সমুদকী লেন।
অপ আপো ভই পলট, কাঁহেকো বয়েন॥ (অজ্ঞাত।)

মাপিতে সাগরের গভীরতা, একটি
লবণের পুতলী করিল গমন।
ডুব দিয়া, গলিয়া, মিশিল সে সাগরে,
কে ফিরে গভীরতা করিবে বর্ণন ?

সমুঝ দেখ মন মীত পিয়ারা, আসিক হোকর শোনা ক্যারে।
পায়া হো তো দে লে প্যারে, পায় পায় ফির খোনা ক্যারে॥
যব আঁখিয়নমেঁ নিদ ঘনেরী, তকিয়া ঔর বিছৌনা ক্যারে।
কহে কবীর প্রেমকা মারগ, শির দেনা তো রোনা ক্যারে॥ (কবীর।)

বুঝিয়া দেখ, মন, প্রিয় বন্ধু আমার !
প্রেমিক হ'লে যদি কি কাজ নিদ্রায় ?
প্রেম যদি পেয়েছ, বিলাও তাহা তুমি,
পেয়ে পেয়ে কেন বা হারাও তাহায় ?
আঁখি যদি নিদ্রায় ঢুলিয়া পড়ে, তবে
বালিশ-বিছানায় কিবা প্রয়োজন ?
কহিতেছে কবীর কথা প্রেম-পথের—
দিবেই যদি শির কেন বা রোদন ?

সৈ সৈ বারী কট্টিয়ে, জে সীস কীচৈ কুরবান।
নানক কীমতি না পবৈ, পরিয়া দূর মকান॥ (নানক।)

আপন মস্তক বলি দিতে যেবা শিখিয়াছে,
কাটিতে সে পারে তাহা শত শত বার॥
তাহার মহিমা কেহ জানিতে নাহিক পারে,
দূরে, উচ্চ লোকে, ঘর হ'য়ে আছে তার॥

আমি ও আমার।

—ঃঃ—

মমতা তিমির তরুণ অঁধিয়ারী।
রাগদ্বেষ উলূক সুখকারী॥
তব লগি বসত জীব উর মাহী।
যব লগি প্রভু প্রতাপ রবি নাহী॥ (অজ্ঞাত।)

যতদিন হৃদাকাশে সমুদিত নাহি হয়
প্রভুর প্রতাপ-রবি উজল-কিরণ,
ততদিন মমতার ঘন ঘোর অন্ধকার
আচ্ছন্ন করিয়া রাখে মানবের মন—
রাগদ্বেষ আদি সব পেচকেরা ততদিন
মহাসুখে ক'রে থাকে তাহা বিচরণ॥

জঁহা রাম তহঁ মৈঁ নহী, মৈঁ জহঁ নাহী রাম।
দাদূ মহল বারীক হৈ, দুইকো নাহী ঠাম॥ (দাদূ।)

শ্রীরাম যেইখানে "আমি" নাহি সেখানে,
"আমি" আছি যেখানে নাহি তথা রাম।
সঙ্কীর্ণ অতিশয় হয় সেই মহল,
এ দুয়ের একত্রে নাহি হয় স্থান॥

মেরে আগে মৈঁ খড়া, তা থৈঁ রহতা লুকাই।
দাদূ পরগট পীব হৈ, জে যহ আপা জাই॥ (দাদূ।)

সম্মুখে মোর শুধু "আমি" আছি দাঁড়ায়ে,
তাই প্রভু রহেন লুকাইয়া মোর।
প্রকট হন তিনি সেই ক্ষণে, যখন
কাটিয়া যায় এই অহমিকা-ঘোর॥

মৈঁ মেরী সব জায়গী, তব আবৈগী ঔর।
জব যহ নিঃচল হোয়গী, তব পাবৈগা ঠৌর॥ (কবীর।)

অপর তখন আসিবেন, যবে
আমি ও আমার ঘুচিবে সকল।
এই ভাব যবে নিশ্চল হইবে,
এ ভব সাগরে পাবে তুমি স্থল।

টীকা। অপর=ভগবান।

মৈঁ মৈঁ মেরী জনি করৈ, মেরী মূল বিনাসী।
মেরী পগকা পৈকড়া, মেরী গলকী ফাঁসী॥ (কবীর।)

'আমি-আমি-আমার' কেহ না করে যেন,
বিনষ্ট করে মূল 'আমার-আমার'॥
'আমি-আমি-আমার' চরণের শৃঙ্খল,
'আমি-আমি-আমার' ফাঁসী যে গলার॥

দরিয়া দিল দরিয়াব হৈ, অগম অপার বে-অন্ত।
সব মহঁ তুম তুম মেঁ সভে, জানি মরম কোই সন্ত॥ (দরিয়া-বিহারী)

হৃদয় তোমার মহা পারাবার,
অগম অপার নাহি অন্ত তার।
সকলেতে তুমি, তোমাতে সকল—
সাধু কেহ কেহ জানে তত্ত্ব-সার॥

না কিছু কিয়া ন করি সকা, না করনে জোগ সরীর।
জো কছু কিয়া সাহিব কিয়া, তা তেঁ ভয়া কবীর॥ (কবীর।)

করি নাই কিছু, করিতে পারিনি,
করিবার যোগ্য নহে এ শরীর।
কার্য্য যাহা কিছু প্রভুই করিলা,
তাহাতেই আমি হয়েছি কবীর।

কীয়া কছু ন হোত হৈ, অনকীয়া হী হোয়।
কীয়া জো কছু হোয় তো, করতা ঔরৈ কোয় ॥ (কবীর)

করা যায় যাহা, হয়না কো তাহা,
করিনাকো যাহা তাই হ'য়ে যায়।
করিলে, যদ্যপি হয় কিছু, তবে
কর্ত্তা আর কেহ আছিলেন তায় ॥

জো কছু কিয়া সো তুম কিয়া, মৈ কছু কীয়া নাহি।
কহৌ কহী জো মৈঁ কিয়া, তুমহী থে মুঝ মাহি ॥ (কবীর।)

কার্য্য যাহা কিছু, তুমিই করেছ,
আমিতো, হে প্রভু! কিছু করি নাই।
কহি যে কখনো আমি করিয়াছি,
আমার ভিতরে তুমি ছিলে তাই ॥

আপ অকেলা সব করৈ, ঔর্হুঁকে সির দেই।
দাদূ সোভা দাসকুঁ, আপনা নাম ন লেই ॥ (দাদূ।)

প্রভু আপনিই করেন সকল,
অপরের শিরে কৃতিত্ব চাপান।
দাসের তাঁহার এই বাহাদুরী—
নাহি লয় কভু আপনার নাম ॥

টীকা। নাহি…নাম=আমি করিয়াছি—একথা কখনো বলেনা।

মন

—ঃঃ—

রাজা করে রাজ্য বস, যোদ্ধা রণজই।
আপনা মনকো বস করে যো, সবকা সেরা সোই ॥ (কবীর।)

রাজা শুধু রাজ্যই করেন বশীভূত,
যোদ্ধাগণ যুদ্ধই করে শুধু জয়।
আপনার মনেরে বশ করে যে জন,
সবার শ্রেষ্ঠ বীর সেই বটে হয় ॥

সোই সূর যো মন গহৈ, নিমষ ন চলনে দেই।
জবহী দাদূ পগ ভরৈ, তব হী পাকড়ি লেই ॥ (দাদূ।)

সেই বীর, যেবা মনেরে ধ'রেছে,
বিপথে চলিতে দেয়না যে তায়—
বিপথে যখনি পা বাড়ায় মন,
তখনি তাহারে ধরিয়া ফিরায় ॥

মন নাহিঁ ছাডৈ, বিষয় ন মনকো ছাড়ি।
ইন্‌কা য়হী স্বভাব হৈ, পূরা লাগি আড়ি॥ (কবীর)

মন নাহি দেয় বিষয়ে ছাড়িয়া,
নাহি ছেড়ে দেয় মনেরে বিষয়।
এই উভয়ের এমনি স্বভাব,
পূরাপূরি আড়ি লাগিয়াই রয়॥

টীকা। আড়ি শব্দ পাশা খেলায় যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, এখানে সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

তনকি ক্ষুধা তনক হ্যায়, তিন পাও কি সের।
মনকি ক্ষুধা অনেক হ্যায়, নিগলত মেরু সুঁমের॥ (অজ্ঞাত।)

ক্ষুধা এ শরীরের হ'য়ে থাকে একটু,
তিন পোয়া অথবা এক সেরে যায়।
মনের হয় কিন্তু বহু ক্ষুধা, তাহাতে
সুমেরু পর্ব্বতও থই নাহি পায়॥

মন পঞ্ছী তবলগি উটৈ, বিষয় বাসনা মাহিঁ।
প্রেম বাজকী ঝাপটমে, যবলগি আয়া নাহিঁ॥ (কবীর।)

উড়ে উড়ে বেড়ায় মন-পাখী অবাধে
বিষয়-বাসনার মাঝে ততদিন,
প্রেম-বাজপাখীর পাখার ঝাপটার
প্রভাবে সে পড়েনা আসি' যতদিন॥

জঁহা বাজ বাস করৈ, পঞ্ছী রহৈ ন ঔর।
জা ঘট প্রেম প্রগট ভয়া, নাহি করমকা ঠৌর॥ (কবীর।)

বাজ পাখী যেথা বাসা করিয়াছে,
অন্য পাখী সব সেখানে না রয়।
হৃদয়ে যাহার প্রেম জাগিয়াছে,
কর্ম্মের বাঁধনে বদ্ধ সে না হয়॥

চাহ মিটি চিন্তা গই, মনুয়াকে পর যাই।
জিনকা কুছ ন চাহিয়ে, সো সাহন সাই॥ (কবীর।)

বাসনা ঘুচে গেলে, চিন্তা ফুরাইলে,
মানব কেবা যাবে পরের ঠাঁই?
বাদসার উপরে বাদসা হয় সে,
চাহিবার যাহার কিছুই নাই॥

মনকে জীতে জীতিয়া, মন হা'রে ভো হানি।
মনহি বিলোয় জ্ঞান করি মথনী, তব সুখ উপজৈ জানি॥ (দরিয়া-বিহারী)

মনের জয়েতেই যথার্থ জয় বটে,
হারিলে তার কাছে হানি উপজয়।

জ্ঞানের মথনীতে মথিত হ'লে মন,
পরম সুখ তবে সমুদিত হয় ॥

জীবত মুকতা সো কহো, আসা তৃষ্ণা খণ্ড।
মনকে জীতে জীত হৈ, কঁ্য ভরমে ব্রহ্মণ্ড ॥ (গরীবদাস।)

জীবন্মুক্ত আমি তাঁহারেই বলি,
আশা-তৃষ্ণা যাঁর গিয়াছে খণ্ডিয়া।
মন যদি জিনে তবেই তো জয়,
কেন মরিতেছ ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিয়া ?

মনকে মারি বন গয়ে, বন তজি বস্তী মাহি।
কহ কবীর-ক্যা কীজিয়ে, মন ঠহরে নাহি ॥

মনেরে মারিয়া বনে গেলে তুমি,
বন ত্যজি' পুনঃ আসিলে গ্রামে !
তুমি কি করিবে, কহরে কবীর !
মন যদি মানা নাহিক মানে ?

মন মোটা মন পাতরা, মন পানী মন লায়।
মনকে জৈসী উপজৈ, তৈসী হী হ্বৈ জায় ॥ (কবীর।)

মন মোটা, মন পাতলা আবার,
মন জল, মন অগ্নি পুনরায়।
যেই মত ভাব উপজে মনেতে,
মানুষ তেমনি ঠিক হ'য়ে যায় ॥

টীকা। "যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"

পানী হূঁতে পাতরা, ধুঁয়া হূঁতে ঝীন।
পবন হূঁতে উতাবলা, দোস্ত কবীরা কীন্‌হ ॥ (কবীর।)

জল হইতেও যে মন হয় পাতলা,
ধূম হইতেও যা' হয় অতি ক্ষীণ,
পবন হইতেও হয় যা' বেগবান,
বন্ধু হেন মনেরে কর অনুদিন ॥

মেরা মন জো তোহিঁসে, যোঁ জো তেরা হোয়।
অহরন তাতা লোহা জোঁ্যা, সন্ধি লখৈ নহি কোয় ॥ (কবীর।)

হ'য়েছে মন মোর তব মন হইতে ;
হয় যদি, প্রভু, তা' আবার তোমার,
জোড়া লাগে এমন তপ্ত লৌহ সমান,
সাধ্য নাহি কাহারো জোড় বুঝিবার ॥

মনের ব্যবহার

—::—

মনুয়া তো পঞ্ছী ভয়া, উড়িকে চলা অকার্স।
উপরহীতে গিরি পড়া, মন মায়াকে পাস॥ (কবীর।)

মনের হইয়াছে পক্ষীর ব্যবহার—
আকাশে উড়িয়া এই চলে যায়,
এই পুনঃ উপর হইতে সে পড়িয়া,
মায়ার পাশে গিয়া আপনা হারায়।

টীকা। এইমাত্র মন কত উচ্চ বিষয় চিন্তা করিতেছে, পরক্ষণেই কিন্তু অহঙ্কার আসিয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করে, অথবা সে একটা কুকার্য্য করিয়া বসে।

ঘটি বঢ়ী কুছ নজরমে, আয় ন জ্ঞান বিচার।
যব তরঙ্গ মনকী উঠে, জ্যোঁ সলিতা ধধকার॥ (তুলসী সাহেব।)

ভাল মন্দ কিছুই নাহি আসে নজরে,
জ্ঞান আর বিচার স্থান নাহি পায়,
হয় যবে মনের তরঙ্গ সমুদিত,
উছলিত নদীর তরঙ্গের প্রায়।

যহ মন কাগদকী গুড়ী, উড়ি চঢী আকাস।
দাদূ ভীগৈ প্রেম জল, তব আই রহৈ হম পাস॥ (দাদূ।)

কাগজের ঘুড়ি এ মন আমার,
উড়িয়া চলিয়া আকাশে সে যায়;
প্রেম-জল যবে ভিজায় তাহারে,
থাকে মোর কাছে আসি' পুনরায়।

কবীর মন মরকট ভয়া, নেক ন কহু ঠহরায়।
সত্ত নাম বাঁধে বিনা, জিত ভাবৈ তিত জায়॥ (কবীর।)

মনের হইয়াছে মর্কটের আচার,
কোথাও ক্ষণকাল সে নাহি দাঁড়ায়।
সত্য-নাম-রজ্জুর বন্ধন ব্যতিরেকে,
যেখানে ইচ্ছা তার সেখানেই যায়॥

মন জানৈ সব বাত, জানি বুঝি ঔগুণ করৈ।
কাহেকী কুশলাত, লৈ দীপক কূঁয়ে পরৈ॥ (কবীর।)

সব জানে মন জানিয়া বুঝিয়া
দোষ করা তার স্বভাব কেমন!
দীপ হাতে ক'রে কূয়ায় যে পড়ে,
কুশল তাহার হবে কি কারণ?

মনকে বহুতক রঙ্গ হৈ, ছিন ছিন বদলৈ সোয়।
এক রঙ্গমে জো রহৈ, ঐসা বিরলা হোয়॥ (কবীর।)

করিয়া থাকে মন বহুতর রঙ্গ
ক্ষণে ক্ষণে তাহার হয়রে বদল।
থাকিতে পারে যেবা এক রঙ্গে মজিয়া
হেন জন জগতে বড়ই বিরল॥

মন সায়র মনসা লহরি, বূড়ে বহে অনেক।
কহ কবীর তে বাঁচিহৈ, জাকো হিরদে বিবেক॥ (কবীর।)

মনের সাগরে মনন লহরী,
অনেকেই তাহে ডুবে ব'হে যায়।
কহিছে কবীর— সেই শুধু বাঁচে
বিবেক যাহার বিরাজে হিয়ায়॥

যেতী লহর সমুদ্রকো, তেতী মনকি দৌর।
সহজে হীরা নিপজৈ, যো মন আবৈ ঠৌর॥ (কবীর।)

যতেক লহর আছে পারাবারে,
ততই যে দৌড় মনের নিশ্চয়।
সহজেই হীরা লাভ করা যায়
যথাস্থানে যদি মন স্থির হয়॥

সমুদ্র লহর তো থোড়িয়া, মন লহর ঘনিয়ায়।
কেতি আই সমাই হৈ, কেতি জাই বিসরায়॥ (কবীর।)

মনের লহরের তুলনায় অল্পই
সাগরের লহর হেন মনে লয়।
কত কিছু আসিয়া মনোমাঝে প্রবেশে,
কত কিছু আবার বিস্মৃত সে হয়॥

ইন্দ্রী স্বারথ সব কিয়া, মন মাঙ্গৈ সো দীন্হ।
জা কারণ জগ সিরজিয়া, সো দাদূ কছু ন কীন্হ॥ (দাদূ।)

ইন্দ্রিয়-সন্তোষ লাগি সকলিতো করিয়াছ,
দিতেছ তাহাই যাহা চাহিতেছে মন।
তাহার কিছুই কিন্তু নাহি করিতেছ, দাদূ,
যে কারণে জগতের হ'য়েছে সৃজন!

কবীর মন গাফিল ভয়া, সুমিরন লাগৈ নাহি।
ঘনী সহৈগা সাসনা, যমকো দরগহ মাহিঁ॥ (কবীর।)

হে কবীর! মনের দোষ বড় হ'তেছে—
প্রভুর স্মরণেতে লাগিয়া না রয়।
সহিতে হবে তারে শাসন সুকঠিন,
নিয়ে যাবে যখন যমের আলয়॥

কবীর যহ মন লালচী, সমঝৈ নহী গঁবার।
ভজন করনকো আলসী, খানেকো হুসিয়ার॥ (কবীর)

এ মন লোভী বড়, ভেবে দেখ, কবীর;
গোঁয়ার নাহি বুঝে কি যে ভাল তার!
ভজনের কাজেতে হয় বড় অলস,
ভোজনের সময়ে মহা হুঁসিয়ার ॥

কহত শুনত সব দিন গয়ে, উরঝি ন সুরঝা মন।
কহ কবীর চেতা নহী, অজহুঁ পহিলা দিন ॥ (কবীর।)

কহিতে ও শুনিতে দিন সব ফুরালো,
বন্ধন ছাড়াতে পারিল না মন।
চৈতন্য হইল না তাহার—আছিল সে
প্রথম দিনে যথা অজিও তেমন ॥

মনকে মতে না চলিয়ে, মনকে মত অনেক।
জো মন পর অসবার হৈ, সো সাধু কোই এক ॥ (কবীর।)

মনের মতেতে চলিও না তুমি,
বহুতর বস্তু মন সদা চায়।
মনের উপরে সোয়ার হয়েছে,
হেন সাধু খুব কম দেখা যায় ॥

টীকা। সোয়ার—আরোহী, ভাবার্থ আজ্ঞাকারী প্রভু।

তো সোঁ ন কপুত কোউ, কিতহুঁ ন দেখিয়ত।
তো সোঁ ন সপুত কোউ, দেখিয়ত ঔরহৈ ॥

তূহী আপ ভূলৈ মহা, নীচহু তেঁ নীচ হোই।
তূহী আপ জানৈ তৌ, সকল সির মৌর হৈ ॥

তূহী আপ ভ্রমৈ তব জগত ভ্রমত দেখৈ।
তেরে স্থিত ভয়ে সব, ঠৌর হী কো ঠৌর হৈ ॥

তূহী জীবরূপ তূহী, ব্রহ্ম হৈ অকাসবত।
সুন্দর কহত মন, তেরী সব দৌর হৈ ॥ (সুন্দরদাস।)

তোমার সমান কুপুত্র কারেও
কোথাও নাহিক দেখিবারে পাই,
তোমার মতন সুপুত্রও আর
কাহারেও নাহি দেখি হে ॥

তুমি আপনারে ভুলে যাও বড়,
ভুলে গেলে, নীচ হ'তে নীচ হও।
আপনারে ভাল জানিলে, সবার
শিরোমণি তুমি হও হে ॥

তুমি নিজে যবে ঘুরিয়া বেড়াও,
জগৎ ঘুরিছে দেখিবারে পাই।
তুমি স্থির হ'লে, স্থির হয় সব,
যথা আছে তথা রহে হে ॥

তুমি জীবরূপী, তুমিই আবার
ব্রহ্মরূপে রাজ আকাশ সমান।
সুন্দর কহিছে— বুঝে দেখ মন,
সকলি তোমার দৌড় হে ॥

টীকা। সুপুত্র; কুপুত্র—পিতার বাধ্য সুপুত্র ও পিতার অবাধ্য কুপুত্রের সহিত মন উপমিত হইয়াছে। রাজ—বিরাজ কর।

মনের দ্বিধা।

—:॰:—

হিরদে ভিতর আরসী, মুখ দেখা নাহি জায়।
মুখতো তবহীঁ দেখসী, দিলকো দুবিধা জায় ॥ (কবীর)

হৃদয়ের ভিতরে রহিয়াছে দর্পণ,
মুখ দেখা তাহাতে কিন্তু নাহি যায়!
ঘুচে গেলে মনের দোটানা ভাব যত,
দেখিতে পাবে তবে মুখ তুমি তায় ॥

মনকো দুবিধা না মিটে, মুক্তি কহাঁ তে হোই।
কউড়ী বদলে নানকা, জন্ম চল্যা নর খোই ॥ (নানক)

মনের দ্বিধা না মিটে যায় যদি,
লব্ধ কেমনে বা হবে মুক্তি-ধন?
কড়ির বদলে, ওরেরে নানক!
নষ্ট করে নর অমূল্য জনম ॥

চীঁটি চাওল লে চলী, বিচমে মিলি গই দার।
কহ কবীর দোউ না মিলৈ, ইক লৈ দুজী ডার ॥ (কবীর)

পিপীলিকা চাউল লইয়া যেতেছিল,
ডাইল মিলে গেল পথেতে তাহার।
কবীর কহে—নাহি রাখা যায় দুটিই,
এক রাখি দ্বিতীয় কর পরিহার ॥

জল ঔলা ঘোলা ভয়ো, ফির ঘুলি পানী হোয়।
সন্ত চরণ গুরু ধ্যান সে, মন ঘুল যাবৈ সোয় ॥ তুলসী সাহেব।)

পরিষ্কার জল হ'য়ে যায় ঘোলা,
ঘোলা জল হয় স্বচ্ছ পুনরায়।

সন্ত পদাশ্রয় আর গুরু ধ্যান
করিলে মনের ঘোলা ভাব যায় ॥

জবলগি য়হ মন থির নহী, তবলগি পরশ ন হোই।
দাদূ মনুয়াঁ থির ভয়া, সহজি মিলৈগা সোই॥ (দাদূ।)

যতদিন চঞ্চল মন না স্থির হয়,
ততদিন হয় না প্রভু-পরশন।
সহজেই তাঁহারে পাইতে পারে লোকে,
সুস্থির হ'য়ে যায় যবে এই মন॥

কেসো তুবিধা ডারি দে, নির্ভয় আত্ম সেব।
প্রাণ পুরুষ ঘট ঘট বসৈ, সব মহ শবদ অভেব॥ (কেশবদাস।)

দ্বিধা যত তোমার নিক্ষেপ করি' দূরে,
সেব পরমাত্মায় নির্ভয়-হৃদয়।
এক প্রাণ-পুরুষ আছেন ঘটে ঘটে,
এক শব্দ অভেদ সকলেতে রয়॥

নিত হী জামৈ নিত মরৈ, সংশয় মাহিঁ শরীর।
জিনকা সংশা মিট গয়া, সো পীরন সির পীর॥ (গরীবদাস।)

নিত্য জন্মে আর নিত্য মরে যায়
সংশয়-নিমগ্ন জীবের শরীর।
সংশয় যাহার মিটিয়া গিয়াছে,
পীরের উপরে সেই জন পীর॥

আগা পিছা দিল করৈ, সহজৈ মিলৈ ন আয়।
সো বাসী জমলোককা, বাঁধা জমপুর জায়॥ (কবীর।)

আগু-পিছু করে মন যায় সদা,
কুশল সেজন সহজে না পায়।
যমপুরে বাস নিয়তি তাহার,
বন্ধন দশায় যায় সে তথায়॥

নগর চৈন তব জানিয়ে, জব একৈ রাজা হোয়।
য়াহি দুরাজী রাজমেঁ, সুখী ন দেখা কোয়॥ (কবীর।)

নগর তখনি জেনো সুখময়,
এক রাজা যবে শাসক তাহার।
দু'জন রাজার এক রাজ্য হলে,
সুখ সেই রাজ্যে হয় বা কাহার?

টীকা। দু'জন রাজা—মায়া ও ব্রহ্ম।

য়হ তো গতি হৈ অটপটী, সটপট লখৈ ন কোয়।
জো মনকী খটপট মিটৈ, চটপট দরশন হোয়॥ (কবীর।)

মনের গতি হয় তেড়া-বেঁকা বিষম,
আশ্চর্য্য কেহ তাহা দেখিতে না পায়।
দ্বন্দ্ব যত মনের মিটিয়া গেলে পরে,
চটপট দর্শন তবে মিলে যায়॥

টীকা। দর্শন—প্রভুর দর্শন।
"ছাড়ি যদি দাগাবাজী, কৃষ্ণ পেলেও পেতে পারি।"—গিরীশচন্দ্র ঘোষ।

হরিনে আপনা আপ ছিপায়া, হরিনে নফীজ কর দিখলায়া।
হরিনে মুঝে কঠিন বিচ ঘেরী, হরিনে দুবিধা কাটী মেরী॥
হরিনে সুখদুখ বতলায়ে, হরিনে সব দুন্দ মিটায়ে।
ঐসে হরিনে তন মন বারুঁ, প্রাণ হি তজুঁ হরি নহিঁ বিসারুঁ॥ (অজ্ঞাত।)

শ্রীহরি আপনারে সুগুপ্ত রেখেছেন,
বিচিত্র রূপে দেন দর্শন আবার।
কঠিনের ভিতরে রাখিলা মোরে ঘেরি'
গ্রন্থি পুনঃ কাটেন যতেক দ্বিধার॥

শ্রীহরি সুখ-দুঃখ বুঝায়ে দেন মোরে,
তিনিই দ্বন্দ্ব সব আমার মিটান।
হেন হরি-চরণে তনু-মন সঁপিব,
তাঁহারে ভুলিবার আগে দিব প্রাণ॥

ধরণী পিয় জিন পাবল, মেটি গইল সব দুন্দ।
অরধ উরধ সুর গাবল, হিরদয় হোয় আনন্দ॥ (ধরনীদাস।)

প্রিয়তমে যে জন পেয়েছে, চিরতরে
মিটে গেছে তাহার দ্বন্দ্ব সমুদয়।
উপরে ও নীচে সে শুনিতে পায় সুর,
আনন্দময় হয় তাহার হৃদয়॥

টীকা। "আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু,
পেখনু পিয়-মুখ চন্দা।
জীবন যৌবন, সফল করি মাননু
দশ দিশ ভেল নিরদ্বন্দা॥"—চণ্ডীদাস।

লৈ লাগী তব জানিয়ে, জগ সুঁ রহৈ উদাস।
নাম রটৈ নিরদুন্দ হৈঁ, অনহদপুর মে বাস॥ (গরীবদাস।)

প্রেম হৃদে জেগেছে তবেই জানা যাবে,—
জগতের প্রতি মন রহিবে উদাস,
দ্বিধাহীন হইয়া রটিতে র'বে নাম,
অনাহত-নগরে হবে যবে বাস॥

মনের শাসন।

—::—

মনহি গজন্দ হৈ, আঁকুস দৈ দৈ রাখু।
বিষকা বেলী পরিহরোঁ, অমৃতকা ফল চাখু॥ (কবীর)

মাতঙ্গ-সমান এ মন, কবীর!
অঙ্কুশ-প্রয়োগে তাহারে রাখ।
বিষের পুঁটুলি ফেলে দাও দূরে,
অমৃতের ফল সতত চাখ॥

মন মনসাকো মারিলে, ঘটহী মাহী ঘের।
জব হী চালৈ পীঠি দৈ, আঁকুস দৈ দৈ ফের॥ (কবীর।)

মনের কুবাসনা সমুদয় মারিয়া
দেহ-মাঝে যতনে ঘিরে রাখ তায়।
বাহিরে সে আসিলে, অঙ্কুশ দিয়া দিয়া
প্রবিষ্ট করে' তারে দাও পুনরায়॥

তন মাহী জো মন ধরৈ, মন ধরি উজ্জ্বল হোয়।
সাহিবকে সম্মুখ রহৈ, অজর অমর সো হোয়॥ (কবীর)

দেহের ভিতরে যে ধ'রে রাখে মনেরে,
মনের ধারণে সে সমুজ্জ্বল হয়।
প্রভুর সমুখে সে রহে সুখে সতত,
অজর ও অমর হয় সুনিশ্চয়।

কায়া কদলী বন অহৈ, মন কুঞ্জর মহমন্ত।
আঁকুস জ্ঞান রত্নকা, ফেরৈ বিরলা সন্ত॥ (কবীর)

কদলী-বন সম এই কায়া নিশ্চয়,
মদমত্ত কুঞ্জর হয় তাহে মন।
হেন সাধু বিরল, চলে তাহে চড়িয়া
জ্ঞান-রত্ন-অঙ্কুশ করিয়া ধারণ॥

কায়া কসৌ কমান জোঁ, পাঁচ তত্ত্ব করি বান।
মার তৌ মন মিরগাকো, নাতরু মিথ্যা জান॥ (কবীর।)

কায়ারে করহ, ধনুকের প্রায়,
বাণ ক'রে লও পঞ্চতত্ত্বময়।
সেই বাণে তুমি মার মন-মৃগে,—
তা' না হ'লে জেনো মিথ্যা সমুদয়॥

বিনা সীসকা মিরগ হৈ, চহুঁ দিসি চরণে জায়।
বাঁধি লাও গুরু জ্ঞানসে, রাখো তত্ত্ব লগায়॥ (কবীর।)

মস্তক-বিহীন মৃগ সম মন
চরিবার লাগি চারিদিকে যায়।
গুরু-জ্ঞান-গুণে বেঁধে আন তারে,
তবে লাগাইয়া রাখ সদা তায়॥

টীকা। গুরু-জ্ঞান-গুণে—গুরুদত্ত জ্ঞানের রজ্জুর দ্বারা।

মনহী কো পরমোধিয়ে, মনহী কো উপদেস।
জো যহি মনকো বসি করৈ, সিস্ত হোয় সব দেস॥ (কবীর।)

মনেরেই সদা দাও হে প্রবোধ,
মনেরেই সদা দাও উপদেশ।
এই মন যেবা বশীভূত করে,
শিষ্য হয় তার সমুদয় দেশ॥

সুরতি অপূঠি ফেরি করি, আতম মাহেঁ আন।
লাগি রহৈ গুরুদেব সোঁ, দাদূ সোই সেয়ান॥ (দাদূ।)

ধাবমান প্রাণে ফিরাইয়া আনি
আপনার মাঝে করহ স্থাপন।
সেই সে চতুর সুনিশ্চয়, দাদূ!
গুরুদেবে লাগি রহে যার মন॥

কহ দরিয়া মন কৈদ করু, জো চাহো সত নাম।
করম কাটি নর নিজপুর, জায় বসৈ নিজু ধাম॥ (দরিয়া-বিহারী।)

মনেরে কয়েদ কর আপনার,
যে জন লভিতে চাহ সত্য নাম।
করিলে তা', নর করম কাটিয়া,
থাকিবারে পারে গিয়া নিজ ধাম॥

টীকা। করম=কর্ম্ম, কর্ম্মবন্ধন।

মন হী মনমেঁ জাপ করু, দরপন উজ্জল হোয়।
দরশন হোবৈ রামকা, তিমির জায় সব খোয়॥ (চরণদাস।)

করহ মনে মনে জপ তুমি সতত,
হবে চিত্ত দর্পণ সমুজ্জ্বল তায়।'
দর্শন মিলে যাবে শ্রীরামের তোমার,
চলিয়া যাবে সব তিমির কোথায়।

জে সাহিবকৌ ভাবৈ নহী, সো বাট ন বূঝী রে।
সাহেঁ সোঁ সম্মুখ রহী, ইস মন সোঁ জুঝী রে। (দাদূ)

ভগবৎ-চিন্তায় যে না মন লাগায়,
বুঝিতে পারে নাই পথ সেই জন।
এ মনের সহিত সংগ্রাম সমুচিত,
প্রভুর সম্মুখেতে রহি' অনুক্ষণ॥

মন কুঞ্জর মহমন্ত থা, ফিরতা গহির গম্ভীর।
দুহরী তিহরী চোহরী, পরি গই প্রেম জঞ্জীর॥ (কবীর।)

আছিল মন মোর মহামত্ত কুঞ্জর—
ঘুরিত ও ফিরিত গভীর গম্ভীর।
ক্রমে ক্রমে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ
পড়িল তার পায়ে প্রেমের জিঞ্জির॥

টীকা। জিঞ্জির=শিকল।

কবীর মন পরবত হুয়া, অব মৈঁ পায়া জানি।
টাঁকী লাগী শবদকী, নিকসী কঞ্চন খানি॥ (কবীর।)

ক্ষুদ্র মন আমার পর্ব্বত হইয়াছে,
পাইয়াছি এখন জানিয়াছি স্থির।
শব্দ-রূপী ছেনির আঘাত লেগে লেগে,
কাঞ্চণ-খনি তা'য় হ'য়েছে বাহির॥

টীকা। শব্দ=গুরুদত্ত মন্ত্র। ছেনি—পাথর কাটিবার যন্ত্র।

রামপ্রসাদ এই কথা অন্যভাবে বলিয়াছেন :—

"মন, তুমি কৃষি কাজ জান না,
এমন মানব জনম রইল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোণা।
কালী নামের দাওরে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না,
সে যে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছে তো যম ঘেঁসে না॥
গুরুদত্ত বীজ রোপন করে, ভক্তি বারি তায় সেঁচনা,
ওরে একা যদি না পারিস মন, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা॥"

মনের কণ্টক।

—::—

টুটহিঁ নিজ রুচি কাজ করি, রুটহিঁ কাজ বিগারি।
তীয় তনয় সেবক সখা, মনকে কণ্টক চারি॥ (তুলসীদাস।)

রাগান্বিত হ'য়ে কাজ করে নষ্ট,
ক'রে দেয় রুচির পরিবর্ত্তন—
দারা আর পুত্র, সেবক ও সখা,
মনের কণ্টক এই চারি জন॥

আমার দেশ।

—::—

হম বাসী উস দেসকে, জহঁ জাতি বরন কুল নাহিঁ।
সবদ মিলাবা হোত হৈ, দেহ মিলাবা নাহিঁ॥ (কবীর।)

আমার নিবাস সেই দেশে, যথা
জাতি বর্ণ কুল কিছু নাহি রয়,
শব্দে শব্দে যথা মিলন মধুর,
দেহের মিলন যেইখানে নয়॥

হম বাসী উস দেসকে, জঁহা ব্রহ্মকা খেল।
দীপক দেখা গৈবকা, বিন বাতী বিন তেল॥ (কবীর)

সেই দেশে হয় আমার নিবাস,
চলিতেছে খেলা ব্রহ্মের যথায়।
বিনা বাতি বিনা তেলেতে জ্বলিছে,
আশ্চর্য্য প্রদীপ দেখেছি তথায়॥

হম বাসী ওয়া দেশকে, জঁহ বারহ মাস বিলাস।
প্রেম ঝিরৈ বিগসৈ কঁবল, তেজ পুঞ্জ পরকাশ॥ (কবীর।)

সেই দেশবাসী আমি, যেইখানে
বার মাস লাগা আনন্দ বিলাস।
যথা প্রেম ঝরে, বিকশে কমল,
তেজঃপুঞ্জ সদা হয় পরকাশ॥

জা বন সিংহ ন সঞ্চরৈ, পঞ্ছী উড়ি নহি জায়।
রৈন দিবস কী গম নহীঁ, তহঁ রহা কবীর সমায়॥ (কবীর।)

যে বনে করে না সিংহ বিচরণ,
পক্ষী নাহি যায় উড়িয়া যথায়,
দিবা ও রজনী যেতে নারে যথা,
কবীর পসিয়া র'য়েছে তথায়॥

টীকা। সহজীবাই বলিয়াছেন যে, পিপীলিকাও সেখানে উঠিতে পারে না।

সূর চন্দ নহিঁ রৈন দিন, নহি তঁহ সাঁঝ বিহান।
উঠত সবদ ধুনি সুন্য মাঁ, জন দূলন অস্থান॥ (দূলনদাস।)

নাহি সূর্য্য-চন্দ্র, দিবস-রজনী,
সাঁজ ও সকাল নাহি তথা রয়।
মহা-শূন্যে ধ্বনি উঠিছে শব্দের,
দূলন তথায় পেয়েছে আশ্রয়॥

অগম পন্থ মন থির করৈ, বুদ্ধি করৈ পরবেস।
তন মন সবহী ছাড়িকে, তব পহুঁচৈ ওয়া দেস॥ (কবীর।)

দুর্গম পথ বটে সে দেশের, কিন্তু
সুস্থির হ'লে মন, হয় বোধোদয়।
বুদ্ধি হ'লে তখন তনু-মন ছাড়িয়া
সে দেশে মানব গিয়া পহুঁছয়॥

টীকা। তনু-মন ছাড়িয়া=দেহ ও মনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া।

জঁহসে আয়ে অমর ব দেশরা, না হুঁয়া ধরতী ন পৌন আকাসরা।
না হুঁয়া চাঁদ সুরজ পরগাসরা, না হুঁয়া ব্রাহ্মণ সূদ্র ন সেখরা॥
না হুঁয়া ব্রহ্ম ন বিষ্ণু মহেশ্বর, না যোগী জঙ্গম দরবেসরা।
কহৈঁ কৈ আয়ন সন্দেসরা, সার সুর গহো চলো বহি দেশরা॥ (কবীর)

যেথা হ'তে এসেছ অমর সেই দেশ,
নাহি তথা ধরণী, পবন ও আকাশ,
নাহি তথা ব্রাহ্মণ, শূদ্র, মুসলমান
সেখানে নাহি চন্দ্র-সূর্য্যের পরকাশ ॥
নাহি তথা ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ও মহেশ্বর,
নাহি যোগী জঙ্গম, নাস্তিক দরবেশ
কহিতেছে কবীর— সংবাদ আনিয়াছি,
সার সুর ধরিয়া চলহ সেই দেশ ॥

টীকা। জঙ্গম—গতিশক্তিশালী অন্যান্য জীবগণ। ধরিয়া—অবলম্বন করিয়া।

তীনি লোককে উপরে, তহঁ অভয় লোক বিস্তার।
সত্ত সুকৃত পরবানা পাবৈ, পহুঁচৈ জায় করার ॥ (দরিয়া-বিহারী।)

র'য়েছে সুবিস্তৃত অভয়-লোক যথা,
ত্রিলোকের উপরে হয় সেই স্থান।
পরোয়ানা পাইযা যায় তারা সেখানে,
সুকৃতিশালী যারা আর সত্যবান ॥

জিন পাবন ভূঁই বহু ফিরে, ঘুমে দেস বিদেস।
পিয়া মিলন যব হোইয়া, আঙ্গন ভয়া বিদেস ॥ (কবীর।)

যাঁহারে পাইবার লাগিয়া, করা যায়
কত দেশ-বিদেশ কষ্টে বিচরণ,
সে প্রিয়তম সহ মিলন হয় যবে,
বিদেশ হ'য়ে যায় নিজ-গৃহাঙ্গন ॥

গৃহ ও বন।

কাহ ভয়ো বন বন ফিরে, জো বনি আয়ো নাহিঁ।
বনতে বনতে বনি গয়ো, তুলসী ঘর হী মাহিঁ ॥ (তুলসীদাস।)

কি হবে ভ্রমিয়া বনে বনে, যদি
বনাবনি নাহি সমাগত হয়?
বনিতে বনিতে বনিয়া যাইবে
গৃহে থাকিয়াই তুমি সুনিশ্চয় ॥

টীকা। বনাবনি—প্রভু শ্রীরামের সহিত বনাবনি।

আঠ পহর নিরখত রহো, সমুখ সদা হজুর।
কহ যারী ঘর হী মিলৈ, কাহে জাতে দূর ॥ (যারী।)

অষ্ট-প্রহরই নিরখিতে রহ
বিরাজেন প্রভু সম্মুখে তোমার।

এই ঘরেতেই পাইবে তাঁহারে,
কাজ কিবা তবে দূরে যাইবার ?

বৈরাগী বনমে বসৈ, ঘরবারী ঘর মাহিঁ।
রাম নিরালা বহি গয়া, দাদূ ইনমেঁ নাহিঁ। (দাদূ।)

বৈরাগী যারা, তারা বাস করে বনেতে,
গৃহেতে বাস করে গৃহী জনগণ ॥
রাম কিন্তু রহেন নিরালায় বসিয়া,
দুয়েই নাই তিনি, গৃহ আর বন।

জিনকো মন বিবকত সদা, রহো জহাঁ চিত হোয়।
ঘর বাহর দোউ এক সা, ভাবী দুবিধা খোয় ॥ (চরণদাস।)

বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে মন যার,
যথা ইচ্ছা তথা সে করে অবস্থান।
দূরে ফেলে দেয় সে দ্বিধা যত মনের,
তার ঘর-বাহির দুইই সমান ॥

টীকা। "বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং, অকুৎসিতে কর্ম্মণি চ প্রবর্ত্ততে।
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ, নিবৃত্তরাগস্য গৃহন্তপোবনম্ ॥"
উপরোক্ত ভাবে গৃহকে তপোবনে পরিণত করিতে হয়।

কী তো হরি চরচা মহেঁ, কী তো রহৈ ইকন্ত।
ঐসী রহনী জো রহৈ, পল্টু সোই সন্ত ॥ (পল্টু।)

শ্রীহরি চর্চ্চায় রহে নিমগন,
কিম্বা রহে নিজ মনে নিরালায়—
এই ভাবে যেবা রহে অনুদিন,
তাহারেই বটে সাধু বলা যায় ॥

পানী পীবত ক্যা ফিরৈ, ঘর ঘর সায়র বারি।
জো জন তিরষাবন্ত হৈ, পীবৈগা ঝখ মারি। (কবীর)

জল পিপাসায় ঘুরিছ কোথায় ?—
ঘরে ঘরে আছে জল নিরমল।
তৃষিত যে জন, খাবে সেই জন
আপশোষ যত মিটায়ে সকল ॥

টীকা। তৃষিত যে জন = যে জন যথার্থ ভগবানকে পাইতে চায়।

পানী বিচ মীন পিয়াসী, মোহিঁ শুন শুন আবত হাঁসী।
ঘরমে বস্তু নজর নহি আবত, বন বন ফিরত উদাসী।
আতম জ্ঞান বিন জগ ঝুঁঠা, ক্যা মথুরা ক্যা কাশী ॥ (অজ্ঞাত।)

জলের ভিতরে থাকি' মীন হয় তৃষাতুর
এই কথা শুনে শুনে হাসি বড় পায়।
ঘরেতেই বস্তু, কিন্তু দেখিতে না পায় লোকে
বনে বনে ঘুরে-ফিরে উদাসীর প্রায়।

আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে এ জগৎ মিথ্যা বটে,
মথুরা অথবা কাশী যাকনা যথায় ॥

অসন বসন সব তজ গয়ে, তজ গয়ে গাম গরেহ।
মোহে সংসয় শূল হ্যায়, দুর্লভ তজনা য়েহ ॥ (গরীবদাস।)

অসন বসন ছাড়িলে কি হবে,
কি হবে ছাড়িলে গৃহ আর গ্রাম,
মোহ-জনিত যে সংশয়েয় শূল,
তাহা না ছাড়িতে পারে যদি প্রাণ ?

গিরহী সেবৈ সাধুকো, সাধু সুমিরৈ নাম।
য়ামে ধোখা কুছ নহী, সরৈ দোউকী কাম ॥ (কবীর।)

গৃহী যদি করে সাধু-সেবা, আর
সাধু যদি নাম-জপে মগ্ন রয়,
উভয়েরি কাজ হয়ে যায় তাহে—
এ কথায় কিছু নাহিক সংশয় ॥

টীকা। কর্ম্মবিভাগের নীতি অনুসারে তাহাতে উভয়েরই কাজ হয়।

ঘরমেঁ জোগ ভোগ ঘরহী মেঁ, ঘর তজি বন নহিঁ জাবৈ।
বনকে গয়ে কলপনা উপজৈ, তব ধোঁ কহাঁ সমাবৈ ॥
ঘরমেঁ জুক্তি মুক্তি ঘরহী মেঁ, জো গুরু অলখ লখাবৈ।
ঘরমেঁ বসত বস্তু ভী ঘর হৈ, ঘরহী বস্তু মিলাবৈ ॥
কহৈ কবীর সুনো হো অবধূ, জ্যোঁ কা ত্যোঁ ঠহরাবৈ ॥ (কবীর)

গৃহেই যোগ আর ভোগও গৃহেতেই,
ত্যজিয়া গৃহ তুমি যেয়োনাকো বন।
বনেতে গেলে বহু কল্পনা উপজিবে,
তখন কোথা তুমি করিবে গমন ?
গৃহেই যুক্তি আর মুক্তিও গৃহেতেই,
গুরু যদি অলখ দেখান দয়ায়।
গৃহেতেই বসত গৃহই বস্তু হয়,
গৃহই সার বস্তু আনিয়া মিলায়।
কবীর কহিতেছে— শুনহ অবধূত,
যেখানে আছ তুমি থাক হে তথায় ॥

ফকীর।

দূলন ভরোসে নামকে, তন তকিয়া ধরি ধীর।
রহৈ গরীব অতীম হৈ, তিনকাঁ কহী ফকীর ॥ (দূলনদাস)

নামের ভরসা করিয়া কেবল,
ধৈর্য্য-তাকিয়ায় হেলা'য়ে শরীর,
পিতৃ-মাতৃ-হীন গরীবের মত
যেবা রহে, কহি তাহারে ফকীর ॥

পল্টু চিন্তা লাগি হৈ, জনম গঁবাবে রোয়।
জো লগি ছুটৈ ফিকির না, গই ফকীরী খোয় ॥ (পল্টু)
মনে চিন্তা সতত লাগিয়াই র'য়েছে,
কাঁদিয়া-কাঁদিয়াই জন্ম হয় ক্ষয়।
ফিকির যতদিন হয়না দূরীভূত,
ফকীরী ততদিন নষ্ট হ'তে রয় ॥

চার পদারথ এক কর, সুরত নিরত মন পৌন।
অসল ফকীরী যোগ য়হ, গগন মণ্ডল কূঁ গৌন ॥ (গরীবদাস)
এ চারি পদার্থ একত্র মিলাও—
প্রেম ও বৈরাগ্য, মন ও পবন।
আসল ফকীরী যোগ হয় ইহা,
গগন-মণ্ডলে করে উত্তোলন ॥

টীকা। পবন=প্রাণ।

মন লাগো মেরো য়ার ফকীরী মেঁ।
জো সুখ পাবো নাম ভজনমেঁ, সো সুখ নহিঁ অমীরী মেঁ ॥
ভলা বুরা সবকো সুনি লীজৈ, কর গুজরান গরীবী মেঁ।
প্রেম নগরমেঁ রহনি হমারী ভলা বনি আঈ সবুরী মেঁ ॥ (কবীর)
ফকীরীতে লাগ তুমি, ওরে মোর প্রিয় মন
আমীরীতে কভু তুমি সেই সুখ নাহি পাবে,
যে সুখ তোমারে দিবে নামের ভজন ॥
ভাল মন্দ কথা তুমি শুনে যাও সবাকার,
গরীবীতে কিন্তু কর দিন গুজরান।
প্রেম-ভরা নগরেতে বসতি আমার হয়,
সবুরে বনিবে ভাল সেই বাসস্থান ॥

বিনা বৈরাগ কহু জ্ঞান কেহি কাম কা, পুরুষ বিনু নারি নহিঁ শোভ পাবৈ।
খাজ তো সাহুকা কাম হৈ চোর কা, কপট কী ঝপট মেঁ বহুত ধাবৈ ॥ (কবীর)
বৈরাগ্য বিনা কহ জ্ঞান কিবা কাজের,
পুরুষ বিনা নারী শোভা নাহি পায়।
সাধুর বেশভুষা কাজ কিন্তু চোরের,
কপটের প্রভাবে বহু লোক ধায় ॥

সত্য ও মিথ্যা।

—ঃঃ—

সাঁচ ববাবর তপ নেহি, ঝুট বরাবব পাপ।
যাকে হিরদে সাঁচ হৈ, তাকে হিরদে আপ ॥ (কবীর।)

তপস্যা নাহিক সত্যের সমান,
মিথ্যা সম আর পাপ নাহি বয়।
তাহাব হৃদযে বিবাজেন হরি,
সত্য হৃদে যাব প্রতিষ্ঠিত বয় ॥

টীকা। শ্রীমদভাগবৎ বলিযাছেন — ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পবং ধীমহি।"

কবীব লজ্জা লোককি, বোলে নাহি সাঁচ।
জ্ঞান বুঝ কাঞ্চন ত্যজে, কাঁ্যাও পাকড়ে কাঁচ ॥ (কবীর।)

লোক-লাজ-ভযে অনেকে, কবীর,
সত্য কহিবাবে সক্ষম না হয়।
জেনে-বুঝে তারা কাঞ্চন তাজিযা
কাঁচ কেন বল ধরিয়াই রয় ?

যো তু সাঁচ্চা বানিয়া, সাঁচি হাট লগায়।
অন্দর ঝাড়ু দেই কৈ, কূড়া দূর বহায় ॥ (কবীর।)

সত্যেব বণিক হয যেই জন,
হৃদযে সে হাট সত্যের বসায,
অন্তরের যত মিথ্যা আবর্জ্জনা
ঝাঁটাইযা দূরে করে সে বিদায ॥

টীকা। হৃদয়ে·· ··বসায়=হৃদয় সত্যে এবং সদ্ভাব নিচয়ে পূর্ণ করে।

প্রেম প্রীতিকা চোলনা, পহিরি কবীবা নাচ।
তন মন তা পর বাবহূঁ, যো কোই বোলৈ সাচ ॥ (কবীব)

প্রেম ও প্রীতির বস্ত্র পরিধান
করিয়া, কবীরা, করহ নর্ত্তন।
যে কেহ কহিবে সত্য, তাবে তুমি
তনু মন তব কর সমর্পণ ॥

টীকা। করহ নর্ত্তন=আনন্দময় হইয়া নৃত্য কর।

সব কাহুকা লীজিয়ে, সাচা সবদ নিহারি।
পচ্ছপাত না কীজিয়ে, কহৈ কবীর বিচারি ॥ কবীর।)

সত্য শব্দ তুমি লহ সবাকার,
পরীক্ষায় তাহা করিয়া সুস্থির।
পক্ষপাত কভু করিওনা তুমি—
বিচার করিয়া কহিছে কবীর ॥

টীকা। "সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর আলসরে,
সিদ্ধান্তে লাগয়ে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানসরে ॥"—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

বিনা সাচ সুমিরন নহী, বিন ভেদী ভক্তি ন হোয়।
পারস মেঁ পরদা রহা, কস লোহা কঞ্চন হোয়॥ (কবীর।)

সত্যাশ্রয়ী ব্যতীত স্মরণ নাহি হয়,
ভেদী বিনা কেহ না লভে ভক্তিধন।
পরশমণি যদি পর্দ্দায় ঢাকা থাকে,
লৌহ কেমনে বা হইবে কাঞ্চণ?

টীকা। স্মরণ=ভগবৎ-স্মরণ। ভেদী=সত্যবিৎ, তত্ত্বজ্ঞানী।

ঝুটা সাঁচা করি লিয়া, বিষ অমৃত জানা।
দুখ কোঁ সুখ সব কহৈ, ঐসা জগত দিবানা॥ (দাদূ।)

মিথ্যারে সত্য বলি' করিয়াছে গ্রহণ,
অমৃত বলি' বিষে করিয়াছে জ্ঞান;
দুঃখ যাহা, তাহারে সকলে কহে সুখ—
এই মত পাগল জগতের প্রাণ!

কঞ্চন কঞ্চন হী সদা, কাচ কাচ সো কাচ।
দরিয়া ঝূঠ সো ঝূঠ হৈ, সাচ সাচ সো সাচ॥ (দরিয়া-মাড়োয়ারী।)

কাঞ্চন কাঞ্চন নিশ্চয় সতত,
কাঁচ যাহা, তাহা কাঁচ সদা হয়।
মিথ্যা যাহা, তাহা মিথ্যাই, দরিয়া!
সার-সত্য সত্য চিরকাল রয়॥

সাঁচ সাপ ন লাগাই, সাঁচে কাল ন খাই।
সাঁচে কো সাঁচ্চা মিলে, সাঁচে মাংহি সমাই॥ (কবীর।)

সত্যেরে অভিশাপ নাহি লাগে কদাপি,
কাল নারে করিতে সত্যের বিলয়।
সত্যেরে লভিবারে সত্যই শুধু পারে,
সত্যই পরমেশে সুপ্রবিষ্ট হয়॥

কেতো কহৌ বুঝাই কৈ, পর হথ জীব বিকায়।
মৈঁ খৈঁচৌ সতলোককো, সীধা জমপুর জায়॥ (কবীর।)

কত কহি আমি, বুঝাইয়া জীবে,
পর-হাতে কিন্তু সে গিয়া বিকায়।
আমি টানি তারে সত্যলোক-পানে,
সোজা-সুজি সে যে যমপুরে যায়॥

কাল ঝালমেঁ জগ জলৈ, ভাজি ন নিকসৈ কোই।
দাদূ সরনৈ সাচকে, অভয় অমর পদ হোই॥ (দাদূ।)

কালের অনলে জগৎ জ্বলিছে,
তাহা হ'তে কেহ নাহি বাহিরায়।
লহে যেই জন সত্যের স্মরণ,
অভয় অমর পদ সেই পায়॥

অজ্ঞানী জানত নহী, লিপ্ত ভয়া করি ভোগ।
জ্ঞানী তো দ্রষ্টা ভয়ে, সহজো সুখী ন সোগ॥ (সহজীবাঈ।)

অজ্ঞানী যে জন জানেনা সে সত্য,
সুখ-দুঃখ-ভোগে পরিলিপ্ত হয়।
জ্ঞানী পাইয়াছে সত্যের দর্শন,
সুখ কিম্বা দুঃখ তার নাহি রয়॥

সাঁচ ঝূট নিরনয় করৈ, নীতি নিপুন জো হোয়।
রাজহংস বিন কো করৈ, বারি ক্ষীর কোঁ দোয়॥ (অজ্ঞাত।)

সত্য-মিথ্যা-নির্ণয় করিতে নাহি পারে
বিনা নীতি-নিপুণ আর কোন জন।
জল-দুগ্ধ-মিশ্রন হইতে দুগ্ধ ল'বে
রাজহংস ব্যতীত কে আছে এমন ?

টীকা। 'হংসোহি ক্ষীরমাদত্তে তন্মিশ্রা বর্জ্জয়িত্বাপঃ।

সাঁইসে সাঁচা রহৌ, সাঁই সাঁচ সুহায়।
ভাবৈ লম্বে কেশ রখু ভাবৈ ঘোট মুড়ায়॥ (কবীর।)

ইচ্ছা হয় তুমি রাখ দীর্ঘ কেশ,
মুণ্ডন করহ কিম্বা কেশভার ;
প্রভুর নিকটে সাঁচ্চা থেকো সদা,
সাঁচ্চা ভাল লাগে প্রভুর আমার॥

পল্টূ নেরে সাচকে, ঝূটেসে হৈ দূর।
দিলমে আবৈ সাঁচ জো, সাহিব হাল হজূর॥ (পল্টূ।)

মিথ্যা হতে অনেক দূরে প্রভু রহেন,
সত্য তাঁরে আপন কাছে কাছে পায়।
হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সত্য যখন,
প্রভু মোর সতত হাজির তথায়॥

তন মন সে সাচা রহৈ, গহৈ জো সদ্গুরু বাঁহি।
কাল কধী রোকৈ নহী, দেবৈ রাহ বতাই॥ (তুলসী সাহেব।)

দেহে আর মনে খাঁটি রহে যেবা
সদ্গুরুর আশ্রয় করিয়া গ্রহণ,
কাল কভু তারে বাধা নাহি দেয়—
পথ দেখাইয়া দেয় সর্ব্বক্ষণ॥

অব তো হম কঞ্চন ভয়ে, তব হম হোতে কাচ।
সতগুরুকী কিরপা ভই, দিল আপনেকা সাচ॥ (কবীর।)

বুঝিয়াছি, আগে আছিলাম কাঁচ,
এবে কিন্তু আমি হয়েছি কাঞ্চন।
সদ্গুরুদেবের কৃপায় আমার
হৃদয়ে হ'য়েছে সত্যের স্ফুরণ॥

কঞ্চন কেবল হরি ভজন, দূজ্ কাচ কথীর।
ঝুঠা জাল জঞ্জাল তজি, পকড়া সাচ কবীর॥ (কবীর।)

কাঞ্চন হয় শুধু শ্রীহরির ভজন,
ভঙ্গুর কাঁচ বটে সমুদয় আর।
সার সত্য গ্রহণ করিয়াছে কবীর,
মিথ্যা-জাল-জঞ্জাল করি' পরিহার॥

সাচ কহনা হরিগুন গানা, ছোড়না পরধনকী আশ।
ইসমে নেই হরি মিলো তো, জামিন তুলসীদাস॥ (তুলসীদাস।)

সত্যকথা কহিবে, হরিগুণ গাহিবে,
ছাড়িয়া দিবে সব পর-ধন-আশ।
এই মত করিয়া হরি যদি না মিলে,
জামিন তাহা হ'লে এ তুলসীদাস॥

প্রাণ ও পণ।

—::—

প্রাণ যায় পণ যো রহে, রহে প্রাণ পণ যায়।
ধিক জীবন য়্যায়সে নরনকি, কহতে আকবর সায়॥ (সাহ আকবর।)

প্রাণ যায় যাক যদি রহে পণ;
পণ চ'লে গিয়ে প্রাণ যার রয়,
তেমন নরের জীবনেতে ধিক্,
বৃথা তাহা,—সাহ আকবর কয়॥

শুনরে তুলসীদাস, পিয়াস পপীহহি প্রেমকো।
পরিহরি চারিউমাস, জো অচবৈ জল স্বাতিকো॥ (তুলসীদাস।)

পাপিয়ার সুগভীর প্রেম-পিপাসার কথা
শুন, শুন, মনে রাখ, হে তুলসীদাস!
সে স্বাতীর জল বিনা অন্য জল পিয়িবে না,
তৃষাতুর যদিও সে রহে চারিমাস॥

টীকা। স্বাতীর=স্বাতী-নক্ষত্রের।

পপিহা পনকো না তজৈ, তজৈ তো তন বেকাজ।
তন ছুটে সো কছু নহীঁ, পন ছুটে হৈ লাজ॥ (কবীর।)

পাপিয়া আপন পণ ছাড়িবেনা,
ছাড়িবে সে বরং শরীর অসার।
দেহ যায় যদি ক্ষতি কিছু নাই,
পণ যাওয়া সে যে বড়ই লজ্জার॥

পপিহা কা পন দেখি করি, ধীরজ রহৈ ন রঙ্ক।
মরতে দম জলসে পড়া, তউ ন বোরী চঙ্ক॥ (কবীর।)

পাপিয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া
ধৈর্য্য একটুও না রহে আমার।
দম যেতে যেতে জলে সে পড়িল,
চঞ্চু তবু নাহি খোলে একবার!

টীকা। চঞ্চু……একবার—ঠোঁট খুলিলেই তে স্বাতী-জল ছাড়া অন্য জল মুখে যাইবে, তার চেয়ে বরং সে মরিবে। এই দোহায় কবীরের অন্তরের কোমলতাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পড়া পাপিহা সুরসরী, লগা বধিক কা বান।
মুখ মূঁদে স্রুত গঙ্গ মেঁ, নিকস গয়ে যো প্রান॥ (কবীর।)

পাপিয়া গঙ্গায় পড়ে যদি যায়
লাগিয়া নিঠুর শিকারীর বান,
মুখ বুজে স্রোতে ভাসিতে থাকে সে
যতক্ষণ তার নাহি যায় প্রাণ॥

উচী জাতি পপীহরা, নীচো পিয়ত ন নীর।
কৈ যাচৈ ঘনশ্যাম সোঁ, কৈ দুখ সহৈ শরীর॥ (তুলসীদাস।)

বড় উচ্চ জাতি হয় পাপিয়ার,
নাহি পিয়ে নীচজনোচিত নীর।
হয় ঘনশ্যামে যাচিবে, না হয়
অবহেলে দুঃখ সহিবে শরীর॥

টীকা। ঘনশ্যাম—পাপিয়ার পক্ষে মেঘ, মানবের পক্ষে শ্রীভগবান।

হাসি ও কান্না।

—ঃঃ—

কবীর হাস্‌না দূর করো, রোনেসে করো চিত।
বিন্ রোয়ে ক্যাও পাইয়ে, প্রেমপিয়ারা মিত॥ (কবীর।)

হে কবীর! তুমি ছাড় হাসি-খুসী, কাঁদিতে করহ মন।
না কাঁদিলে তুমি কেমনে পাইবে প্রেম-প্রিয় প্রিয়তম?

হাঁসে পিয়া নহিঁ পাইয়ে, যিনহ পায়া তিনহ রোয়।
হাঁসি খেলে যো পিয়া মিলে, তো কোন্ সোহাগিনী হোয়॥ (কবীর।)

হাস্য আর কৌতুকে প্রিয় নাহি মিলিবে,
কাঁদিয়াই পেয়েছে, পেয়েছে যেজন।
হাসিয়া ও খেলিয়া প্রিয় যদি মিলিত,
সহিত কি কেহই কষ্ট কদাচন?

টীকা। এই মর্ম্মের আর একটী দোহা ও তাহার টীকা প্রথম খণ্ডের ২০২ পৃষ্ঠার শেষ ভাগে দ্রষ্টব্য।

বীজ রামগুনগন নয়ন জল, অঙ্কুর পুলকালি।
সুকৃতি সুলভ সুখেত বর, বিলসত তুলসী সালি॥ (তুলসীদাস।)

সুকৃতি-সুলভ ক্ষেতে শ্রীরামের গুণ-বীজ
বপন করিয়া তাহে, নয়ন আসার
সিঞ্চিলে, উদগত হয় অঙ্কুর পুলক-রূপে,
ভক্তি-রূপে শালি-ধান্য শোভে চমৎকার॥

আগে মুএ সো জা চুকৈ, তুভি রহৈ ন: কোয়
সহজো পর কূঁ ক্যা ঝূরৈ, আপন হী কূঁ রোয়॥ (সহজীবাই)

আগে যারা ম'রেছে চুকিয়া গেছে তারা,
পশ্চাতে তোমরাও রবেনা যখন,
পরের লাগি কেন কেঁদে মর, সহজী?
আপনার লাগিয়া করহ রোদন॥

অখণ্ডিত ভজন।

—::—

মন কর্ম্ম বচন নেম করি, ভজন করন্ত অতি প্রীত।
তব বাঢ়ত হরিভক্তি দৃঢ়, উপজত প্রেম পুনীত॥ (অজ্ঞাত।)

কায়মনোবচনে নিয়মাবলম্বনে,
করিতে হয় প্রীতি-সহিত ভজন।
হরিভক্তি তাহাতে বাড়ে ও দৃঢ় হয়,
পবিত্র প্রেম হৃদে উপজে তখন॥

পুলক দেহ তব হোত হ্যায়, হরিগুন গাওত গান।
গদ গদ হিয়া তব হোত হ্যায়, বহত নীর নিদান॥ (অজ্ঞাত।)

হেন প্রেম-পুলকে রোমাঞ্চ হয় দেহে,
গদগদ ভাবেতে বিভোর হৃদয়।
শ্রীহরি-গুণ গান করিবার সময়ে
অজস্র প্রেম-বারি নয়নেতে বয়॥

তব হরি ভক্তি সো জানিয়ে, হোত কৃতারথ নেম।
এহি বিধি যাকো হোত হ্যায়, উর অন্তর দৃঢ় প্রেম॥ (অজ্ঞাত।)

হেন হরি-ভকতি উপজাত হইলে,
কৃতার্থ হয় যত নিয়মানুষ্ঠান।
এই মত যাহার হইয়াছে, তাহার
অন্তরে দৃঢ় প্রেম করে অবস্থান।

পল্টু পলক ন ভূলিয়ে, ইতনা কাম জরুর।
খাবিন্দ কব গোহরাবহী, চাকর রহৈ হুজুর॥ (পল্টু।)

এই কাজটিই ভারি দরকারী—
পলকের তরে নাহি ভুলা তাঁয়।
হাজির সতত রহে ভৃত্য, ভাবি'
ডাকিবেন প্রভু কখন আমায়॥

জো জাগৈ তৌ পিয় লহৈ, সোয়ৈঁ লহিয়ে নাহিঁ।
সুন্দর করিয়ে বন্দগী, তৌ জাগ্যা দিল মাহিঁ॥ (সুন্দরদাস।)

জেগে থাকে যে জন লয়েন প্রিয় তারে,
ঘুমাইয়া থাকে যে নাহি লন তায়।
হৃদয়ের ভিতরে জেগে থাক, সুন্দর!
বন্দিতে তাঁরে যদি মন তব চায়॥

ভজন ভরোসা এক বল, এক আস বিশ্বাস।
প্রীতি প্রতীতি ইক নাম পর, সোই সন্ত বিবেকী দাস॥ (দরিয়া-বিহারী)

ভজন যাহার ভরসা কেবল,
এক বল, এক আশা সুদৃঢ় বিশ্বাস,
প্রীতি ও প্রতীতি নামে শুধু যার,
সেই জন সন্ত বটে, সে বিবেকী দাস।

দুনিয়া সেতী দোস্তী, হোয় ভজনমে ভঙ্গ।
একা একী গুরুসে, কৈ সাধন কো সঙ্গ॥ (কবীর।)

দুনিয়ার সহ যদি মিত্রতা করিতে যাও,
ভজনেতে ছেদ তব পড়িবে নিশ্চয়।
একান্তে শ্রীগুরু সহ কিম্বা কোন সাধু-সঙ্গে
ভজন করিলে তাহা অখণ্ডিত হয়॥

লীন ভয়া বিচরত ফিরৈ, ছীন ভয়া গুণ দেহ।
দীন ভই সব কল্পনা, সুন্দর সুমিরণ য়েহ॥ (সুন্দরদাস।)

ক্ষীণ হয় দেহ ত্রিগুণ-আত্মক,
লীন হ'য়ে যবে করে বিচরণ।
দীন হয় যবে কল্পনা যতেক,
তখনি তো হয় যথার্থ স্মরণ॥

টীকা। লীন=ভক্তিতে লীন। দীন হয়=মিলাইয়া যায়।

আরতি হরি গুরু চরণকী, কোই জানৈ সন্ত সুজান।
ভীখা মন বচ করমনা, তাহি মিলৈ ভগবান॥ (ভীখা।)

হরি ও গুরুর চরণ-আরতি
জানে কোন কোন সন্ত সুজন্যায়।
কায়-মনো-বাক্যে সে আরতি যদি
করে কেহ, হ'ন ভগবান তায়॥

গুরু সমান তিহুঁ লোকমে, ঔর ন দীখৈ কোয়।
নাম লিয়ে পাতক নসৈ, ধ্যান কিয়ে হরি হোয়॥ (চরণদাস।)

গুরুর সমান ত্রিলোকের মাঝে
দেখিতে পাইনা কাহারেও আর।
নাম নিলে পাপ নষ্ট হয় সব;
ধ্যান যেবা করে, হরি হ'ন তার॥

প্রেমের দোলা।

কোই প্রেমকী পেঙ্গ ঝুলাও রে।
ভুজকে খম্ভ ঔর প্রেমকী রসসে, তন মন আজ ঝুলাও রে।
নৈনন বাদরকী ঝর লাও, শ্যাম ঘটা উর ছাও রে।
আরত আরত শ্রুতকী রাহ পর, ফিকর পিয়াকো সুনাও রে।
কহত কবীরা সুনো ভাই সাধো, পিয়াকো ধ্যান চিত লাও রে॥ (কবীর)

প্রেমের অভিনব দোলা এক ঝুলাও
কহিতেছে কবীর, শুন সাধু ভাই।
প্রিয়ের বাহু দুটি করিয়া লহ খুঁটি,
হৃদয়ে প্রেম-দোলা ঝুলাও রে ভাই॥
প্রেম-রসে সিঞ্চিয়া তনু-মন তোমার
আজি সেই দোলায় আনন্দে ঝুলাও রে!
নয়নেতে বর্ষার বারিধারা ঝরাও,
ঘনশ্যামঘটায় হিয়া তব ছাও রে!
প্রিয়ের শ্রুতিমূলে মুখ তব আনিয়া,
ব্যাকুল প্রেম-কথা তাঁহারে শুনাও রে!
চিত্তে তব তাঁহার ধ্যানের মগনতা
প্রেমেতে লাগাইয়া রাখহ সদাই॥

বিচার।

দাদূ সোচি করৈ সো সুরমা, করি সোচৈ সো কূর।
করি সোচ্যা মুখ স্যাম হৈঁ, সোচ কর্যা মুখ নূর॥ (দাদূ।)

ধীর সে, বিচারিয়া কাজ করে পরে যে,
করিয়া ভাবে যে বাঁকা সেই জন।
করিয়া যেবা ভাবে, মুখ কালো তাহার,
ভাবিয়া যে করে তার উজ্জ্বল বদন॥

জো মতি পীছেঁ উপজৈ, সো মতি পহিলী হোই।
কবহুঁ ন হোবৈ জী দুখী, দাদূ সুখিয়া সোই॥ (দাদূ।)

করিয়া পরে মনে যেই ভাব উপজে,
হয় তাহা যাহার আগেই উদয়,
দুঃখ ভোগ করিতে হয় না তারে কভু,
সেইজন নিশ্চয় সদা-সুখী হয়॥

মতি বুধি বিবেক বিচার বিন, মানুষ পশু সমান।
সমঝায়া সমঝৈ নহী, দাদূ পরম গিয়ান॥ (দাদূ।)

মতি, বুদ্ধি আর বিবেক বিচার
ব্যতিরেকে নর পশুর সমান।
অনেক করিয়া বুঝালেও নাহি
বুঝিবারে পারে সে পরম-জ্ঞান॥

অগবানী তো আইয়া, জ্ঞান বিচার বিবেক।
পীছে গুরু ভী আয়ঁগে, সারে সাজ সমেত॥ (কবীর।)

অগ্রদূত হ'যে এসেছে ইহারা—
জ্ঞান ও বিচার বিবেক বিমল।
গুরুও নিশ্চয় আসিবেন পরে,
সাজ-সরঞ্জাম লইয়া সকল॥

আধী সাখী শির কটৈ, জো রে বিচারী জায়।
মনহি প্রতীত ন উপজৈ, রাতি দিবস ভবি গায়॥ (কবীর)

বিচার করি' যদি চলা যায়, তা' হ'লে
অর্দ্ধেক সাখীতেই মাথা কাটা যায়।
তা' না হ'লে মনেতে প্রতীতি না জনমে,
দিবারাত্রি ভরিয়া যদি সাখী গায়॥

টীকা। সাখী=দোহা। মাথা কাটা যায—লজ্জা হয, জ্ঞান জন্মে।

এক সবদমেঁ সব কহা, সবহী অর্থ বিচার।
ভজিয়ে নির্গুণ নামকো, তজিয়ে বিষয় বিকার॥ (কবীর)

এক মাত্র কথাতেই সব কথা কহিতেছি,
অর্থ তার সমুদয় করিলে বিচার—
নির্গুণ নামের তুমি করহ ভজন প্রেমে
পরিহার কর সব বিষয়-বিকার॥

বোলৈ বোল বিচারিকৈ, বৈঠৈ ঠৌর সঁভারি।
কহ কবীর বা দাসকী, কবহুঁ ন আবৈ হারি॥ (কবীর)

কথা কহে যেজন বিবেচনা করিয়া
বসে যেবা বিচার করি' স্থানাস্থান,
কহিতেছে কবীর— কদাপি সে দাসের
হয় না পরাজয় আর অপমান॥

সমঝ বিচারে বোলনা, সমঝ বিচাবে চাল।
সমঝ বিচারে জাগনা, সমঝ বিচাবে খ্যাল॥ (গরীবদাস)

বুঝিয়া-সুঝিয়া বলিতে কহিতে
বুঝিযা-সুঝিয়া চলিতে হয়।
বুঝিয়া-সুঝিয়া জাগিতে হয় রে,
বুঝিয়া-সুঝিয়া খেলিতে হয়॥

করৈ বিচারে সমঝ কবি, খোজ বুঝকা খেল।
বিনা মথে নিকসৈ নহী, হৈ তিল অন্দর তেল॥ (গরীবদাস)

বুঝিয়া-সুঝিযা করে যেন সবে
খোঁজা ও বুঝাব খেলা দুনিয়ায়।
তিলের ভিতরে তেল আছে বটে,
মন্থন বিনা তা' নাহি বাহিরায়॥

পল্টু সিষ্য ক্যো কীজিয়ে, লিজৈ বুঝ বিচার।
বিন বুঝে সিষ ক রাগে, পবিহৈ তুম পর ভাব॥ (পল্টু)

শিষ্য কাহারেও করিতে হইলে,
বুঝে-সুঝে তারে কর অঙ্গীকার।
অবিচারে শিষ্য করিলে গ্রহণ,
তোমার উপরে পড়িবে দুর্ভার॥

টীকা। এই দোহাটিকে প্রথম খণ্ডের ২১২৩ পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত "গুরু ও শিষ্য" শীর্ষক দোহা সমুদয়ের পরিশিষ্টরূপেও গ্রহণ করা যাইতে পারে।

সতগুরু বপুরা ক্যা করৈ, চেলা করৈ ন হোস।
পল্টু ভীঁজৈ মোম নহি, জলকো দীজৈ দোষ॥ (পল্টু)

সদ্‌গুরু বেচারা কি করিবে, বল,
চেলার নাহিক হুঁস যদি হয়?
মোম কিছুতেই ভিজেনা জলেতে,
জলের তাহাতে দোষ কিবা রয়?

পঞ্চেন্দ্রিয়।

অলি পতঙ্গ মৃগ মীন গজ, ইয়াকো একই আঁচ।
তুলসী ওয়াকো ক্যা গত, যাকো পিছে পাঁচ॥ (তুলসীদাস)

পতঙ্গ, মৃগ, অলি, মীন, গজ, ইহারা
এক একটী ইন্দ্রিয়-বশে নষ্ট হয়।
হে তুলসী! তাহার কি গতি হবে বল,
পিছনে লাগি' যার পাঁচটাই রয়?

টীকা। এক একটী ইন্দ্রিয়—যথাক্রমে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। ইহারা জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্মেন্দ্রিয়।

কবীর বৈরী সবল হৈ, এক জীব রিপু পাঁচ।
অপনে অপনে স্বাদকো, বহুত নচাবৈ নাচ॥ (কবীর)

হে কবীর! বৈরী বড়ই সবল,
একটী জীবের পাছে রিপু পাঁচ।
আপন আপন সুখ লাগি তারা
নাচায় তাহারে বহুবিধ নাচ॥

ইন পাঁচোসে বন্ধি করি, ফির ফির ধরৈ শরীর।
জো যহ পাঁচো বসি করৈ, সোই লাগৈ তীর॥ (কবীর)

এই পাঁচে আবদ্ধ ক'রে ফেলে জীবেরে,
বার বার শরীর ধারণ করায়।
বশীভূত করিতে এই পাঁচে পারে যে,
জীবন-তরী তারি লাগে কিনারায়॥

টীকা। কিনারায়—ভবসাগরের কিনারায়।

শীল ছিমা সন্তোষ গহি, পাঁচো ইন্দ্রী জীত।
রাম নাম লে সহজিয়া, মুক্তি হোনকী রীত॥ (সহজীবাই)

অবলম্বিয়া ক্ষমা শীলতা ও সন্তোষ,
করহ জয় পাঁচ ইন্দ্রিয় তোমার।
রাম নাম গ্রহণ করিতে রহ সদা—
পদ্ধতি ইহাইতো মুক্তি লভিবার॥

---

(৭)

কর্ম্মফল ও কর্ম্মচক্র।

—ঃঃ—

আয়া একহি ঘাটসে, উতরা একহি ঘাট।
আপন আপন করমসে, হো গয়া বারা বাট॥ (অজ্ঞাত)

এক ঘাট হইতে আসিয়াছে সকলে,
একই ঘাটে সবে করিলে গমন।
নিজ নিজ কর্ম্মের প্রভাবে তাহাদের
হয়ে গেল যাবার পথ অগণন॥

টীকা। বারা—বারো, অর্থাৎ, অসংখ্য।

কৌন্ কাহু সুখ দুখ কর-দাতা, নিজকৃত কর্ম্মভোগ সব ভ্রাতা।
জন্ম হেতু সব কহ পিতু মাতা, কর্ম্ম শুভাশুভ দেই বিধাতা॥ (অজ্ঞাত)

কেবা কারে সুখ-দুঃখ দান করে ভাই?
নিজকৃত কর্ম্মভোগ ছাড়া গতি নাই॥

এ জগতে আত্মপর কেহ কারো নয়।
জন্মহেতু পিতামাতা নামে পরিচয়॥
করমের তারতম্যে বিধাতৃ-বিধান।
শুভ ও অশুভ ফল ক'রে থাকে দান॥

ভাগহীন জন সমুদ্রে ডুবে, জাঁহা রতনকা ঢেরি।
কর লাগি ঘুঙ্গ উঠে, উহ করমকা ফেরি॥ (অজ্ঞাত)

অদৃষ্ট যাহার প্রতি প্রসন্ন না হয়,
রত্নালয় সমুদ্রে সে ডুবিলে, নিশ্চয়
গুগ্‌লি কেবলি উঠে করে লাগি' তার—
কর্ম্মফের হ'তে কারো নাহিক নিস্তার॥

তাকো ধনমেরু ধুরি সম, জাকে হোত বিধাতা বাম।
জনক আদি যম তাকো, ব্যাল সম দাম॥ (অজ্ঞাত)

বিধি যারে বাম, তার ধনরাশি ধুলা সম
হইলেও তা' সুমেরু-পর্ব্বত-প্রমাণ।
জনকাদি নিজ জনে দেখে সে যমের মত,
কুসুমের মালা তার ভুজঙ্গ-সমান॥

তুলসী জস ভবিতব্যতা, তৈসী মিলৈ সহায়॥
আপুন আবৈ তাহি পৈ, কো তাহি তহাঁ লৈ জায়॥ (তুলসীদাস)

হয় ভবিতব্যতা যেইমত, তুলসী!
পাইয়া থাকে লোকে তেমতি সহায়।
সহায়ক আপনি আসে তার নিকটে,
অথবা তার কাছে নিয়া তারে যায়॥

রাম ঝরোখে বৈঠকে, সবকো মুজরা লেয়।
জৈসী জাকী চাকরী, তৈসা তাকো দেয়॥ (তুলসীদাস)

সংসার-গৃহের উচ্চ বাতায়নে
বসি' রাম কার্য্য দেখেন সবার।
মজুরী তাহারে দেন সেই মত
কাজ করিতেছে যেবা যে প্রকার॥

কুম্ভকারকো চক্র জেঁও, ঘুমত আপহি আপ।
কর্ম্মচক্র তেঁও জানিয়ে, ভোগ বিনা নাহি যাব॥ (কবীর)

কুমারের চাকা ঘুরাইয়া দিলে,
আপনি আপনি ঘুরিতেই রয়।
করমচক্রের ঘুরণ তেমনি
ভোগ বিনা জেনো স্থির নাহি হয়॥

কর্ম্ম কুহাড়া অঙ্গবন, কাটত বারম্বার।
আপনে হাথোঁ আপকোঁ, কাটত হৈ সংসার॥ (দাদূ)

করম-কুঠার　　　　　　কাটি' বার বার
করে ছারখার এই অঙ্গ-বন।
আপনার হাতে　　　　　আপনারে কাটে
সংসারের যত মূঢ় জীবগণ!

কৌন কসৈ অরু কৌন কসাবৈ, কৌন জো লেই ছুড়ায়।
য়হ সংসা জিব হৈ রহী, সাধু কহ সমঝায় ॥ (কবীর)

কেবা বাঁধে, আর　　　　কেই বা বাঁধায়,
কে এমন যিনি ছাড়াইয়া লন—
এই সংশয়েতে　　　　প'ড়ে আছে জীব;
বুঝাইয়া, সাধু, কহ বিবরণ ॥

কাল কসৈ অরু কর্ম্ম কসাবৈ, সতগুরু লেই ছুড়ায়।
কহৈ কবীর বিচারি কৈ, সুনৌ সন্ত চিত লায় ॥ (কবীর)

কাল বাঁধে, আর　　　　করম বাঁধায়,
সদ্‌গুরু আসিয়া ছাড়াইয়া লন—
কবীর কহিছে　　　　বিচার করিয়া,
সন্ত মন দিয়া করহ শ্রবণ ॥

কোঈ ভূলা মন সমুঝাবৈ।
বোয় ববুল দাখ ফল চাহৈ, সো ফল কৈসে পাবৈ। (অজ্ঞাত)

কেবা বল বুঝাবে　　এই ভোলা মনেরে?
কিছুতেই তাহার ভ্রম নাহি যায়!
বাবলা গাছ পুঁতে　　পেতে চায় আঙ্গুর,
ফলিবে সেই ফল কেমনে বা তায়?

জয় ও পরাজয়।

—::—

জূঝে তেঁ ভল বূঝিবো, ভলী জীতি তেঁ হারি।
ডহকে তেঁ ডহকাইবো, ভলো জো করিয় বিচারি ॥ (তুলসীদাস)

ভাল ক'রে বুঝিয়া　　দেখহ স্থির মনে—
জয় ভাল তোমার কিম্বা পরাজয়।
ঠকানো হ'তে ভাল　　ঠকিয়া যাওয়া নিজে,
করহ বিচারিয়া ভাল যাহা হয়।

কবীর আপ ঠগাইয়ে, ঔর ন ঠগিয়ে কোয়।
আপ ঠগে সুখ উপজৈ, ঔর ঠগে দুখ হোয় ॥ (কবীর)

হে কবীর ! তুমি নিজেরে ঠকাও,
অন্য জনে কভু ক'রো না বঞ্চন।
নিজেরে ঠকালে সুখ পাবে পরে,
পরেরে ঠকালে দুঃখ অগণন ॥

টীকা। নিজেরে ঠকালে=আপনাকে বিষয়-সুখাদি হইতে বঞ্চিত করিলে।

হরিজন তো হারা ভলা, জীতন দে সংসার।
হারা সদ্‌গুরু সে মিলৈ, জীতা জম কি লার ॥ (কবীর)

হরিজন হয় যে, হারাই ভাল তার,
জিতে যাক সংসার, ক্ষতি নাহি তায়।
হারে যেবা, সেজন সদ্‌গুরু সহ মিলে,
জিতে যে, থুতু দেন যম তার গায় ॥

মলূক বাদ ন কীজিয়ে, ক্রোধৈ দেব বহায়।
হার মানু অনজান তেঁ, বকি বকি মরি বলায় ॥ (মলূকদাস)

বাদ প্রতিবাদ ক'রোনা মলূক !
ক্রোধ পরিহার করহ সদাই।
হার মানো তুমি অজ্ঞানীর কাছে,
ব'কে ব'কে মরা বড়ই বালাই ॥

জেতা ঘট তেতা মতা, ঘট ঘট ঔর সুভাব।
জা ঘট হার ন জীত হৈ, তা ঘট জ্ঞান সমাব ॥ (কবীর)

ঘট যত আছে, তত মনোভাব,
বিভিন্ন স্বভাব ঘটে ঘটে রয়।
জয়-পরাজয় যে ঘটেতে নাই,
স্বভাব তাহার হয় জ্ঞানময় ॥

পল্টূ বাজী লাই হোঁ, দোউ বিধি সে রাম।
জো মৈঁ হারোঁ রামকো, জো জিতৌঁ তো রাম ॥ (পল্টূ)

পল্টূ কহে—হেন বাজি রাখিয়াছি,
উভয় প্রকারে শ্রীরাম যাহার।
হারি যদি আমি, রামের হইব ;
জিনি যদি, রাম হবেন আমার ॥

পল্টূ সীতারাম সে, সাচী করিয়ে প্রীতি।
অপনী ওর নিবাহিয়ে, হারি পরৈ কি জীতি ॥ (পল্টূ)

সীতারামে তুমি কর সেই প্রীতি,
আন্তরিক সত্য যেই প্রীতি হয়।
আপনারে খাঁটি রাখহ সতত,
হ'ক তব জয় কিম্বা পরাজয় ॥

দরিয়া সুমিরৈ নামকো, দুজী আস নিবারি।
এক আসা লাগা রহৈ, তৌ কধী ন আবৈ হারি ॥ (দরিয়া-মাড়োয়ারী)

দরিয়া স্মরণ করে শুধু নাম,
অন্য আশা সব করি' পরিহার।
এক আশা মনে লাগিয়া রহিলে,
আসিতে পারে না কদাপিও হার ॥

টীকা। এক আশা—যাহা কেন ঘটুক না, আমি যেন ভগবন্নাম স্মরণ করিতে পারি, এই আশা।

রাম হি উর করু, রামসোঁ মমতা প্রীতি প্রতীত।
তুলসী নিরুপাধি রামকো, ভয়ে হারিহুঁ জীত ॥ (তুলসীদাস)

হৃদয়েতে ধারণ কর রামে, তুলসী!
স্থাপি' তাঁহে মমতা প্রীতি ও বিশ্বাস।
জন্মিলে নিরুপাধি প্রীতি রামের প্রতি,
হারিলেও সাধক জয়ী বারো মাস ॥

টীকা। "যে খেলা খেলতে জানে, সে খেলা হেরে জিতে।" —গিরীশচন্দ্র ঘোষ।

বুদ্ধি ও বন্ধন।

—ঃঃ—

যস পঞ্চী বন্ধন পড়া, সুবাকে বুদ্ধি নহি।
আকিল বিহুনা আদমী, যোঁ বন্ধা জগ মাহি ॥ (কবীর)

যে পক্ষী বন্ধনে গিয়াছে পড়িয়া,
বুদ্ধি সুনিশ্চয় নাহি তার রয়।
বুদ্ধি না থাকিলে, ভবের বাঁধনে
আবদ্ধ মানব সেই মত হয় ॥

বুদ্ধি বিহুনা আদমী, জানৈ নহী গঁবার।
জৈসে কপি পরবশ পর্যো, নাচৈ ঘর ঘর বার ॥ (কবীর)

বুদ্ধি ব্যতিরেকে মানব গোঁয়ার,
জানিতে বুঝিতে তার না যোগায়।
বানরের মত পরবশ হ'য়ে
প্রতি গৃহ-দ্বারে নেচে সে বেড়ায় ॥

বুদ্ধি বিহুনা অন্ধ গজ, পর্যো ফন্দমে আয়।
ঐসে হী সব জগ বন্ধ, কহা কহোঁ সমঝায়? (কবীর)

বুদ্ধি ব্যতিরেকে অন্ধ গজরাজ
প'ড়ে যায় গিয়ে ফাঁদের ভিতর।
বদ্ধ তথা হয় সকল জগৎ,
বুঝাইয়া কিবা কহিব অপর?

বুদ্ধি বিহুনা সিংহ জেঁয্যা, গয়ো সসাকে সঙ্গ।
অপনি প্রতিমা দেখি কৈ, কীনৃহো তনকা ভঙ্গ॥ (কবীর)

বুদ্ধিহীন নব হয় সেই সিংহ সম বটে,
শশকের সাথে যেই করিয়া গমন,
আপন আকৃতি কূপে দেখিয়া দুর্ভাগ্যবশে
করিল তাহাতে স্বীয় দেহ নিপাতন॥

পদ গাবৈ মন হরখি কৈ, সাখী কহৈ অনন্দ।
তত্ত্ব মূল নহি জানিয়া, গলমে পরিগা ফন্দ॥ (কবীর)

হর্ষিত মনে করে পদাবলী কীর্ত্তন,
আনন্দ প্রকাশিয়া সাখী বটে কয়;
তত্ত্বের মূল কিন্তু নারে যদি জানিতে,
গলায় লাগে ফাঁসী শক্ত অতিশয়॥

দেশ-কাল-পাত্র।

দেশ কাল করতা করম, বচন বিচার বিহীন।
সুর তরুতর দরিদী, সুবসরী তীর মলীন॥ (তুলসীদাস।)

দেশ কাল পাত্র কর্ম্ম ও বচন—
এ সবের যেবা বিচাব-বিহীন।
সুরতরুতলে থাকি' সে দরিদ্র,
মন্দাকিনী-তীরে রহে সে মিলন॥

টীকা। সুরতরু—কল্পতরু। মলিন=অপবিত্র।

সহজ।

সহজ সহজ সব কোই কহৈ, সহজ ন চীনৃহৈ কোয়।
জা সহজৈ বিষয়া তজৈ, সহজ কহাবৈ সোয়॥ (কবীর)

সহজ সহজ সকলেই কহে,
সহজ কি তাহা কারো নাহি জ্ঞান।
সহজে বিষয় ছাড়া যায় যাতে,
সহজ তাহারি উপযুক্ত নাম॥

সহজ সহজ সব কোউ কহৈ, সহজ ন চীনৃহৈ কোয়।
জা সহজৈ সাহিব মিলৈ, সহজ কহাবৈ সোয়॥ (কবীর)

সহজ সহজ সকলেই কহে, সহজ কি তাহা কাঁরো নাহি জ্ঞান।
সহজে যাহাতে প্রভু লাভ হয়, সহজ তাহারি উপযুক্ত নাম॥

ঈশ ভক্তিতে হোত হৈ, সুলভ জ্ঞান বিজ্ঞান।
ভক্তি মহৎ গুণ ধরত হৈ, অনুপম সুখ সুনিদান॥ (অজ্ঞাত)

ঈশ্বরের প্রতি ভকতি হইতে সহজেই হয় জ্ঞান ও বিজ্ঞান।
মহা গুণ ধরে এ ভক্তি নিশ্চয়, ভক্তি অনুপম সুখ-সুনিদান॥

টীকা। সুখ সুনিদান—সুখের উত্তম কারণ।

ভক্তি দুহেলী গুরুকী, নহিঁ কাযরকা কাম।
সীস উতারৈ হাত সে, সো লেসী সতনাম॥ (কবীর)

গুরুদেবে ভকতি হয অতি কঠিন,
কাপুরুষগণের কাজ তাহা নয।
শির যে আপনার দিতে পারে কাটিয়া,
সত্য নাম সে শুধু পাইবে নিশ্চয়॥

টীকা। শির……কাটিয়া=সম্পূর্ণরূপে অহঙ্কার নষ্ট করিযা যে আপনার শির গুরুপদে লুণ্ঠিত করিতে পারে।

ভক্তি দুহেলী নামকী, জস খাঁড়েকী ধার।
জো ডোলৈ তো কটি পরৈ, নিঃচল উতরৈ পার॥

নাম-ভক্তি কঠিন অতিশয জানহ,
যেমন সুশানিত তরবারি-ধার।
নড়ে-চড়ে যে জন, প'ড়ে যায় কাটিয়া,
নিশ্চল রহে যেবা হ'য়ে যায পার॥

টীকা। নড়ে চড়ে—এক-মন না হইয়া ইতস্ততঃ করে, সংশয়-দোলায় দোলে।

বাহ্য শৌচ।

দাগ যো লাগা নীলকা, সও মন সাবন ধোয়।
কোটি যতন পরবোধিয়ে, কাগা হংস না হোয়॥ (কবীর)

নীলের দাগ যদি বস্ত্রেতে যায় লেগে,
শত মন সাবানে ধোয়া যায় তায়।
কিন্তু বহু যতনে প্রবোধ দাও যদি,
কাকে হংস কদাপি করা নাহি যায়॥

নাহে ধোয়ে ক্যা ভয়া, যো মনমে মৈল সামায়।
মীন সদা জলমে রহে, ধোয়ে বাস না যায়॥ (কবীর)

নাওয়া ও ধোয়াতে কি হইবে যদি বা
মালিন্য মনোমাঝে প্রবেশিয়া যায়?
মীন সদা জলেই করিয়া থাকে বাস,—
ধোয়া অনবরত, তবু গন্ধ তায়॥

পণ্টু মন মুয়া নহী চলে জগত কো ত্যাগ।
উপর ধোয়ে কা ভয়া জো ভীতর রহিগা দাগ॥ (পণ্টু)
আপনার মন যার মরে নাই, বৃথা তার
চ'লে যাওয়া সংসার করি' পরিত্যাগ।
বাহির বিধৌত হ'লে কি হইবে ফল বল,
যদ্যাপি ভিতরে তার থেকে যায় দাগ॥

তীর্থব্রতাদি।

—ঃঃ—

কোটি কোটি তীর্থা করৈ, কোটি কোটি করি ধাম।
জব লগি সাধু ন সেইহৈ, তব লগি কাঁচা কাম॥ (কবীর)
কোটি কোটি তীর্থেতে ভ্রমন করিলেও,
গমন করিলেও কোটি কোটি ধাম,
হইবে সে সকলি কাঁচা কাজ, যাবৎ
সাধু-সেবা নাহিক করে অনুষ্ঠান॥

মনমেঁ তো ফুলা ফিরৈ, করতা হুঁ মৈঁ ধর্ম্ম।
কোটি করম সির পর চঢৈ চেতি না দেখৈ মর্ম॥ (কবীর)
বহু ধর্ম্ম কাজ করিতেছি ভেবে
অহঙ্কারে ফুলে ফিরে সদা মন।
কোটি কর্ম্ম ভার চাপে শিরে তায়,
ভাবিয়া না দেখে মর্ম্ম কদাচন॥

বরত নেম তীরথ ভ্রমেঁ, বহুতেরা বোলনি কূড়।
অন্তরি তীরথু নানকা, সোধন নাহী মূঢ়॥ (নানক)
ভ্রম তীর্থ ব্রত নিয়মাদি সব,
বৃথা বহুতর বাক্যের কথন।
অন্তর-তীর্থের, ওরে রে নানক।
সন্ধান নাহিক করে মূঢ় জন॥

পূজা সেবা নেম ব্রত, গুড়িয়ন কা সা খেল।
জব লগি পিউ পরিচয় নহী, তব লগি সংসয় মেল॥ (কবীর)
পূজা সেবা আর ব্রত ও নিযম,
পুতুল খেলার মত সমুদয়।
সংশয় লাগিয়া রহে, যতদিন
নাহি হয় প্রিয় সহ পরিচয়॥

তীরথ, চালে দুই জনা, চিত চঞ্চল মন চোর।
একো পাপ ন উতরা, মন দস লায়ে ঔর॥ (কবীর)

দুইজন তাহারা তীর্থেতে গিয়াছিল—
চঞ্চল চিত মোর আর চোর মন।
নারিল একটিও পাপ ত্যজি' আসিতে,
করিল দশ মন আরো আনয়ন॥

কবীর য়া সংসারকো, সমঝায়ো সৌ বার।
পূচ্ছ তো পকড়ে ভেডকী, উত্তরা চাহৈ পার॥ (কবীর)

এই সংসারেরে বুঝা'যে দিয়েছে
যতনে কবীর শত শত বার।
মেষ-পুচ্ছ তবু করি' সে ধারণ
উত্তীর্ণ হইতে চাহে ভবপার!

বিনা ভগতি ক্যা হোত হৈ, কাসী করবত লেহ।
মিটে নহী মন-বাসনা, বহু বিধি ভরম সঁদেহ॥ (গরীবদাস)

ভক্তি বিনা কিবা হয় ফলোদয়,
কাশীতে মস্তক দিলে বলিদান?
মনের বাসনা মিটে না, করে না
বহুবিধ ভ্রম-সন্দেহ প্রয়াণ॥

বহি দেবাকো পূজিয়ে, সব দেবন কৈ দেব।
পল্টু চাহৈ ভক্তি জো, সত গুরু আপনা সেব॥ (পল্টু)

সেই দেবতার পূজা কর তুমি
সর্ব্ব দেবতার দেবতা যেজন।
ভক্তি লাভ যদি করিবারে চাহ,
আপন গুরুর সেব শ্রীচরণ॥

আউঙ্গা না জাউঙ্গা, মরুঙ্গা না জীউঙ্গা, সাঁঈকে সাথ অমীরস পীউঙ্গা।
কোই যাবৈ মক্কে, কোই যাবৈ কাশী, দোউকে গল বিচ পড় গই ফাঁসী॥
কোই পূজৈ মড়িয়াঁ, কোই পূজৈ গোরাঁ, দোউকী মতিয়া হর লই চোরাঁ।
কহত কবীর সুনো নর লোই, জন কো ন হমারা ন পর মেরে কোই॥
(কবীর)

আসিবও না আমি, যাইবও না,
মরা আর বাঁচা ভাবিব সমান।
প্রভু সহ সদা মিলিত হইয়া,
অমৃতের রস করিব যে পান॥
কেহ যায় মক্কা, কেহ যায় কাশী,
উভয়েরি গলে লেগে যায় ফাঁসী।
কেহ পূজে বেদী, কেহ বা গোর,
উভয়েরি বুদ্ধি হরিয়াছে চোর!
কহিছে কবীর, শুন নরগণ,
কেহ নহে মোর পর বা আপন॥

দূলন তীরথ তপ দান তেঁ, ঔর পাপ মিটি জাই।
ভক্ত দ্রোহ অঘ না মিটে, করৈ জে কোটি উপাই ॥ (দূলনদাস)

তীর্থ ব্রত দান তপস্যা করিলে
অন্য অন্য পাপ বটে চলে যায়।
ভক্ত-দ্রোহ পাপ কিন্তু নাহি ঘুচে
করিলেও সেরূপ সহস্র উপায় ॥

অরসঠ তীরথ তোহি বিচে, বাহর ক্যাঁ ভটকায়।
চরণদাস য়ো কহত হৈ, উলটা হৈ ঘট আয় ॥ (চরণদাস)

যাবতীয় তীর্থ যে আছে তব ভিতরে,
বাহিরে ঘুরে কেন হ'তেছ কাতর ?
চরণদাস কহে শুনহ উপদেশ—
ফিরিয়া এস এবে দেহের ভিতর ॥

সন্ধ্যা তর্পন সব তজা, তীরথ কবহুঁ ন জাউঁ।
হরি হীরা হিরদে বসৈ, তাহি ভীতর নহাউঁ ॥ (মলূকদাস)

সন্ধ্যা তর্পনাদি সব ত্যজিয়াছি,
তীর্থে কখনও করি না গমন।
হরি-হীরা মোর হৃদয়ে র'য়েছে,
তারি মাঝে স্নান করি যে এখন ॥

টীকা। তারি মাঝে—তাহার মধ্যে, হৃদয়ের ভিতরে, অথবা হৃদয়স্থ হরি-হীরার জ্যোতিতে।

রৈদাসজীও হরি-হীরা; অর্থাৎ শ্রীহরির মত হীরার কথা দোহাবলী, ১ম খণ্ডের ১০৪ পৃষ্ঠার ২য় দোহায় বলিয়াছেন।

বস্তুতঃ, হৃদয়ে হরি হীরার অনুভূতি না হইলে তীর্থব্রতাদি ও সন্ধ্যা তর্পনাদি ত্যাগ করা উচিত নয়। পরন্তু, তাহাদের অনুষ্ঠান চিত্তশুদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়। নির্ব্বেদযুক্ত অর্থাৎ বিষয়ে স্পৃহাশূন্য বা অনাসক্ত হইলে তবে কর্ম্মত্যাগ করিলে দোষ হয় না।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বিত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥
—শ্রীমদ্ভাগবতে উদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবদ্বাক্য, ১১।২০।৯ অধ্যায়।

যাবচ্ছরীরাদিষু মায়য়াত্মধী স্তাবদ্বিধেয়ো বিধিবাদকর্ম্মনাম।
নেতীতিবাক্যৈরখিলং নিষিধ্য তৎ জ্ঞাত্বা পরাত্মানমথ ত্যজেৎ ক্রিয়াঃ ॥
—শ্রীরামগীতায় লক্ষণের প্রতি শ্রীরাম-বাক্য।

সংগ্রহ ও সঞ্চয়।

—ঃঃ—

সও পাপনকা মূল হ্যায়, এক রূপেয়া রোক।
সাধু হোয় সংগ্রহ করে, মিটে না সংসয় সোক ॥ (কবীর)

শত শত পাপের মূল হয় নিশ্চয় একটি রূপেয়া রোক।
সাধু হ'য়ে সংগ্রহ করে তা' যে, তাহার মিটেনা সংশয়-শোক ॥

উদর সমানা অন্ন লৈ, তনহি সমাতা চীর।
অধিকহি সংগ্রহ না করৈ, তা কা নাম ফকীর॥ (কবীর)

উদরের মত যে অন্ন লহে কেবল
শরীর ঢাকে যাতে তত্টুকু চীর,
তাহা হ'তে অধিক সংগ্রহ যে না করে,
তাহারি নাম হয় যথার্থ ফকীর॥

টীকা। চীর—বস্ত্রখণ্ড।

মায়া সকৈ সংগ্রহৈ, উহ দিন জানৈ নাহি।
সহস বরস কী সব করৈ, মরৈ মহূরত মাহি॥ (কবীর)

সংগ্রহ সঞ্চয় ক'রে থাকে মায়া জ্ঞানহীনা,
ভয়ঙ্কর শেষ দিন জানা তার নয়।
সহস্র বরষ' ধরি' সঞ্চয় করে রাখে,
মুহূর্ত্তেই মৃত্যু আসি' উপস্থিত হয়॥

ধন সঞ্চৈ তো সীলকা, দূজা পরম সঁতোখ।
জ্ঞান রতন ভাজন ভরো, অসল খজানা রোক॥ (গরীবদাস)

যদি ধন সঞ্চয় চাহ তুমি করিতে
শীলতা ও সন্তোষ করহ সঞ্চয়,
জ্ঞান-রত্নে তোমার হৃদয়-পাত্র ভর—
আসল ধন জেনো এই সমুদয়॥

কবীর সো ধন সঞ্চিয়ে, জো আগে কো হোয়।
মূড় চডায়ে পাঠরী, জাত ন দেখা কোয়॥ (কবীর)

হে কবির! সঞ্চয় করহ সেই ধন,
পরকালে লাগিবে কাজে যা' তোমার।
মস্তকে মোট নিয়ে পরলোকে যেতেছে,
হেন দৃশ্য কে কবে দেখেছে আবার!

লোক-লজ্জা।

—::—

লোক লাজ ছুটৈ নহী, পট্ চাহৈ রাম।
খোজত হীরাকো ফিরৈ, নহী পোতকা দাম॥ (গ্রন্থ)

লোক-লাজ মোর যায় না কিছুতে,
আমি চাই, হায়, পাইতে শ্রীরাম।
হীরা খুঁজে খুঁজে ঘুরিতেছি, কিন্তু
নাহি মোর পুঁতি কিনিবার দাম!

লাজ সরম সবহী মৈ ডারী, যো তব চরণ অধারী।
মীরাকে প্রভু গিরধর্ নাগর, ঝকমায়ো সংসারী ॥ (মীরাবাই)

লজ্জা সরম সব পরিহার করিনু
অবলম্বিনু যবে চরণ তোমার।
মীরার প্রভু তুমি, গিরিধর নাগর!
সংসার ঝকমারি ঘুচেছে আমার ॥

উদর ভরণকে কারণে, প্রাণী করত ন লাজ।
নাচে বাচে রণ ভিরে, বাচৈ ন কাজ অকাজ ॥

জঠরের অনল নিভাইতে প্রাণীরা
করিয়া থাকে ত্যাগ সমুদয় লাজ।
নাচে ও বাচ খেলে, যায় যুদ্ধ করিতে,
বিচার নাহি করে কাজ ও অকাজ ॥

ভয়।

—::—

কবীর কাহেকো ডরৈ, সির পর সিরজনহার।
হস্তী চঢ়ি ডুরিয়ে নহী, কুকর ভুঁসৈ হজার ॥ (কবীর)

হে কবীর! তুমি কি লাগি ডরিছ?—
স্রষ্টা শিরোপরি আছেন তোমার।
হস্তী যেবা চড়ে, সে তো নাহি ডরে,
কুকুর যদিও চেঁচায় হাজার ॥

ভয় বিন ভাব ন উপজৈ, ভয় বিনু হোয় ন প্রীতি।
জব হিরদেসে ভয় গয়া, মিটী সকল রস রীতি ॥
ভয়সে ভক্তি করৈ সবৈ, ভয়সে পূজা হোয়।
ভয় পারস হৈ জীবকো, নির্ভয় হোয় ন কোয় ॥
ভয় করণী, ভয় পরম গুরু, ভয় পারস ভয় সার।
ভয়ও রহৈ সো উবরৈ, গাফিল খাবৈ মার ॥ (কবীর)

ভয় বিনা ভাব নাহিক উপজে,
ভয় বিনা নহে প্রীতির উদয়।
হৃদয় হইতে ভয় চ'লে গেলে,
রস-রীতি সব বিদূরিত হয় ॥
ভয় হ'তে ভক্তি করে সকলেই,
ভয় হইতেই হয় পূজার্চ্চন।
ভয় স্পর্শমণি হয়রে জীবের,
নির্ভয় কেহ না হয় কদাচন ॥

ভর কার্য্যকরী, ভর মহাগুরু,
ভর স্পর্শমণি, ভর জেনো সার!
রক্ষা পায় যেবা ভয়ে ভয়ে থাকে,
গাফিলি যে করে, সেই খায় মার॥

টীকা। এখানে ভয়=সাবধানতা ও কর্ত্তব্য কার্য্যে মনোযোগ, যাঁহার বিপরীত ভাব "গাফিলি" শব্দে প্রকাশিত।

প্রেম গহো নিরভয় রহো, তনিক ন আবৈ পীর।
যহ লীল হৈ মুক্তি কী, গাবত দাস কবীর॥ (কবীর)

প্রেম অবলম্বিয়া নির্ভয় হ'য়ে র'ব,
ক্ষণেক কষ্ট নাহি পাবে মোর মন।
গাহিতেছে হরষে এই দাস কবীর,
মুক্তির লীলা বটে হয়বে এমন।

কাটোপে বদরী ন ফলে, কোটি যতন কোউ সাঁচ।
বিনয় ন মানে নীচ কছু; ভয় বিনু নবৈ ন নীচ॥ (অজ্ঞাত)

শাখা না কাটিয়া দিলে বদরী নাহিক ফলে
জল বহু ঢালিলেও তায়।
বিনয় না মানে নীচ, ভয় না দেখা'লে পরে
নত তারে নাহি করা যায়॥

চিন্তা।

—::—

চিন্তা অনল শরীর বন, দাবা লগ্ লগ্ যায়।
প্রগট ধূঁয়া নাহি দেখিয়ে, অন্তর ধূ ধূ আয়॥ (তুলসীদাস)

বন এই শরীর, চিন্তা মহা অনল
দাবানল লাগিয়াই রহিয়াছে তায়।
বাহিরে ধূঁয়া বটে দেখা না যায় কিছু,
অন্তর ধূ ধূ ক'রে জ্ব'লে পুড়ে যায়॥

কাহে কো কলপত ফিরে, দুখী হোত বেকার।
সহজৈ সহজৈ হোয়গা, জো রচিয়া করতার॥ (কবীর)

কেন ঘুর-ফির কল্পনা করিয়া,
দুঃখেতে এমন ব্যাকুল হৃদয়?
সহজে সহজে হ'য়ে যাবে তাহা,
কর্ত্তার ইচ্ছা যা' করিবারে রয়॥

কবীর ক্যা মৈঁ চিন্তহূঁ, মম চিন্তে ক্যা হোয়।
মেরা চিন্তা হরি করে, চিন্তা মোহিঁ ন কোয়॥ (কবীর)

কবীর কহিছে, কি চিন্তিব আমি—
আমার চিন্তায় কিবা কাজ হয় ?
মোর চিন্তা সদা করিছেন হরি,
মোর প্রাণে কিছু চিন্তা নাহি রয় ॥

সহজৈঁ সহজ হোইগা, জে কুছ রচিয়া রাম।
কাহে কৌ কল্পৈ মরৈ, দুখী হোত বেকাম ॥ (দাদূ)
অতি সহজেই হবে সেই সব,
ব্যবস্থা যা' কিছু ক'রেছেন রাম।
ভাবিয়া চিন্তিয়া কেন মর তবে—
কেন দুঃখী বৃথা হওরে পরাণ ?

মনা মনোরথ ছাড়ি দে, তেরা কি ন হোয়।
পানীমেঁ ঘী নিকসৈ, সূখা খায় ন কোয় ॥ (কবীর)
তুমি করিলে তো হয়না কিছুই,
ভাবনা ও চিন্তা ছাড় সমুদায়।
জল হ'তে ঘৃত নির্গত হইলে
শুষ্ক খাইতনা কেহ এ ধরায় ॥

চ্যন্তা কীয়াঁ কুছ নহীঁ, চ্যন্তা জিব কূঁ খায়।
হূনা থা সো হ্বৈ রহ্যা, জানা হৈ সো জায় ॥ (দাদূ)
ভাবিলে-চিন্তিলে কিছু নাহি হয়,
চিন্তা জীবগণে খায় অনুক্ষণ।
হইবার যাহা হইয়াই আছে,
যাইবার যাহা করিবে গমন ॥

সাধু গাঁঠি ন বাঁধই, উদর সমানা লেয়।
আগে পাছে হরি খড়ে, যব মাঁগৈ তব দেয় ॥ (কবীর)
সাধু গাঁঠি বাঁধি' নাহিক রাখেন,
ল'ন তিনি শুধু উদর-সমান।
আগে পাছে তাঁর হরি দাঁড়াইয়া,
দেন তাঁরে, তিনি যেইক্ষণ চান ॥

টীকা। উদর-সমান=পেট ভরে এরূপ খাদ্য।

চিন্তা ন কর অচিন্ত রহ, দেনহার সমরথ।
পশু পখেরু জীব জন্তু, তিনকে গাঁঠি ন হথ ॥ (কবীর)
চিন্তা করিওনা, রহ চিন্তাহীন,
দিবার মালিক সর্ব্বশক্তিনাথ।
পশু পক্ষী আদি জীব জন্তু যত,
নাহিক তাদের গাঁঠি কিম্বা হাত ॥

কর্ম্ম করীমা লিখি রহা, অব কছু লিখ ন হোয়।
মাসা ঘটে ন তিল বঢ়ে, জো শির ফোড়ৈ কোয় ॥ (কবীর)

কর্ম্ম লিখেছেন বিধাতা-পুরুষ,
লিখা তো যাবে না এবে কিছু আর।
মাষা কমিবে না, তিল বাড়িবেনা,
মাথা যদি কেহ খোঁড়ে শতবার ॥

টীকা। মাষা—ওজন বিশেষ, আট রতিতে এক মাষা।

পণ্ডিত ও মূর্খ।

নেহি কাগজ নেহি লেখনী, নিরক্ষর হ্যায় যোয়।
পুস্তক ছাঁড় যো বাচই, পণ্ডিত কহিয়ে সোয় ॥ (কবীর)

নাহিক কাগজ, নাহিক লেখনী,
নাহিক যাহার অক্ষর-জ্ঞান।
পুস্তক ব্যতীত যেবা কথা কহে,
তারি উপযুক্ত পণ্ডিত নাম ॥

টীকা। কথা—তত্ত্বজ্ঞান—কথা। এই বাক্য শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবে উজ্জ্বলরূপে সার্থক হইয়াছে। তাঁহার জীবনী প্রসঙ্গে মোক্ষমূলার বলিয়াছেন,—"Illiterate Ram Krishna in comparison with whom the brightest intellects of Europe are mere gropers in the dark." তাঁহার অক্ষর জ্ঞান নামমাত্রই ছিল।

পোথী পঢ়ি পঢ়ি জগ মুয়া, পণ্ডিত হুয়া ন কোয়।
ঢাই অচ্ছর প্রেমকা, পঢ়ৈ সো পণ্ডিত হোয় ॥ (কবীর)

পুঁথি পড়ি' পড়ি' মরিল জগৎ
পণ্ডিত কেহতো হইল না তায়।
আড়াই অক্ষর প্রেমের যে পড়ে,
যথার্থ পণ্ডিত সেই হ'য়ে যায় ॥

পঢ়ি পঢ়ি তো পত্থর ভয়া, লিখি লিখি ভয়া জো ঈট।
কবীর অন্তর প্রেমকী, লগী ন এ কো ছীঁট ॥ (কবীর)

পড়িয়া পড়িয়া পাথর হইল;
লিখিয়া লিখিয়া ইষ্টকের প্রায়।
অন্তরে প্রেমের একটু ও দাগ
নাহিক লাগিল—কি বিষম দায়!

কমর বাঁধি খোজন চলে, পল্টু ফিরেউ দেস।
ষট দরশন সব পঢ়ি মুয়ে, কোউ ন কহ সঁদেস ॥ (পল্টু)

কোমর বাঁধিয়া খুঁজিতে চলিয়া ঘুরিয়া ফিরিল পল্টু কত দেশ।
ষড় দরশন পড়িয়া মরিল, কেহ না কহিতে পারিল সন্দেশ ॥

টীকা। সন্দেশ=সংবোদ, প্রভুর সংবাদ।

কাম ক্রোধ মদ লোভ কি, যব্ লগ্ মনুমে খান।
তব্ লগ্ তুলসী, পণ্ডিত মুর্খ এক সমান ॥ (তুলসী সাহেব)

কাম আর ক্রোধ আর মদ লোভ
যতদিন পায় মনোমাঝে স্থান।
ততদিন রহে পণ্ডিত ও মুর্খ
নিশ্চয় উভয়ে একই সমান ॥

পড়া গুনা লিখি সভি, মিটিনা সংসয় সূল।
কহেঁ কবীর কাসোঁ কহুঁ, সব দুখকা মূল ॥ (কবীর।)

পড়া-গুণা-গাঁথা সকলি শিখিছে,
তথাপি যায় না সংসয়ের শূল।
কবির কহিছে, কার কাছে ক'ব
এহেন দুঃখের কাহিনী আমূল ॥

পণ্ডিত আউর মসালচি, দোনো স্বঝে নাহি।
আউরণ কো করে চাঁদনা, আপ আন্ধেবে মাহি ॥ (কবীর।)

মসালচি আর পণ্ডিত, ইহারা
উভয়েই নাহি দেখিবারে পায়।
অন্যেরে ইহারা আলো করে দান,
আপনারা কিন্তু আঁধারেই যায় ॥

জ্ঞানী মূল গবাঁইয়া, আপ ভয়ে করতা।
তাতে সংসারী ভালা, যো সদা রহে ডরতা ॥ (কবীর।)

জ্ঞানী যেবা, নিজে কর্ত্তা সে হইয়া
হারা'য়ে ফেলেছে পুঁজী আপনার।
তাহা হ'তে ভাল সংসারী যাহারা
ভয়ে ভয়ে যায় করিয়া সংসার ॥

টীকা। আমি যে কর্ত্তা নয়, ভগবানই যে কর্ত্তা—এই ভাবটাই ভবের হাটের পুঁজি বা মূলধন।

পোঁথী পঢ় নর্মে লগে, চঢ়া জ্ঞানকা মান।
সভা মাহি মোটে ভয়ে, গুনকে সঙ্গ গুমান ॥ (তুলসী সাহেব।)

বহুতর পুঁথি পড়িতে পড়িতে
জ্ঞানের গুমর হৃদয় ছাইল।
সভার ভিতরে বড় হ'ল বটে,
অভিমান-দোষ গুণেতে লাগিল ॥

জ্ঞানীসে কহিয়ে কহা, কহত কবীর লজায়।
অন্ধে আগে নাচতে, কলা অকারথ জায় ॥ (কবীর।)

জ্ঞানাভিমানীরে কি কথা বা কহি ?
কহিতে কবীর লজ্জা বড় পায়।

অন্ধের সমুখে নাচিতে যাইয়া
নৃত্য-কলা বৃথা নষ্ট হ'য়ে যায় !

বুধ সোঁ বিবেকী বিমলমতি, জেহিকে দ্বেষ ন রাগ।
সুহৃত সরাহত সাধু জেহি, তুলসী তাকে ভাগ॥ (তুলসীদাস।)

পণ্ডিত হইতে শ্রেষ্ঠ বিবেকী বিমলমতি,
রাগ-দ্বেষে ক্ষুব্ধ নাহি হয় যার মন।
যেজন হৃদয়বান প্রশংসার পাত্র সাধু,
হে তুলসী ! ভাগ্যবান বটে সেইজন॥

তব তোহিঁ জানোঁ পণ্ডিতা, মুক্তি কহি দেহু আয়।
ছপ লোককী বাত কহ, তব মোর মন পতিয়ায়॥ (দরিয়া-বিহারী)

তোমারে পণ্ডিত ব'লে জানিব তখন আমি,
মুক্তির উপায় তুমি কহিবে যখন।
গুপ্ত-লোক সকলের কথা তুমি প্রকাশিলে
তোমারে বিশ্বাস তবে করে মোর মন॥

নাম ভজ মন বসি করো, যহী বাত হৈ তত্ত্ব।
কাহেকো পড়ি পচি মরো, কোটিন জ্ঞান গিরন্থ ? (অজ্ঞাত)

নাম ভজ, আর মন বশ কর,
এই তত্ত্ব—কথা কহিলাম সার।
কেন মিছামিছি পচিয়া মরিবে
পড়িয়া পড়িয়া গ্রন্থ ভারে ভার ?

সুজন।

—::—

আপ আপ কহঁ সব ভালো, আপন কহঁ কোই কোই।
তুলসী, সব কহঁ জো ভালো, সুজন সুরাহিয় সোই (তুলসীদাস।)

ভাল আপনারে সকলেই কহে,
আপনার জনে কেহ কেহ কয়।
সকলে যাহারে ভালো ব'লে থাকে,
যথার্থ সুজন সেইজন হয়॥

তুলসী সো সমরথ সুমতি, সুকৃতি সাধু সুজান।
জো বিচারি ব্যবহরত জগ, খরচ লাভ অনুমান॥ (তুলসীদাস)

হে তুলসী ! সমর্থ সুমতি সেই বটে,
সেই বটে সুকৃতি সাধু ও সুজন,
বিচারিয়া করে যে ব্যবহার জগতে,
লাভ অনুমানিয়া ব্যয় করে ধন॥

লখৈ অঘানে ভুখ জোঁ্যা, লখৈ জীতিমেঁ হারি।
তুলসী সুমতি সরাহিয়ে, মগ পগ ধরৈ বিচারি ॥ (তুলসীদাস)
পেটে-ভরা আহারে যে হেরে অনাহার,
পরাজয়ে জয় দেখে পরাণ যাহার,
পাদক্ষেপ করে পথে বিচারি' যেজন,
তুলসী বাখানে তারে সুমতি সুজন ॥

সারগ্রাহী ও অসারগ্রাহী।

—::—

কবীর কীট সুগন্ধি তজি, নরক গহৈ দিন রাত।
অসার গ্রাহী মানবা, গহৈ অসার হি বাত ॥ (কবীর)
কীটেরা যেমতি সুগন্ধ ত্যজিয়া,
দিবস-রজনী নরকেই রয়,
মানুষের মাঝে অসারগ্রাহীরা,
তেমতি অসার কথা শুধু লয়।

দুধ তজি রক্ত গহৈ, লগি পয়োধর জোঁক।
কহৈ কবীর অসার মতি, লচ্ছন রাখৈ কোক ॥ (কবীর)
দুগ্ধ পরিহরি' রক্ত শোষে শুধু
জোঁক যদি লগ্ন পয়োধরে হয়।
কহিছে কবীর— অসার-মতি যে,
বকের লক্ষণ তার মাঝে বয় ॥

রক্ত ছাড়ি পয়কো গহৈ, জো রে গউকা বচ্ছ।
ঔগুন ছাড়ৈ গুন গহৈ, সার-গরাহী লচ্ছ ॥ (কবীর)
রক্ত না লইয়া দুগ্ধ লয় শুধু,
দেখহ, যেমতি গাভীবৎসগণ,
দোষ পরিহরি' গুণের গ্রহণ—
সারগ্রাহীতার ইহাই লক্ষণ ॥

ঔগুন কো তোঁ না গহৈ, গুনহী কো লৈ বীন।
ঘট ঘট মহকৈ মধুপ জোঁ্যা, পরমাতম লৈ চীন্হ ॥ (কবীর)
অগুণ কভু তুমি করিওনা গ্রহণ,
গুণ লহ বাছিয়া যথায়-তথায়।
ফুলে ফুলে ঘুরিয়া মধু লয় মধুপ,
চিনিয়া লহ তথা পরম আত্মায় ॥

জড় চেতন গুণদোষময়, বিশ্ব কীনহ করতার।
সন্ত হংস গুণ গহহি পয়, পরিহরি বারি বিকার॥ (অজ্ঞাত)

ঈশ্বরের সৃজিত জড়চেতনাত্মক
এই যে বিশ্ব তাহা গুণদোষময়।
সন্ত-হংস তাহার জল-দোষ ছাড়িয়া
গুণ-দুগ্ধ লয়েন সকল সময়॥

উত্তম বিদ্যা লীজিয়ে, যদ্যপি নীচ পৈ হোয়।
পড়ো অপাবন ঠৌরমে, কঞ্চন তজত ন কোয়॥ (অজ্ঞাত)

নীচ ব্যক্তি পারিলে উত্তম বিদ্যা দিতে,
তাহার কাছে তাহা করিবে গ্রহণ।
পরিত্যাগ করেনা কেহই কদাপিও
অস্থানে যদি যায় পড়িয়া কাঞ্চন॥

জৈসে রবিকর তুল্যতা, নীচোত্তম জগমাহি।
পেচক সো কর গহত নাহি, বিচরে নিসি তম মাহি॥
তৈসে নীচ গুণ গহত নাহি, যদ্যপি পাত সমীপ।
জো উত্তম সো লহত হৈ, সদ্‌গুণ পায় সমীপ॥ (কবীর)

উত্তম অধম জীব জগতে যতেক আছে,
সম ভাবে দেন রবি সবারে কিরণ।
কিন্তু দেখ, পেচকেরা গ্রহণ না করি' তাহা
রজনীর অন্ধকারে করে বিচরণ॥
সেইমত নীচগণ গ্রহণ করেনা গুণ,
যদ্যপি হাতের কাছে তারা তাহা পায়।
উত্তম যাহারা কিন্তু, সদগুণ আসিলে কাছে,
মহা সমাদর করি' লয় তারা তায়॥

এক বস্তুকে নাম বহু, লীজৈ বস্তু পিছানি।
নাম পচ্ছ নহি কীজিয়ে, সার তত্ত্ব লে জানি॥ (কবীর)

একই বস্তুর নাম হয় বহু,
কর তুমি বস্তু চিনিয়া গ্রহণ।
নাম নিয়া তুমি ক'রোনা বিবাদ,
কর সার তত্ত্ব জানিতে যতন॥

টীকা। "গ্রাহ্যঃ পরং গুনবতা খলু সার এব।"—শ্রীঅবধূত-গীতা।

রস-বিচার।

—::—

যো যো যেহি রসমগন, তঁহ সোঁ মুদিত মুনি মানি।
রসগুণদোষ বিচারিবো, রসিকরীতি পহিচানি॥ (তুলসীদাস)

যে রসে যেজন রহে নিমগন,
সে রসে উপজে আনন্দ তাহার।
সুরসিক-রীতি-অনুসারে হয়
রস-দোষগুণ করিতে বিচার॥

যো যাকো পেয়ার লাগে, সো তাকো করত বাখান।
যৈসা বিষকো বিষমখি, মানত অমৃত সমান॥ (অজ্ঞাত)
যে জন যাহারে ভালবাসে, তার
গুণের সেজন করে যে বাখান—
বিষের মক্ষিকা বিষেরেই যথা
মনে ক'রে থাকে অমৃত-সমান॥

মানীর মান ও গুণীর গুণ।

—::—

যাকো মান গুমান হ্যায়, মানী মানে সোই।
মানহীন জন মান কো, ক্যা জানে কভু কোই॥
সিবধৃত মস্তক চন্দ্রমা, গ্রাসে রাহু অজ্ঞান।
নীচ নীচতা গহত হ্যায়, লঘু গুরুতা নাহিঁ ভান॥ (কবীর)
মান যার আছে, সেই শুধু চলে মানিয়া সতত মানীর মান।
মানহীন জনে পারে কি কদাপি জানিতে কেমন বস্তু যে মান?
শিব ধরে শিরে যেই সুধাকরে, গ্রাস করে তাহা রাহু অজ্ঞান।
নীচ যে, সে শুধু নীচতাই বুঝে, তার লঘু-গুরু নাহিক জ্ঞান॥

সভা সুযোধন কী সকুনি, সুমতি সরাহন যোগ।
দ্রোণ বিদুর ভীষ্ম হরিহি, কহে প্রপঞ্চী লোগ॥ (তুলসীদাস)
দুর্য্যোধন-রাজার যে সভাতে শকুনি
সুমতিমান বলি' প্রতিপত্তি পায়,
বিদুর, ভীষ্ম, দ্রোণ, শ্রীহরিও কেন না
শঠ বলি' নিন্দিত হবেন তথায়?

সম্ভাবিত জননিকবকে, অযস কঠিন ভুবি মাহ।
তাতে কোটী দুঃখ মর্ম্ম মহ, মরণ শ্রেষ্ঠ সুর নাহ॥ (অজ্ঞাত)
সম্মানিত যাঁহারা, অযশ তাঁহাদের
সহ্য করা কঠিন পৃথিবীতে হয়।
মর্ম্মান্তিক যাতনা পান তাঁরা তাহাতে,
মরণ তাহা হ'তে শ্রেষ্ঠ মনে লয়॥

টীকা। "সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণা-দতিরিচ্যতে।"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূরখ গুণ সমুঝে নহি, তৌ ন গুণীমে চূক।
কহা ভয়ৌ দিনকে, বিভৌ জো ন উলূক॥ (কবীর)

গুণীর গুণ যদি মূর্খেতে নাহি বুঝে,
গুণীর তাহা হ'লে কিবা আসে যায়?
পেচকে যদি নারে রবি-প্রভা সহিতে,
রবির কিবা ক্ষতি হয় বল তায়?

নিপট অবুধ সমঝে কহা, বুধজন বচন বিলাস।
কবহুঁ ভেক ন জানহিং, অমল কমলকি বাস॥ (কবীর)

নিপট অবোধ বুঝিবে কেমনে পণ্ডিতগণের বচন-বিলাস?
ভেক কভু নাহি জানে কি প্রকাব অমল-কমল-কুসুম-সুবাস॥

পণ্ডিত জনকো শ্রম মরম, জানত জো মতি ধীর।
কবহুঁ বাঁঝ ন জানহী, তন প্রসূত কি পীর॥ (অজ্ঞাত)

পণ্ডিত ব্যতীত নাহি জানে কেহ
পণ্ডিতগণের শ্রমেব মরম।
বন্ধ্যা নারী কভু বুঝিতে না পারে
প্রসব-বেদনা হয় কি রকম॥

তুলসী দেবলা দেবকী, লাগে লাখ করোরি।
কাক অভাগে হগি ভর্য্যো, মহিমা ভৈ কি থোরি॥ (তুলসীদাস)

লক্ষ বা কোটী মুদ্রা করিলে ব্যয়, তবে
হইয়া থাকে দেব-মন্দির-গঠন।
অভাগা কাক কিন্তু হাগে তার উপরে,
হে তুলসী! দেখ এ মহিমা কেমন॥

যব গুণকা গাহক মিলে, তব গুণ লাখ বিকায়।
যব গুণকা গাহক নেহি, তব কৌড়ি বদলে যায়॥ (কবীর)

গুণের গ্রাহক থাকে যদি, তবে
লাখে লাখে তাহা বিকাইয়া যায়।
গুণের গ্রাহক না থাকিলে, গুণ
মূল্য এককড়া কড়িও না পায়॥

আনাড়ির দেশ।

—::—

হীরা তহাঁ ন খোলিয়ে, জহঁ খোটী হৈ হাট।
কসি করি বাঁধো গাঁঠরী, উঠি করি চালো বাট॥ (কবীর)

হীরা সেই হাটে খুলিও না, যথা
গ্রাহক আনাড়ি ছাড়া নাহি আর।

শক্ত ক'রে বেঁধে হীরার গাঁঠরী,
উঠে চ'লে যাও পথে আপনার ॥

হীরা লেকর জৌহরী, গয়া গঁবারে দেস।
দেখা জিন কঙ্কর কহা, ভীতর পরখ ন লেস ॥
পারখ আই চেতন ভয়া, মন দে লীনা মোল।
গাঁঠ বাঁধ ভীতর ধসা, মিট গই ডাবাঁডোল ॥ (দুলনদাস)

আনাড়ির দেশে গমন করিল
হীরা ল'য়ে এক জহুরী যখন,
যে দেখিল সেই কাঁকর কহিল,
কিছু দেখিল না ভিতর কেমন ॥
গুণী একজন আসিয়া চিনিল,
মূল্য দিয়া হীরা কিনিয়া নিল—
গাঁঠি বেঁধে দিল ভিতরে রাখিয়া,
গণ্ডগোল যত মিটিয়া গেল ॥

রঙ্ক হাথ হীরা চঢ্যো, তা কৌ মোল ন তোল।
ঘর ঘর ডোলৈ বেচতো, সুন্দর য়াহি ভোল ॥ (সুন্দরদাস)

গরীবের করে হীরা যদি পড়ে,
নারে বুঝিবারে সে তাহার মূল।
ঘরে ঘরে ঘোরে বেচিবার তরে,
দেখরে, সুন্দর! কিবা মহা ভুল!

সবকো বনিজৈ খার খলি, হীরা কোই ন লেই।
হীরা লেগা জৌহরী, জো মাঙ্গে সো দেই। (দাদূ)

বাজে জিনিসের গ্রাহক সংসার,
হীরক নাহি তো লয় কোন জন।
যেই দাম চায় তাই দিয়া, হীরা
জহুরীই শুধু করিবে গ্রহণ ॥

জ্ঞানরতনকী কোঠরী, চুপ করি দিজৈ তাল।
পারখ আগে খোলিয়ে, কুঁজী বচন রসাল ॥ (কবীর)

চুপ ক'রে তালা দিয়ে বন্ধ কর
জ্ঞান-রতনের কুঠুরী তোমার।
কদর যে জানে তার কাছে খুলো—
বচন রসাল চাবি-কাঠি তার ॥

গজ মুক্তা বন মাঝ মহ, পেখি কোলকে নারী।
শুভ্র কঠিনতম পেখিকে, দীনুহ দূরমে ডারি ॥
তৈসে নীচ গৃহ জায়তে, সন্ত নিরাদর হোয়।
সন্তনকে গুণ নীচ নর, ক্যা জানে কভু কোয় ॥ (অজ্ঞাত)

গজমুক্তা বন-মাঝে পড়িয়া র'য়েছে দেখে,
তুলিয়া লইল হাতে কিরাত-রমণী।
কিন্তু তাহা শুভ্র আর অতীব কঠিন দেখে,
ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল দূরে সে তখনি
সেই মত নীচ-গৃহে সন্তগণ যদি যান,
আদর না পান তথা, অপমান হন।
তাঁহাদের কত গুণ, গুণের গরিমা কত,
সেই সব কি জানিবে নীচ নরগণ?

উপদেশের পাত্রাপাত্র।

—::—

যো সুনি সমুঝি অনীতিরত, জাগত্র হৈ যো সোই।
উপদেসবীজ গাইবো, তুলসী, উচিত ন হোই॥ (তুলসীদাস)
বুঝে শুনে যেজন কুনীতি-পরায়ণ,
জেগে জেগে যেজন ঘুমা'য়ে রয়,
উপদেশের বীজ সেইজনে, তুলসী,
দেওয়া কভু নাহি উচিত হয়॥

জন দরিয়া উপদেস দে, যাকে ভীতর চায়
নাতর গৈলা জগত সে, বকি বকি মরৈ বলায়॥ (দরিয়া-মাড়োয়ারী)
তাহারেই শুধু দিও উপদেশ, উপদেশ চাহে অন্তর যাহার।
না হ'লে গোঁয়ার জগতের কাছে ব'কে ব'কে মরা হবে শুধু সার॥

দরিয়া গৈলা জগত সে, সমঝ ঐ মুখ সে বোল।
নাম-রতনকী গাঁঠড়ী, গাহক বিন মত খোল॥ (দরিয়া-মাড়োয়ারী)
হে দরিয়া! গোঁয়ার জগতের নিকটে
বুঝে-সুঝে করিও বাক্য-ব্যবহার।
গ্রাহক না পাইলে, খুলিও না কখনো
নাম-রত্ন-ধনের গাঁঠরী তোমার॥

দরিয়া গৈলা জগতকো, ক্যা কীজৈ সুলঝায়।
সুলঝায়া সুলঝৈ নাহি, সুলঝ সুলঝ উলঝায়॥ (দরিয়া-মাড়োয়ারী)
কি হইবে, দরিয়া, গোঁয়ার জগতেরে
বন্ধন হ'তে মুক্ত করিতে চেষ্টায়?
খুলিলেও খুলিয়া নাহি যায় বাঁধন,
খুলিতে খুলিতেই পুনঃ লেগে যায়।

বহতেকো বহি জান দে, মত পকড়াবৈ ঠৌর।
সমঝায়া সমঝৈ নহীঁ, দে দুই ধক্কে ঔর॥ (কবীর)

ভাসিয়া যে যায়, যেতে দাও তারে,
ধরিয়া তুলোনা তাহারে ডাঙ্গায়।
বুঝাইলে পরে বুঝেনা কিছুতে,
দুটো ধাক্কা আরো দিয়ে দাও তায়॥

বহতেকো মত বহন দে, কর গহি এঁচহু ঠৌর।
কহা শুনা মানৈ নহী, বচন কহো দুই ঔর॥ (কবীর)

না, না, তারে যেতে দিওনাকো ভেসে,
হাত ধ'রে তারে ডাঙ্গায় উঠাও।
বলা-কহা নাহি মানে সে যদিও,
আরো দুটো কথা কহিয়া বুঝাও॥

টীকা। ভাসিয়া=ভব-নদীর স্রোতে, অথবা কুকার্য্যের স্রোতে ভাসিয়া।
এই দুটী দোহা পরস্পর বিরোধী। প্রথমটী রাগের বা বিরক্তির কথা। অনেক বুঝাইলেও কেহ যদি না বুঝে, তাহা হইলে ঐ রকমই মনে হয় বটে। দ্বিতীয়টী ধৈর্য্য ও করুণার কথা—যদিও সে উপদেশ মানে না, আবার ভাল করিয়া বুঝাও।

মিলন।

জোই মিলৈ সো প্রীতিমেঁ, ঔর মিলৈ সব কোয়।
মনসে মনসা না মিলৈ, তো দেহ মিলৈ কা হোয়॥ (কবীর)

প্রীতিতে যে মিলা, মিলন তাহাই,
অন্য ভাবে মিলা সকলেরি হয়।
মন সহ যদি মন নাহি মিলে,
দেহের মিলনে কিবা ফলোদয়?

কর ছাটকারে জাত হো, দুর্ব্বল জানিকৈ মোহিঁ।
হিরদে সে জব জাইহো, তব বলী বখানোঁ তোহিঁ॥ (অজ্ঞাত)

হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যেতেছ
দুর্ব্বল আমারে জানি' প্রিয়তম।
হৃদয় হইতে যদি যেতে পার,
বাখানিব বল তোমার তখন॥

প্রীতম হম তুম এক হৈঁ, কহন সুনন কো দোয়।
মনসে মনকো তৌলিয়ে, দো মন কভী ন হোয়॥ (অজ্ঞাত)

তুমি আর আমি এক প্রিয়তম,
কহিতে-শুনিতে শুধু দুই হয়।
মন দিয়া মন করিলে ওজন,
দুই ভিন্ন মন কভু নাহি রয়॥

জো পিয় মিলন কী চাহ, কৌন তেরে লাজ হো।
অধর মিলো ন জায়, ভলা দিন আজ হো॥
ভলা বনা সংজোগ, প্রেম কা চোলনা।
তন মন অরপো সীস, সাহিব হঁস বোলনা॥ (কবীর)

প্রিয়ের সাথে যদি মিলিত হ'তে চাও,
বল দেখি তাহাতে কিবা তব লাজ?
অধরের সহিত মিলন সুকঠিন,
মিলিত হইবার ভাল দিন আজ॥
মিলনের উত্তম হইয়াছে সংযোগ,
পরিধান করহ প্রেমের বসন।
স-শীর দেহ মন করহ সমর্পণ,
হাসিয়া প্রভু কথা ক'বেন তখন॥

টীকা। অধর=যাহাকে ধরা যায় না, শ্রীভগবান। সশীর=মস্তকসহ।

---

(৮)

দোষ ও গুণ।

—::—

নিজ দূষণ গুণ রামকে, সমুঝে তুলসীদাস।
হোয় ভলো কলিকালহু, উভয়লোক অনায়াস॥ (তুলসীদাস)

আপনার দোষ শ্রীরামের গুণ যেইজন বুঝে, হে তুলসীদাস!
এই কলিকালে ইহপরলোকে মঙ্গল তাহার হয় অনায়াস॥

তুলসী রাম কৃপাল সো, কহি শুনাহু গুণদোষ।
হোয় দুবরী দীনতা, পরম পীন সন্তোষ॥ (তুলসীদাস)

রামচন্দ্র হন বড়ই কৃপাল, শুনাও তাঁহারে নিজ গুণ-দোষ।
দুঃখ ও দারিদ্র্য বিদূরিত হবে, উপজিবে হৃদে পরম সন্তোষ॥

বুরা যো দেখ্‌নেমে চলে, বুরা ন দেখে কোয়।
যো দিকে খোঁজে আপনাতো, মুঝ্‌সে বুরা ন কোয়॥ (কবীর)

দেখিয়া থাকে মন্দ সকলে, কিন্তু কেহ
নাহি পায় প্রকৃত মন্দের সন্ধান।
যদিবা খোঁজে কেহ আপনার অন্তর,
বুঝিবে মন্দ নাহি আপন সমান॥

তুলসী অপনো আচরন, ভলো ন লাগত কাসু।
তেহি ন বসাত জো খাত নিত, লহসুনহুঁ কী বাসু॥ (তুলসীদাস)

হে তুলসী ! বল, কার বা লাগেনা
ভাল সতত্তই নিজ আচরণ ?
রশুনের গন্ধ নাহি লাগে তার,
করে যেবা তাহা প্রত্যহ ভক্ষণ ॥

দোষ পরায়া দেখ কর, চলে হাসত হাসত।
আপনা ইয়াদ না আওয়ে, যাকা আদি ন অন্ত ॥ (কবীর)

দেখিতে দেখিতে পরদোষ তুমি হাসিতে হাসিতে চলিয়া যাও।
আপনার দোষ আদি-অন্ত-হীন, তাহা নাহি কভু দেখিতে পাও ॥

দেখহি কোঁ উমহৈ গহৈ, গুণ ন গহৈ খললোকে।
পিয়ৈ রুধির পয় ন পিয়ৈ, লগী পয়োধর জোঁকে ॥ (কবীর)

স্তনের উপরে জোঁক বসাইলে,
দুগ্ধ ছাড়িয়া সে রক্ত করে পান।
খল যারা তারা, দেখহ তেমতি
গুণ ছাড়ি' করে দোষের সন্ধান ॥

বিরুচি পরখিয়হ সুজন, জনরাখি পরখিয়হি মন্দ।
বড়বানল সোষত উদধি, হর্ষ বড়াবত চন্দ ॥ (তুলসীদাস)

পরগুণ বিচারে সজ্জন সমুদয়,
দুর্জ্জনে পরদোষ-পানে সদা চায়।
শুষিয়া লয় জল বাড়বাগ্নি সাগরের,
শশী কিন্তু হর্ষই তাহার বাড়ায় ॥

ছোড়হুঁ ছয় দোষ সদা, যো চাহ কল্যান।
নিদ্রা তন্দ্রা ক্রোধ ভয়, আলস, দীর্ঘগুমান ॥ (কবীর)

ছয়টী দোষ ছাড়া উচিত সদা তার
কল্যাণ লভিতে যে অভিলাষী হয়।
দীর্ঘসূত্রিতা আর তন্দ্রা আর ক্রোধ,
নিদ্রা ও অলসতা, আর প্রাণে ভয় ॥

পুরুষন কো গুন ষঠহায়, নহি ছোড়হুঁ হিত জান।
অনালস্ত অনসূয়া ক্ষমা, ধৃতি অরু সত্য সুদান ॥ (কবীর)

ছয়টী গুণ আছে নরের ; সেই সব
ছাড়েনা কভু যেন হিতকামী প্রাণ।
আলস্যবিহীনতা আর অনসূয়া,
ক্ষমা আর ধীরতা, সত্য ও সুদান ॥

টীকা। অনসূয়া=হিংসাশূন্যতা। সুদান—সুপাত্রে দান।

দয়া নম্রতা দীনতা, ছিমা সীল সন্তোষ।
ইন কুঁ লৈ সুমিরন করৈ, নিসৈ্চ পাবৈ মোখ॥ (চরণদাস)
দয়া ও নম্রতা, দীনতা ও ক্ষমা,
সুশীলতা আর সন্তুষ্ট-হৃদয়—
এ সকলে ল'য়ে শ্রীহরি স্মরিলে,
মোক্ষলাভ তবে হয় সুনিশ্চয়॥

জ্ঞান গরীবী হরিভজন, কোমল বচন অদোষ।
তুলসী কভু ন ছোড়িয়ে, ক্ষমা সীল সন্তোষ॥ (তুলসীদাস)
নির্দ্দোষিতা আর নিরভিমানিতা,
জ্ঞান, মিষ্টবাক্য, শ্রীহরি-ভজন,
শীলতা, সন্তোষ আর ক্ষমা-গুণ
ছেড়োনা, তুলসী! তুমি কদাচন॥

তুলসী ইহ সংসারমে, পাঁচ রতন হৈঁ সার।
সাধুসঙ্গ, হরিকথা, দয়া, দান, উপকার॥ (তুলসীদাস)
জেনে রাখ তুমি এই সংসারেতে পাঁচটী অমূল্য রত্ন সার।—
সাধুজনসঙ্গ, হরিকথা, দয়া, দীনতা ও পর-উপকার॥

সুমতি ও কুমতি।

—::—

জাঁহা সুমতি তাঁহা জানিয়ে, সম্পত্তি আপু আই।
জাঁহা কুমতি তাঁহা জানিয়ে, বিপত্তি হোয় সদাই॥ (কবীর)
যেখানে সুমতি সেখানে জানিবে সম্পদ আপনি করে আগমন।
কুমতি যেখানে জানিবে সেখানে বিপদ ঘটিতে থাকে অনুক্ষণ॥

দাদূ পৈড়ে পাপকে, কদে ন দীজৈ পাব।
জিহিঁ পৈড়ে মেরা পিউ মিলৈ, তিহিঁ পৈঁড়ে কা চাব॥ (দাদূ)
হও সাবধান, পাপের সোপানে
পা যেন দিয়োনা তুমি কদাচন;
যে সোপানে মোর প্রিয়তমে পাবে,
সে সোপান কর লভিতে মনন॥

কবীর সঙ্গত সাধকী, নিত প্রতি কীজৈ জায়।
দুর্মতি দূর বহাবসী, দেসী সুমতি বতায়। (কবীর)
কহিছে কবির— সঙ্গ সাধুদের
প্রতি দিন যদি করে কোন জন,
দুর্গতি তাহার দূর করি' তাঁরা
সুমতি করিয়া দেন আনয়ন॥

সৎকাজ।

—:o:—

তুলসী যব জগমে ভয়ে, জগ্ হাঁসে তোম্ রোয়।
ঐসি করনী কর্ চলো কি, তোম্ হাঁস জগ রোয়॥ (তুলসীদাস)

কেঁদেছিলে তুমি হাসিল জগৎ,
এ জগতে তুমি আসিলে যবে।
হেন কাজ ক'রে যাও হেসে হেসে,
জগত যাহাতে কাঁদিতে র'বে॥

তুলসী জগমে আকর্, করলে দোনো কাম।
দেনেকো টুকরা ভালা, লেনেকা হরিনাম॥ (তুলসীদাস)

হে তুলসী! আসিয়াছ যদ্যপি জগতে,
এই দু'টি কাজ তুমি কর সমাধান।
দিতে পার যদি, তবে একটুও ভাল,
নিতে পার যদি, তবে লও হরিনাম॥

কৈ তো হি লাগি রামপ্রিয়, কৈ তু প্রভু প্রিয় হোহি।
দ্বৈ মহঁ রুচে জে সুগম, সো কীজৈ তুলসী তোঁহি॥ (তুলসীদাস)

রাম প্রিয় জ্ঞান করুন তোমারে,
কিম্বা তুমি তাঁরে কর প্রিয় জ্ঞান।
এ দু'টির মধ্যে সহজ যেইটি,
তাহার, তুলসী, কর অনুষ্ঠান॥

তুলসী দ্বৈ মহঁ এক হি, খেল ছাড়ি ছল খেলু।
কৈ করু মমতা রামসো, কৈ মমতা পর হেলু॥ (তুলসীদাস)

এ দু'টির একটি কর তুমি, তুলসী।
করি' ছল-চাতুরী সদা পরিহার—
রামের প্রতি কর মমতা প্রকাশ,
কর বা অবহেলা সংসার-মায়ার॥

যস করলে দেহ বিরানী।
ইয়ে দেহিপে দুব জমেগি, ফের পড়েগা পানী॥ (শ্রীগুরুমুখ-শ্রুত)

সৎকার্য্য করিয়া যশ কর অর্জ্জন,
এই যে দেহ তাহা নহে আপনার।
এ দেহের উপরে ঘাস কত হইবে,
জল কত তাহাতে পড়িবে বা আর!

টীকা। এ দেহের......আর,—মৃত্যুর পরে দেহ সমাধিস্থ বা ভস্মীভূত হইলে, তাহার উপরে ঘাস জন্মিবে ও জল পড়িবে।

পগ পবিত্র তীরথ গমন, কর পবিত্র কুছ দান।
মুখ পবিত্র হোয়গা, ভজে গুরু কা নাম॥ (অজ্ঞাত)

পবিত্র হয় পদ তীর্থ-গমনে, কর
পবিত্র হয় যদি করে কিছু দান।
পবিত্র হয় মুখ যদি সেই মুখেতে
গ্রহণ করা যায় শ্রীগুরুর নাম ॥

চারু বিচারু চলু, পরিহরি বাদ বিবাদ।
সুকৃত সীয় স্বারথ অবধি, পরমারথমর্য্যাদ ॥ (তুলসীদাস)
বাদ ও বিসম্বাদ পরিহরি', সুপথে
বিচার-পুরঃসর করহ গমন।
কর স্বার্থ হইতে পরমার্থ অবধি
সকলেরি মর্য্যাদা সুকর্ম্মে রক্ষণ ॥

সত সমরথ তে রাখি মন, করিয় জগতকো কাম।
জগজীবন য়হ মন্ত্র হৈ, সদা সুক্ খ বিসরাম ॥ (জগজীবন)
সত্য ও সমর্থে মন দৃঢ় রাখি'
জগতের কাজ করহ সাধন।
বিশ্রামের সুখ লাভ করিবার
এই মন্ত্র, মনে রাখ অনুখণ ॥

টীকা। সত্য ও সমর্থ=সত্য ও সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর।

অকাজ।

তুলসী হরি অপমানতে, হোই অকাজ সমাজ।
রাজ করত রজ মিল গয়ে, সদল সকুল কুরুরাজ ॥ (তুলসীদাস)
হ'য়ে থাকে যে কাজে হরির অপমান,
অকাজ জান তাহা ;—করি' হেন কাজ,
রাজত্ব করিয়াও, সদলে ও সকুলে
ধূলা সহ মিশিয়া গেল কুরুরাজ ॥

টীকা। কুরুরাজ=দুর্য্যোধন।

জনম মরণ দুখ ইয়াদ কর, কুড়ে কাম নিবার।
জিন জিন পথোঁ চালনা, সোই পন্থ সম্হার ॥ (কবীর)
জন্ম-মরণের দুঃখ মনে করি'
অকাজ যতেক কর নিবারণ।
বিচার করিয়া দেখ ভাল ক'রে,
যে যে পথে তুমি করিবে গমন ॥

মৈ সেবক সমরথকা, কবহুঁ না হোয় অকাজ।
পতিবরতা নাঙ্গী রহৈ, তো বাহী পতিকা লাজ ॥ (কবীর)

সর্ব্বশক্তিমানের সেবক হই আমি,
কভু যেন আমার হয়না অকাজ।
উলঙ্গ থাকিয়াও পতিব্রতা রমনী
সযতনে স্বামীর রক্ষা করে লাজ ॥

বচন ভেষতে জো বনৈ, সো বিগরৈ পরিনাম।
তুলসী মনতে জো বনৈ, বনীবনাই রাম ॥ (তুলসীদাস)

যে কাজ হয় শুধু বাক্য-বেশ-প্রভাবে,
যায় মন্দ হইয়া তার পরিণাম।
কিন্তু যে কাজ হয় মন হ'তে, তুলসী!
স্থায়িত্ব দান তারে করেন শ্রীরাম ॥

পাপী পুন্য ন ভাবই, পাপহি বহুত সুখায়।
মাখি সুগন্ধি পরিহরৈ, জহঁ দুর্গন্ধ তহঁ জায় ॥ (কবীর)

পাপী যে, সে পুণ্যে মন নাহি দেয়,
পাপেতেই ভারি সুখ সে যে পায়—
সুগন্ধ ছাড়িয়া মাছি যেইমত
দুর্গন্ধ যেখানে সেইখানে যায় ॥

কাম ক্রোধ মদ লোভ তজ্ব, গরব গরুরী ঝারি।
বিমল প্রেম মনি বারি কে, রাখু দৃষ্টি উজিয়ারী ॥ (দরিয়া-বিহারী)

কাম ক্রোধ মদ লোভ পরিহর,
গর্ব্ব অভিমান ছাড়িয়া সকল।
করিয়া বিমল প্রেম-মণি লাভ,
দৃষ্টি আপনার রাখ সমুজ্জ্বল ॥

পিতৃ-আজ্ঞাপরায়ণতা।

—::—

অনুচিত উচিত বিচার তজ্বি, যে পালহিঁ পিতু বৈন ॥
তে ভাজন সুখ সুযসকে, বসহি অমরপতি ঐন ॥ (তুলসীদাস)

উচিত অনুচিত বিচার না করিয়া
পালন করে যেবা পিতার আজ্ঞায়,
সুখ ও সুযশের ভাজন হয় সেই,
সুরপতি সহ সে থাকে অমরায় ॥

টীকা। ভাজন=পাত্র, আধার। অমরায়=স্বর্গে।

এক পিতা কহ বিপুল কুমারা, হোই পৃথক গুণ সীল আচারা।
কোউ পণ্ডিত কোউ তাপস জ্ঞাতা, কোউ ধনবন্ত সূর কোউ দাতা ॥
কোউ সর্ব্বজ্ঞ ধর্ম্মরত কোই, সব পর পিতাই প্রীতি সম হোই।
কোউ পিতৃভক্ত বচন মন কর্ম্মা, স্বপনেহু জানে না দুসর ধর্ম্মা।
সো প্রিয় সুত পিতু প্রাণ সমানা, যদ্যপি সো সব ভাঁতি আয়ানা ॥
(তুলসীদাস)

এক পিতা হ'তে বহু পুত্র জন্ম লয়,
কিন্তু এক রকমের তারা সবে নয়।
স্বভাব-চরিত্র, গুণ আর ব্যবহার,
হ'য়ে থাকে তাহাদের বিভিন্ন প্রকার ॥
কেহ বা বিদ্বান আর কেহ জ্ঞানবান,,
তপঃপরায়ণ কেহ, কেহ ধনবান,
কেহ মহাবলশালী, দাতা কেহ হয়.
কেহ বা সর্ব্বজ্ঞ, কেহ ধর্ম্ম আচরয়—
পিতৃ-স্নেহ সকলের প্রতি সম রয় ॥
তাহাদের কেহ যদি হয় পিতৃভক্ত,
কায়মনোবাক্যে তাঁর প্রতি অনুরক্ত,
স্বপ্নেও যাহার নাহি অন্য ধর্ম্ম রয়,
পিতার প্রাণের মত সেই পুত্র হয় ॥

সমদৃষ্টি।

—::—

সমদৃষ্টি তব জানিয়ে, সিতল সমতা হোয়।
সব জীবন কী আতমা, লখে এক সী সোয় ॥ (কবীর)

সমদৃষ্টি হ'য়েছে তখনি জানা যাবে
শীতলতা সমতা হইবে যখন,
সকলের সহিত একত্ব উপজিবে,
সর্ব্বজীবে হইবে আত্ম-দরশন ॥

সমদৃষ্টি সীতল সদা, অদ্ভুত জা কী চাল।
ঐসা সদ্গুরু কীজিয়ে, পলমে করৈ নিহাল ॥ (সুন্দরদাস)

সমদৃষ্টি, শীতল হ'ন যিনি সতত
অদ্ভুত হয় যাঁর চাল ও চলন,
হেন মহাপুরুষে করহ গুরু তুমি,
এক পলে হইবে তৃপ্ত তব মন ॥

ভব বারিধি কুম্ভজ রঘুনায়ক, সেবত সুলভ সকল সুখ দায়ক।
মন সম্ভব দারুণ দুখ দারয়, দীনবন্ধু সমতা বিস্তারয় ॥ (তুলসীদাস)

জীবেরে করিতে পার
এই ভব-পারাবার,
হে রঘুনায়ক! তুমি অগস্ত্য-সমান।

সেবকগণের পক্ষে
অতীব সুলভ তুমি,
তাদেরে সকল সুখ কর তুমি দান ॥
মনের কামনা-জাত
নিদারুণ দুঃখ যত
বিদীর্ণ করিয়া কর সব বহিষ্কার।
এ মহাবৈষম্য ময়
পৃথিবীতে, দীনবন্ধু!
করুণা করিয়া কর সমতা বিস্তার।

শান্তি ও সন্তোষ।

—::—

কেউ বিশ্রাম কি পাবতাতা, সহজ সন্তোষ বিনু।
চলে কি জল বিনু নাও, কোটি যতন পচি পচি মনু ॥ (তুলসীদাস)
শান্তি কেহ কভু লভিতে পারে না, সহজ সন্তোষ বিহনে।
জল বিনা নৌকা চলে কি কখনো, মানবের কোটি যতনে?

গোধন গজধন বাজিধন, আওর রতনধন খান্‌।
যব আওত সন্তোষধন, সব ধন ধূরি সমান ॥ (কবীর)
যতেক গোধন আর গজ বাজি আদি ধন,
রতন-ধনের খনি আর,
আসিলে সন্তোষ-ধন, সব ধন হ'য়ে যায়
ধূলা সম নগণ্য অসার ॥

যথালাভ সন্তোষ-সুখ, রঘুবর-চরণ-সনেহ।
তুলসী জোঁ মনমূঢ়, সোঁ যস্‌ কানন তস গেহ ॥ (তুলসীদাস)
যথালাভে সন্তোষ-সুখ অনুভবিয়া
রঘুবর-চরণে যেবা ভক্তিমান,
মূঢ়-মন তুলসী! বুঝে দেখ তাহার
কাননে গৃহে বাস একই সমান ॥

তাহি কি সম্পতি সগুণ সুভ, সপনেহুঁ মন বিশ্রাম।
ভূত দ্রোহরত মোহবস, রামবিমুখ রতকাম ॥ (তুলসীদাস)
তাহার কি হয় কভু সম্পদ ও শুভ চিহ্ন,
স্বপ্নেও কি শান্তি কভু পায় মন তার,
জীবের বিরুদ্ধাচারী যেই জন মোহবশে
শ্রীরাম-বিমুখ কামে রত চিত্ত যার?

লগন মহুরত জোগ বল, তুলসী গনত ন কাহি।
রাম ভয়ে জেহি দাহিনে, সবৈ দাহিনে তাহি ॥ (তুলসীদাস)

লগ্ন ও মুহূর্ত্তাদি, যোগের বলাবল
তুলসীর সে সব গননার নয়।
রামচন্দ্র যাহার প্রতি হন দক্ষিণ,
সবাই তার প্রতি সুদক্ষিণ হয় ॥

টীকা। এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকিলে শান্তি ও সন্তোষের বিঘ্ন হয় না।

নির্লিপ্ততা।

—::—

জগ রহু জগ তেঁ আলগ রহু যোগ জগতি কী রীতি।
দুলন হিরদে নাম তেঁ লাই রহো দৃঢ় পীতি ॥ (দুলনদাস)

জগতে থাকি' রহ পৃথক তাহা হ'তে,
যোগ আর যুক্তির এই রীতি হয়।
হৃদয়েতে তোমার নামের প্রতি যেন
সুদৃঢ় অনুরাগ লাগিয়াই রয় ॥

জগ মাহী ন্যারে রহো, লগে রহো হরি ধ্যান।
পৃথবী পর দেহ রহৈ, পরমেশ্বর মেঁ প্রাণ ॥ (চরণদাস)

জগতের মাঝে পৃথক থাকহ:
লাগিয়া থাকুক শ্রীহরির ধ্যান।
পৃথিবীর পরে শরীর থাকুক,
পরম ঈশ্বরে রাখহ পরাণ ॥

জগ মাহী ঐসে রহো, জ্যোঁ অম্বুজ সর মাহিঁ।
রহৈ নীরকে আসরে, পৈ জল ছুবত নাহিঁ ॥ (চরণদাস)

জগতের মাঝে সেইমত রহ,
অম্বুজ যেমতি সরোবরে রয়।
জলের আসরে থাকে সে সতত,
কিন্তু কভু জল নাহি পরশয় ॥

ঊষর ভূমিহ মেঘগণ, যদ্যপি বর্ষহিঁ যাম।
তৃণ নাহি জমত সো ভূমি পর, যদাপি কৃষক সুজান ॥
জস সন্তনকে মন ধাম, উপজত কামাদি নাহি।
সাধন বলতে বিগত হোয়, জাতবাসনা সদাহি ॥ (অজ্ঞাত)

যদ্যপি মেঘগণ করে বহু বর্ষণ,
সুনিপুণ কৃষক যদি করি' চাষ
বপন করে বীজ, ঊষর ক্ষেতে তবু
ফসল দূরে থাক, নাহি হয় ঘাস ॥

হৃদয়-ভুমি পরে সাধুদের তেমতি
কামাদি কভু নাহি উপজাত হয়।
বিনষ্ট হয় সদা সাধনার প্রভাবে
তাঁদের কামাদির সংস্কার-নিচয় ॥

ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা।

ধীরে ধীরে রে মনা, ধীরে সব কছু হোয়।
মালী সীঁচে সৌ ঘড়া, ঋতু আয়ে ফল হোয় ॥ (কবীর)
ধীরে ধীরে ধীরে, ধীরে, ওরে মন, ধীরে ধীরে সব কিছু হয়।
জল সিঁচে মালী শত শত ঘড়া ঋতু এলে হয় ফলোদয় ॥

কারজ ধীরে হোত হ্যায়, কাহে হোত অধীর।
সময় পায় তরবর ফরৈ, কেতক সিঁচো নীর ॥ (অজ্ঞাত)
ধীরে ধীরে হয় কার্য্য সমুদয়, বৃথা কেন তবে হও অধীর।
সময় না হ'লে, তরু নাহি ফলে যত কেন মুলে সিঁচনা নীর ॥

তুলসী অসময় কো সখা, ধীরজ ধর্ম্ম বিবেক।
সহিত সাহস সত্যব্রত, রাম ভরোসা এক ॥ (তুলসীদাস)
বন্ধু অসময়ের, জেনে রাখ নিশ্চয়—
ধৈর্য্য ও ধর্ম্ম আর বিবেক প্রবল,
সাহস-সহকারে সত্য-ব্রত-পালন
শ্রীরামের ভরসা রাখিয়া কেবল ॥

দাদূ নিবহৈ ত্যুঁ চলৈ, ধরি ধীরজ মন মাহিঁ।
পরসৈগা পীউ একদিন, দাদূ থাকৈ নাহিঁ ॥ (দাদূ)
কাল কাটাইয়া চল তুমি, দাদূ!
মনোমাঝে ধৈর্য্য করিয়া ধারণ।
একদিন তুমি প্রিয় পরশিবে,
দাদূ থাকিবেনা তুমি হে তখন ॥

ঐসী জরনা চাহিয়ে, জ্যোঁ পৃথ্বী তত ধীর।
খোদেসে কসকৈ নহীঁ, ঐসা বজ্র শরীর ॥ (গরীবদাস)
হেন সহ্য করা চাই মানবের
সহ্য যেইমত হয় পৃথিবীর।
খননেও কিছু ব্যথা নাহি পায়,
বজ্র সম হেন সুদৃঢ় শরীর ॥

ঐসী জরনা চাহিয়ে, জ্যোঁ অগিন তত্তমে হোয়।
জো কুছ পরৈ সো সব জরৈ, বুরা ন বাচৈ কোয় ॥ (গরীবদাস)

সহ্য যেইমত হয় অনলের
নরের তেমতি সহ্য করা চাই।
মন্দ বেছে বেছে ফেলিয়া না রাখে,
ভস্ম করে অগ্নি যাহা পড়ে তাই ॥

ঐসী জরনা চাহিয়ে, জোঁ্যা অপ তেজ অনপ।
নাবৈ ধোবৈ থুক দেবৈ, তামস নহী স্বরূপ ॥ (গরীবদাস)

তেমন সহ্য করা চাই বটে নরের,
জলের সহিষ্ণুতা যেমন অনুপ।
নায় ধোয় লোকেরা থুতু ফেলে তাহাতে,
তামস তবু তার না হয় স্বরূপ ॥

অন্ত সময় বীতৈ ঘনী, তন মন ধরৈ ন ধীর।
উস সাহিব কূঁ যাদ কর, জিনহ ধর‍্যা সরীর ॥ (গরীবদাস)

শেষের সে সময় শীঘ্রই হবে শেষ,
নারে ধৈর্য্য ধরিতে দেহ আর মন।
স্মরণ কর তুমি এখন সে প্রভুরে,
করাইলা যিনি এ শরীর ধারণ ॥

টীকা। তাঁহাকে স্মরণ করা ব্যতীত ধৈর্য্য ধারণের আর অন্য উপায় নাই

ক্ষমা।

—::—

কবীর ছিমা ছেৎ ভল জোতিয়ে, সুমিরণ বীজ জমায়।
খণ্ড ব্রহ্মাণ্ড সুখা পড়ে, ভক্তিবীজ নাহি যায় ॥ (কবীর)

কর্ষিয়া ভালরূপে ক্ষমা-ক্ষেত, কবীর।
স্মরণ-বীজ তাহে করিলে বপন,
শুখাইলে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড, তথাপিও
ভক্তিবীজ নষ্ট না হয় কদাচন ॥

টীকা। হৃদয় ক্ষমায় ভরা থাকিলেই শ্রীভগবানের স্মরণ যথার্থরূপে হইতে পারে।

যো তুকোঁ কাঁটা বুয়ে, তাকি বোই তূ ফুল।
তোকোঁ ফুলকে ফুল হ্যায়, তাকোঁ কাঁটা হৈ ত্রিশূল ॥ (কবীর)

তোমার বিপক্ষে যেবা কণ্টক বপন করে,
তাহার উপরে তুমি বরষহ ফুল।
তোমার সে ফুল র'বে ফুলই তোমার তরে,
তার কাঁটা তার তরে হইবে ত্রিশূল ॥

ছিমা ক্রোধকো ছয় করৈ, জো কাহু পৈ হোয়।
কহ কবীর তা দাসকো, গঞ্জি ন সকৈ কোয় ॥ (কবীর)

যদি কারো মনে হয় ক্রোধোদয়,
ক্ষয় ক'রে দেয় ক্ষমা সদা তায়।
কহিছে কবীর ক্ষমাশীল দাসে
কেহ দিতে নারে গঞ্জনা ধরায়।

ছিমা বড়নকো চাহিয়ে, ছোটন কো উতপাত।
ক্যা বিষ্ণুকো ঘটি গয়ো, জো ভৃগু মারি লাত॥
ছোটরা ক'রে থাকে কত রূপ উৎপাত,
সে সব ক্ষমা করা চাই বড়দের।
বিষ্ণুর বুকে ভৃগু পদাঘাত করিলা,
বিষ্ণুর ক্ষতি তাহে হইল কিসের?

করগস সম দুর্জ্জন বচন, বহৈ সন্ত জন টারি।
বিজলী পরৈ সমুদ্রমেঁ, কহা সকৈগী জারি॥ (কবীর)
তীরের সমান দুর্জ্জন-বচনে
বিচলিত নাহি হন সন্তজন।
বজ্র যদি পড়ে সমুদ্র-উপরে,
জ্বালা'তে কি পারে তারে কদাচন?

নামে রুচি।

—::—

জাপ জপৈ জো প্রীতি সোঁ, বহু বিধি রুচি উপজায়।
সাঁঝ সময় ঔ প্রাত লগি, তত্ত পদারথ পায়॥ (ভীখা)
বহু ভাবে নামে রুচি লাগাইয়া,
প্রাতঃকালে আর সাঁঝের সময়,
প্রীতি-সহকারে জপে যেইজন
তত্ত্ব বস্তু লাভ করে সে নিশ্চয়॥

রামকো নাম অনন্ত হৈ, অন্ত ন পাবৈ কোয়।
ভীখা জস লঘু বুদ্ধি হৈ, নাম তবন সুখ হোয়॥ (ভীখা)
শেষ কেহ কভু করিতে পারেনা
শ্রীরামের নাম অনন্ত অপার।
যার বুদ্ধি হয় সূক্ষ্ম যেইমত,
নাম সুখপ্রদ হয় তত তার॥

রাম নাম জাকে হিয়ে, তাহি নবৈ সব কোয়।
জ্যোঁ রাজা কী শক তে, সুন্দর অতি ভয় হোই॥ (সুন্দরদাস)
রাম নাম রহে যাহার হৃদয়ে,
সকলেই তারে করে নমস্কার,—

রাজার প্রবল প্রতাপে যেমন
হয় মনে অতি ভয় সবাকার ॥

বিবসহুঁ জাসু নাম নর করহীঁ, জন্ম অনেক সঞ্চিত অঘ দহহীঁ।
সাদর সুমিরণ জো নর করহীঁ, ভববারিধি গোপদ ইব তরহীঁ ॥ (অজ্ঞাত)

বহু জন্মে পুঞ্জীকৃত পাপ দগ্ধ হয় তার
বিবশ হইয়া লয় যেইজন নাম।
রুচিভরে সমাদরে যে নাম গ্রহণ করে,
সে ভব-বারিধি তরে গোষ্পদ-সমান ॥

ঘাট জগাতী ধর্ম্মরায়, সবকো ঝারা লেয়।
সত্তনাম জানে বিনা, উলটি নরকমেঁ দেয় ॥ (কবীর)

ঘাটের পাহারাদার হন নিজে ধর্ম্মরাজ,
খবর রাখেন সব তিনি সবাকার।
যাত্রীদের যাহাদের সত্য নাম নাহি জানা,
নরকে ফেলিয়া দেন তাদেরে আবার ॥

দয়া।

দয়া ধরমকা মূল হৈঁ, নরকমূল অভিমান।
তুলসী দয়া ন ছোড়িয়ে, যব্ লগ্ ঘটমে প্রাণ ॥ (তুলসীদাস)

দয়াই নিশ্চয় ধরমের মূল, নরকের মূল হয় অভিমান।
হে তুলসী! তুমি ছাড়িও না দয়া, যতক্ষণ তব দেহে আছে প্রাণ ॥

যাঁহা দয়া তাঁহা ধরম হ্যায়, যাঁহা লোভ তাঁহা পাপ।
যাঁহা ক্রোধ তাঁহা কাল হ্যায়, যাঁহা ছিমা তাঁহা আপ। (কবীর)

দয়া যথা রহে, ধরম তথায়,
লোভ সাথে পাপ করে অবস্থান।
ক্রোধ যেইখানে মরণ তথায়,
ক্ষমা যথা তথা র'ন ভগবান ॥

দয়া ধর্ম্ম হিরদে বসৈ, বোলৈ অমৃত বৈন।
তেহ উঁচে জানিয়ে, জিনকে নীচে নৈন। (মলুকদাস)

দয়া-ধর্ম্ম যার হৃদয়েতে রহে,
অমৃত বচন কহে সেইজন।
সেই উচ্চ বটে জানিবে নিশ্চয়,
নিম্নদিকে যেবা রাখয়ে নয়ন ॥

টীকা। নিম্নদিকে ... নয়ন = নিম্নস্তরস্থ জীবের প্রতি দয়া রাখে।

ভবহীন জে পিরথমী, দয়া বিহুনা দেস।
ভগতি নহীঁ ভগবন্তকা, তহঁ কৈসা পরবেস ? (দাদূ)

জন্ম নাহি রয় যেই পৃথিবীতে,
দয়া-পরিশূন্য হয় যেই দেশ,
নাহিক যথায় ভক্তি ভগবানে,
কে চাহে তথায় করিতে প্রবেশ ?

মক্কা মদিনা দ্বারিকা, বদ্রী ঔর কেদার।
বিনা দয়া সব ঝূট হৈ, কহৈ মলূক বিচার॥ (মলূকদাস)

মক্কা বা মদিনা, দ্বারকা বা বদ্রী,
কেদার অথবা যত তীর্থ আর,
দয়া বিনা হয় মিথ্যা সমুদয়,—
কহিছে মলূক করিয়া বিচার॥

দয়া দিলমে রাখিয়ে, তূ ক্যোঁ নিরদৈ হোয়।
সাঁইকে সব জীব হৈঁ, কীড়ী কুঞ্জর সোয়॥ (কবীর)

দয়ায় ভরিয়া রাখহ অন্তর,
কেন বল তুমি হও নিরদয় ?
ক্ষুদ্র কীট হ'তে কুঞ্জর অবধি
প্রভুরই তো সর্ব্ব জীব সুনিশ্চয়॥

দুখিয়া জনি কোই দুখবৈ, দুখয়ে অতি দুখ হোয়।
দুখিয়া রোই পুকারিহৈ, সব গুড় মাটী হোয়॥ (মলূকদাস)

দুঃখীদের কেহই দুঃখ না দেয় যেন,
দুঃখ দিলে তাহারা অতি দুঃখ পায়।
দুঃখীরা কাঁদে যদি চিৎকার করিয়া,
সব গুড় তা' হলে মাটি হ'য়ে যায়॥

দীনতা।

—::—

উঁচে পানী না টিকৈ, নীচে হী ঠহরায়।
নীচা হোয় সো ভরি পীবৈ, উঁচা প্যাসা জায়। (কবীর)

জল উচ্চদেশে নাহি রহে কভু,
নিম্নদেশেতেই যাইয়া দাঁড়ায়।
নীচে যে সে পিয়ে আকণ্ঠ ভরিয়া,
উঁচুতে যে, জ্ব'লে মরে পিপাসায়॥

কবীর সবতেঁ হম বুরে, হমতেঁ ভলা সব কোয়।
জিন ঐসো করি বুঝিয়া, মিত্র হমারা সোয়॥ (কবীর)

সকলের চেয়ে আমি মন্দ বটে,
আমা হ'তে ভাল সকলেই হয়।
এই ভাব যেবা বুঝিতে পেয়েছে,
কবীর তাহারে মিত্র বলি' কয়॥

দীন গরীবী বন্দগী, সব্ সে আদর ভাব।
কহ কবীর তেই বড়া, জামেঁ বড়া সুভাব॥ (কবীর)

দীনতা, গরীবী আর নমস্কার,
সকলের প্রতি আদরের ভাব—
কহিছে কবীর— সেই বড় বটে,
বড় যার মাঝে এ সব স্বভাব॥

টীকা। বড়.........স্বভাব=এই সব স্বভাব যাহার বর্দ্ধিত হইয়াছে।

ইক বানী জো দীনতা, সন্তন কিয়ো বিচার।
য়হী ভেঁট গুরুদেবকী, সব কছু গুরু দরবার॥ (কবীর)

দীনতা একটী মহা বাণী জেনো,
দিলা সাধুগণ করিয়া বিচার।
ইহাই মিলায় গুরু-দরশন,
সর্ব্ববস্তুময় গুরু-দরবার॥

টীকা। সর্ব্ববস্তু.........দরবার=শ্রীগুরুর দরবারে সমস্ত বস্তু আছে অর্থাৎ তিনি সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এই বাণী তাঁহার শিক্ষাষ্টকের "তৃণাদপি সুনীচেন" এই শ্লোকে ঘোষণা করিয়াছেন (১ম খণ্ডের ১৭৮ পৃষ্ঠার শেষভাগে দ্রষ্টব্য।)

নীলকণ্ঠ অধিকারীও তাঁহার একটী গীতে এই বাণী অতি চমৎকার ভাবায় প্রচার করিয়াছেন—

"কত দিনে হবে সে প্রেম সঞ্চার?
• • • • • •
কত দিনে হবে সর্ব্ব জীবে দয়া, কত দিনে যাবে সর্ব্ব মোহমায়া,
কত দিনে হবে সর্ব্ব মম কায়া, নত হব আমি লতা যে প্রকার।
কত দিনে হবে জ্ঞানোদয় মম, কত দিনে মম যাবে ক্রোধ তমঃ,
কত দিনে হব তৃণাদপি সম, রজেতে লুণ্ঠিত হব অনিবার।"
• • • • •

দীন লখৈ মুখ সবনকো, দীনহিঁ লখৈ ন কোয়।
ভলী বিচারী দীনতা, নরহুঁ দেবতা হোয়॥ (কবীর)

দীন জন সবার মুখের পানে চাহে,
দীনের মুখ-পানে কেহ না তাকায়।
উত্তম মনে হয় দীনতা যাহা হ'তে
মানব পরিণত হয় দেবতায়॥

রোড়া হোই রহ বাট কা, তজি আপা অভিমান।
লোভ মোহ তৃষ্ণা ছাড়কে তাহি মিলৈ নিজ-নাম॥ (কবীর)

পথের কাঁকর হ'য়ে প'ড়ে থাক,
ত্যজি' অহঙ্কার আর অভিমান।
লোভ মোহ তৃষ্ণা পরিহার কর,
মিলিবে তোমার তবে সত্য নাম ॥

মনমেঁ লাই বিচারকূঁ, দীজৈ গর্ব্ব নিকার।
ননৃহাপন তব আই হৈ, ছুটৈ সকল বিকার ॥ (চরণদাস)

বিদূরিত ক'রে দাও গর্ব্ব যত
বিচার করিয়া মনোমাঝে সার।
তাহা হ'লে হৃদে দীনতা আসিবে,
ছুটিয়া যাইবে সকল বিকার ॥

ভলী গরীবী নবনতা, সকৈ নহী কোউ মার।
সহজো রূই কপাসকী, কাটৈ না তরবার ॥ (সহজীবাই)

দীনতা-নম্রতা উত্তম নিশ্চয়,
মারিতে তাদের নারে কোন জন।
দৃষ্টান্ত—নরম কাপাসের তুলা,
তরবারি তারে করেনা কর্ত্তন ॥

চরণদাস সতগুরু কহী, সহজোকূ য়হ চাল।
সকৌ তো ছোটা হুজিয়ে, ছুটে সব জঞ্জাল ॥ (সহজীবাই)

সহজীর গুরু শ্রীচরণদাস
কহিলা তাহারে এই মত চাল—
পার যদি তুমি ছোট হ'য়ে থাক,
ঘুচিবে তোমার সকল জঞ্জাল ॥

বড়া ন জানে পাইহৈ, সাহিবকে দরবার।
দ্বারে হী সূঁ লাগিহৈ, সহজো মোটী মার ॥ (সহজীবাই)

আত্মম্ভরী লোকে পশিতে নারিবে
কদাপি প্রভুর মহা দরবার
দ্বারে যাইতেই পড়িতে থাকিবে
তাহার উপরে ভয়ানক মার ॥

সবসে নীচা হোই রহ, তজি বিবাদকা তীর।
পল্টূ ঐসে দাসকা, কোউ ন দামন-গীর ॥ (পল্টূ)

সকলের কাছে নীচু হ'য়ে থাক,
বিবাদের বাণ করি' পরিহার।
পাল্লা তার সাথে কেহ নারে দিতে,
যেই সেবকের হেন ব্যবহার ॥

ধন ছোটাপন সুখ মহা, ধিরগ বড়াই খার।
সহজো ননৃহো হুজিয়ে, গুরুকে বচন সম্হার। (সহজীবাই)

ধন্য ধন্য দীনতা, মহা সুখ তাহাতে,
বহু-দুঃখ-নিদান ধিক্ অভিমান !
বড় যদি হইবে, ছোট হও, সহজী,
রক্ষহ শ্রীগুরুর বাক্যের সম্মান।

সহজো চন্দা দূজকা, দরস করৈ সব কোয়।
নন্হেসে দিন দিন বঢ়ে, অধিকো চাঁদন হোয়॥
বড়া ভয়ে আদর নহী, সহজো আঁখিন দেখ।
কলা সভী ঘট জায়গী, কছু ন রহসী রেখ॥ (সহজীবাই)

দৃষ্টান্ত তাহার দ্বিতীয়ার চাঁদ,
কত ছোট, সবে দেখিতেই পায়।
কিন্তু ছোট হ'তে দিন দিন বাড়ে,
ক্রমেই অধিক ভরে জোছনায়॥
বাড়িবার যত, বেড়ে গেলে পরে,
আদর তেমন নাহি রহে আর।
কলা কলা ক'রে কমিয়া যাইবে,
রেখাটীও, দেখ, রহিবেনা তার॥

সাহনকে তো ভয় ঘনা, সহজো, নির্ভয় রঙ্ক।
কুঞ্জরকে পগ বেড়িয়াঁ, চীঁটী ফিরৈ নিসঙ্ক॥ (সহজীবাই)

ধনবানগণের ভয় বড় মনেতে,
কাঙ্গালেরা নির্ভয়ে করে অবস্থান।
কুঞ্জরের পায়েতে প'ড়ে যায় শৃঙ্খল,
পিপীলিকা বেড়ায় শঙ্কাহীন-প্রাণ॥

সীস কান মুখ নাসিকা, উঁচে উঁচে নাঁব।
সহজো নীচ কারনে, সব কৈ পূজৈ পাঁব॥ (সহজীবাই)

মাথা ও কাণ আর মুখ আর নাসিকা'
উঁচু উঁচু এদের নাম বটে হয়,
পায়ের পূজা কিন্তু ক'রে থাকে সকলে,—
সমস্ত শরীরের নীচে তাহা রয়॥

তুলসীদাস ও কবীরের দীনতা।

—:৹:—

আপু আপনেতে অধিক, জেহি প্রিয় সীতারাম।
তেহিকো পগকি পানহী, তুলসী-তনকি চাম॥ (তুলসীদাস)

আপনা হইতে বেশী প্রিয় জানে সীতারামে যেজন সতত,
তুলসীদাসের গায়ের চামড়া তাঁর পায়ের জুতার মত॥

কাহকা ধন ধাম হ্যায়, কাহকা পরবার।
তুলসী য্যায়সে দীনকো, সীতারাম আধার॥ (তুলসীদাস)

এ জগতে কাহারো আছে ধন-ধাম,
কাহারো অথবা আছে পরিবার।
তুলসীদাসের মত দীন জনের
কিন্তু সীতারাম কেবল আধার॥

এক ভরোসা এক বল, এক আস বিসওয়াস।
এক রাম ঘনস্যাম, চাতক তুলসীদাস॥ (তুলসীদাস)

চাতক তুলসীদাস, ভরসা তাহার শুধু
একমাত্র রাম ঘনশ্যাম।
একমাত্র বল তার আশা ও বিশ্বাসস্থল
হিতকারী রাম গুণধাম॥

এক ভরোসা এক বল, এক আস বিশ্বাস।
স্বাঁতি সলিল গুর চরণ হৈ, চাতৃক তুলসীদাস॥ (তুলসীদাস)

একটী ভরসা এক বল তার
একমাত্র আশা একটী বিশ্বাস—
স্বাতি-জল হয় শ্রীগুরুচরণ,
পিয়াসী চাতক এ তুলসীদাস॥

হম লখু হমহি হমার লখু, হম হমারকে বিচ।
তুলসী অলখহি কা লখহি, রামনাম জপ নীচ॥ (তুলসীদাস)

আমার ভিতরে আমি শুধুই দেখিতে পাই
আমি ও আমার, কিন্তু দরশন নাহি পাই তাঁর।
অলক্ষ্য যেজন, তাঁরে কেমনে দেখিবে তুমি?—
হে নীচ তুলসী! তুমি রাম নাম জপ বার বার॥

হৈ তুলসীকে একগুণ, অবগুণনিধি কহেঁ লোগ।
ভলো ভরোসো রাওরো, রাম রীঝি বে যোগ॥ (তুলসীদাস)

অগুণের সাগর বলে লোকে তোমারে,
একটা গুণ শুধু, তুলসী, তোমার।
যে উত্তম ভরসা কর তুমি রামের,
মিলা'বে তা' তোমারে প্রসন্নতা তাঁর॥

জো গুরুকে নির্ম্মল গুণ গাবৈ, সো ভাঈ মেরে মন ভাবৈ।
জেহিঁ ঘট নাম রহো ভরপুর, তিনকী পগ পংকজ হম ধূর॥ (কবীর)

শ্রীগুরুর নিরমল গুণ যেবা করে গান,
মুগ্ধ করে মন মোর সে আমার ভাই।
নামে প্রাণ-মন যার রহে ভরপূর, তার
চরণ-পঙ্কজ-রজ কবীর সদাই॥

দান।

—:○:—

প্রকট চারিপদ ধর্ম্মকে, কলিমহ্ এক প্রধান
জেন কেন বিধি দীন্‌হু, দান করৈ কল্যাণ॥ (তুলসীদাস)

বিখ্যাত আছে বটে ধর্ম্মের চারিপদ,
এ কলিকালে কিন্তু একটি প্রধান।
যে রূপেই হ'ক না, দান কিছু করিতে
পারিলেই জীবের উপজে কল্যাণ॥

দেহ ধরেকা গুণ এই, দেহ দেহ কুছ দেহ।
কহে কবীর দেহ তু, যবলগ তেরি দেহ॥ (কবীর)

দেহধারী নরের এই গুণ আছে যে,
কিছু কিছু তাহারা ক'রে থাকে দান।
কবীর কহিতেছে, করহ দান তুমি
যতদিন তোমার দেহে আছে প্রাণ॥

খায় পকায় লুটায় দে, কর লে আপনা কাম।
চলতি বিরিমে রে নরা, সঙ্গে না চলে ছিদাম॥ (কবীর)

খাইয়া খাওয়াইয়া, বিতরণ করিয়া,
সাধিয়া লহ তুমি কাজ আপনার।
ঠিক জেনো, মানব! যাইবার সময়ে
দামড়ীও সঙ্গে না চলিবে তোমার॥

টীকা। দামড়ী—পশ্চিমে পূর্ব্ব প্রচলিত মুদ্রা-বিশেষ

অরিকে করমে দিজিয়ৈ, অওসরকো অধিকার।
জোঁ্যা জোঁ্যা দ্রব্য লুটায় হৈঁ, তোঁ্যা তোঁ্যা যস বিস্তার॥ (কবীর)

ভাল ক'রে যদি বিতরিতে হয়,
শত্রু-হস্তে দাও বিতরণ-ভার।
হাত খুলে সে যে বিতরিবে; আর,
যত দিবে যশ বাড়িবে তোমার॥

টীকা। মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার রাজসূয় যজ্ঞে দুর্য্যোধনের হস্তে বিতরণের ভার দিয়াছিলেন।

ধনী হোয় দাতা নহী, তপ ন করে অতি রঙ্ক।
সিলা বান্ধি পর ডারিয়ে, সমুদ্র বীচ নিসঙ্ক॥ (অজ্ঞাত)

ধনবান হ'য়েও দাতা যেবা হয় না,
দীন-দুঃখী হ'য়েও তপস্যা যে জন
নাহি করে, তাদের গলে শিলা বাঁধিয়া
নিঃশঙ্ক মনে কর সমুদ্রে ক্ষেপণ॥

টীকা। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কৃপণ ধনীর ও তপস্যাবিহীন দরিদ্রের জীবন বিফল।

কবীর গুরুকে মিলন কী, বাত সুনী হম দোয়।
কৈ সাহিব কা নাম লৈ, কৈ কর উঁচা হোয়॥ (কবীর)
শুনিতে পাই আমি, শ্রীগুরু লভিবার
জানা আছে কেবল দুইটী উপায়।
একটী—যদি হয় প্রভু-নাম-কীর্ত্তন ;
অন্যটী—যদি হাত উঁচু রাখা যায়।

টীকা। হাত.........যায়—দান করা যায়, অথবা দান করিতে উদ্যত থাকা যায়।

পরোপকার।

—:*:—

দুখ সুখ এক সমানা হ্যায়, হরখ সোক নহিঁ ব্যাপ।
পর উপকার নিহকামতা, উপজে সোই ন তাপ॥ (কবীর)
সুখ আর দুঃখ একই সমান,
হর্ষ বা শোক না চিরকাল রয়।
নিষ্কামে করিলে পর-উপকার,
অনুতাপ নাহি উপজাত হয়॥

কবীর! সোই পীর হ্যায়, যো জানে পর পীড়।
যো পর পীড় ন জানই, সো কাফের বেপীর॥ (কবীর)
ওরে রে কবীর! সেই জন পীর, পর-দুঃখ যেবা বুঝিতে পারে।
পাষণ্ড নিঠুর সেজন নিশ্চয়, যেইজন তাহা বুঝিতে নারে॥

জাহিতে কুছ পাইয়ে, কয়ে তাকে আস।
রীতে সরোবর পৈ গয়ে, কৈসে বুঝত পিয়াস॥ (কবীর)
প্রাপ্তির আশা আছে যার কাছে কিঞ্চিৎ,
তারি কাছে লোকেরা প্রার্থনা জানায়।
পিপাসা-পীড়িতেরা বিশুষ্ক সরোবরে
গেলে পরে, পিপাসা কভু কি রে যায়?

দেহ খেহ হো যায়গী, ফের কোন কহেগা দেহ।
নিশ্চয় কর উপকার হি, জীবন কা ফল এহ॥ (কবীর)
ক্ষয় হ'য়ে যাবে দেহ, তার পরে আর
কে তোমার কাছে বল চাহিবে বা দান?
কর পর-উপকার নিশ্চয় সতত,
নরজন্ম তাহাতেই হয় ফলবান॥

বন্দউঁ সন্ত সমানচিত, হিত অনহিত নহিঁ কোউ।
অঞ্জলি গত সুভ সুমন, জিমি সুগন্ধ কর দোউ॥ (তুলসীদাস)

বন্দি সন্তগণে, যাঁরা সতত সমান-চিত্ত,
হিতাহিতকারী-ভেদ না করিয়া কভু যাঁরা
সবাকার উপকার করেন সাধন।
লইলে সুগন্ধী ফুল অঞ্জলি করিয়া করে,
উভয় হস্তেই তাহা সুগন্ধ মাখিয়ে দেয়,
বাম আর দক্ষিণ না করি' বিচারণ ॥

একই সমান।

—ঃ—

যো পরবিত্ত হরে সদা, সো বহু দান কিয়া ন কিয়া।
যো পরদার করে সদা, সো বহু তীর্থ গিয়া ন গিয়া ॥ (কবীর)

পরধন সতত হরে যে, বহু দান
তাহার করা আর না করা সমান।
পরদারে রত যে, তার বহু তীর্থেতে
যাওয়া ও না যাওয়া সম ফলবান ॥

যো পর আসা করে সদা, সো বহুদিন জিয়া ন জিয়া।
যো পর চুকলি করে সদা, সো হরিনাম লিয়া ন লিয়া ॥ (কবীর)

পর-আশা করে সদা যেবা, তার বহুদিন
বাঁচা আর নাহি বাঁচা একই সমান।
কিবা আসে যায় যদি সদা-পর-নিন্দুক
লয় কিম্বা নাহি লয় শ্রীহরির নাম ॥

জিনকে হিরদে গুরু সন্ত নহীঁ, উন নব ঔতার লিয়ান লিয়া।
সুরত বিমল বিকল নহি জাকে, বহু বক জ্ঞান কিয়া ন কিয়া ॥
(তুলসীসাহেব)

গুরু আর সন্তদেব স্থান যার হৃদে নাই,
তাহার ভবে আসা নাহি আসা একই সমান।
সুবিমল প্রেমে যেবা ব্যাকুল না হয়, তার
বাচক জ্ঞান-লাভ অজ্ঞানাভাব একই সমান ॥

টীকা। বাচক জ্ঞান=যে জ্ঞান লোককে বাক্যবাগীশ করিয়া আপনাকে প্রচার করিবার জন্য প্ররোচিত করে মাত্র। ইহা অনুভব-জ্ঞান হইতে পৃথক বস্তু—("আত্মানুভূতি ও পরিচয়" অধ্যায়, ৫১-৫৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

করম কাল বস উদ্র নিহারা, জগ বিচ মূঢ় জিয়া ন জিয়া।
নাম অমল ঘট ঘোঁটি ন পীয়া, অমল অনেক পীয়া ন পীয়া ॥
(তুলসীসাহেব)

কর্ম্ম ও কালের বশ যেবা বুঝে পেট শুধু,
সে মূঢ়ের বেঁচে থাকা নাহি থাকা একই সমান।

ঘটি-ভরা নাম-সিদ্ধি ঘুঁটিয়া যে না খেয়েছে,
তাহার বহু নেশা করা আর না করা সমান ॥

কুটিলতা।

—:•:—

সহজ সরল রঘুবর বচন, কুমতি কুটিল করি জান।
চলে জোঁক জিমি বক্রগতি, যদ্যপি সলিল সমান॥ (তুলসীদাস)
রামের কথা হয় সহজ ও সরল,
কুমতি যে কুটিল-ভাবে বুঝে তায়।
যদ্যপি সমতল জল, তবু তাহাতে
বক্রগতি জোঁকেরা বাঁকিযাই যায় ॥

বিষ হৃদ বোলনি মধুর, মন কটুকর হৃদয় মলিন।
তুলসী রাম ন পাইয়ে, ভয়ে বিষয়-জল-মীন॥ (তুলসীদাস)
মধুর বচন মন কটু যার, বিষ-ভরা যার হৃদয় মলিন,
সেজন, তুলসী! রামে না পাইয়া বিষয়-জলের হ'য়ে থাকে মীন ॥

কর্ম্মবচনমন ছাড়ি ছল, যব্ লগি জন ন ওথার।
তব্ লগি সুখ স্বপনেহু নহি, কিয়ে কোটিক পচার॥ (কবীর)
কায়মনোবচনে ছেড়ে দিয়ে ছলনা,
যতদিন তাঁহার শরণ না লয়,
কোটি কোটি উপায়ে ততদিন নরের
স্বপ্নেও সুখলাভ হইবার নয় ॥

চতুরাই হরি না মিলৈ, য়ে বাতোঁ কী বাত।
নিস্পৃহী নিরাধারকা, গাহক দীনানাথ॥ (কবীর)
চাতুরী করিলে হরি নাহি মিলে, সকল কথার এই কথা সার।
নিরাধার আর নিস্পৃহ যে জন, দীননাথ হ'ন গ্রাহক তাহার॥
টীকা। নিরাধার=আশ্রয়বিহীন, অর্থাৎ ভগবান ব্যতীত অন্য আশ্রয়-শূন্য।
দীননাথ.........তাহার=ভগবান তাহাকে গ্রহণ করেন, অর্থাৎ আপনার বলিয়া অঙ্গীকার করেন ও আশ্রয় দান করেন।

বচন বিচার আচার তনুমন, করতব ছলছুতি।
তুলসী ক্যাঁও সুখ পাইয়ে, অন্তর্য্যামিহি ধূতি॥ (তুলসীদাস)
আচারে-বিচারে কায়-বাক্য-মনে
ছল ও চাতুরী ছাড়া যারা নয়,
কেমন করিয়া পাবে তারা সুখ?
অন্তরযামী যে জানেন হৃদয় ॥

বচন বেস কোঁ্যা জানিয়ে, মন-মলিন নরনারী।
সূর্পনখা মৃগ পুতনা, দসমুখ প্রমুখ বিচারি ॥ (তুলসীদাস)

নরনারীগণের মনের মলিনতা
বেশ-ভূষা-বচনে বুঝে সাধ্য কার ?
সূর্পনখা, পূতনা, সোণার মায়া-মৃগ,
দশানন প্রভৃতি প্রমাণ তাহার ॥

জঁহা কপট হৈ, তঁহা খড়ী চৌরাশী হৈ ॥

বোজু করো পাঁচো বেলা, য়া গঙ্গামে আস্নান করো।
চাহে কলমা পঢা করো, য়াজী চাহে তুম ধ্যান করো।
পঞ্চ অগিন য়া তাপো, য়া অপনে কো কুরবান করো।
ফিকর করো তসবী লেকর, য়া জপমালা মান করো।
জব দিলা হোবৈ সাফ, মিলৈ অবিনাশীরে সাঁবলিয়া ॥ (বেনী)

কপটতা যেখানে, অবিরত সেখানে
চৌরাশী নরকের হয় অবস্থান।
দিনেতে পাঁচবার ওজুই কর আর
প্রতিদিন গঙ্গায় কর তুমি স্নান—
কল্মাই পড়, আর ধ্যানই কর সার,
পঞ্চাগ্নির মাঝে বা কর তপস্যায়—
নিজেরে বলি দাও জপমালা ফিরাও,
বই নিয়ে মাতো বা ধর্ম্মের ব্যাখ্যায়—
কিছুতেই হবে না, কিছুতেই হবে না,
কপটতা যদি না ছাড়ে তব মন।
কপটতা ঘুচিয়া, সরল হ'লে হিয়া,
পাবে তুমি তখন অবিনাশী ধন ॥

টীকা। ওজু—মুসলমানগণের নমাজের পূর্ব্বে হস্তপদাদি ধৌত করা।

মুঁহ মীঠো ভীতর কপট, তঁহা ন মেরো বাস।
কাহুসে দিল না মিলৈ, তৌ পল্টূ ফিরৈ উদাস। (পল্টূ)

মুখে মিষ্ট আর ভিতরে কপট,
সেইখানে আমি নাহি করি বাস।
কাহারো সহিতে প্রাণ না মিলিল,
পল্টূ সে কারণে ফিরিছে উদাস ॥

পল্টূ পাঁব ন দীজিয়ে, খোটা য়হ সংসার।
হীতাই করি মিলত হৈ, পেট মহেঁ তরবার। (পল্টূ)

যেও না সংসারে, পল্টূ, কভু তুমি,
এ সংসারে বড় কপট আচার।
মিত্রতা প্রকাশি মিলিত হইয়া
পেটে বসাইয়া দেয় তরবার ॥

কবীর তঁহা ন জাইয়ে, জহাঁ ন চোখা চিত্ত।
পরপূটা অবগুন ঘনা, মুহঁড়ে উপর মিত্ত॥ (কবীর)

হে কবীর! সেথা যাইও না তুমি,
যেইখানে চিত্ত নাহিক সরল—
পিছনে অনিষ্ট করে যেইখানে,
মুখেতে মিত্রতা দেখায় অচল॥

হিরদেমেঁ তো কুটিল হৈ, বোলৈ বচন রসাল।
পল্টূ উহ কেহি কামকা, জ্যোঁ। অরুন ফল লাল॥ (পল্টূ)

হৃদয়ে যাহার কুটিলতা, কিন্তু
রসাল বচন মুখে বাহিরায়,
কিবা প্রয়োজন সেজনে তোমার?—
জেনো তারে লাল মাকালের প্রায়॥

কবহুক ভরিয়া সমুঁদ সা, কবহুক নাহি ছাঁট।
জন দরিয়া ইত উত রতা তে কহিয়ে কিরকাঁট॥
কিরকাঁটা কিস কামকা, পলট করৈ বহু রঙ্গ।
জন দরিয়া হংসা ভলা, জদ তদ একৈ রঙ্গ॥ (দরিয়া-মাড়োয়ারী)

কভু ভ'রে উঠে সমুদ্রের মত,
কভু এক ফোঁটা রস নাহি রয়।
এদিক-ওদিক করে ক্ষণে ক্ষণে
গিরগিটি জেনো তার নাম হয়॥
কি কাজের বা হয় গিরগিটি?—
বদলায় খালি রঙ আপনার।
দরিয়া কহিছে— হংস ভাল বটে,
সর্ব্বদাই রহে এক রঙ তার॥

তুলসী সব ছল ছাড়ি কৈ, কীজৈ রাম সনেহ।
অন্তর পতি সোঁ হৈ কহা, জিন দেখী সব দেহ॥ তুলসীদাস)

হে তুলসী! ছল ছাড়িয়া সকল
রাম-ভক্তি তুমি কর অনুখণ।
পর্দ্দা কোথা থাকে পতির নিকটে,
সর্ব্ব দেহ যিনি করেন দর্শন?

দুলন গুরু তেঁ বিষৈ বস, কপট করহি জে লোগ।
নির্ফল তিনকী সেব হৈ, নির্ফল তিনকী যোগ॥ (দূলনদাস)

শ্রীগুরু সহ করে কপট ব্যবহার
বিষয়-বশীভূত হইয়া যে জন,
নিষ্ফল হয় তার সেবার কাজ যত,
নিষ্ফল হয় তার যোগ-আচরণ॥

খুলি খেলো সংসার মে বাঁধে ন সকৈ কোয়।
ঘাট জগাতী ক্যা করৈ, জো সির বোঝ ন হোয়॥ (কবীর)

অকপটে যদি তুমি খেল খেলা এ সংসারে,
বাঁধিতে তোমারে কেহ সক্ষম না হয়।
ঘাটের পাহারাদার কি করিবে বল, তার
মস্তকে যাহার ভার কিছু নাহি রয়?

টীকা। ঘাটের পাহারাদার=যমরাজ (১২৭ পৃঃ ২য় দোহা দ্রষ্টব্য।)

পরনিন্দা।

তুলসী জে কীরতি চহহিঁ পরকী কীরতি খোই।
তিনকে মুঁহ মসি লাগিহৈ মিটিহি ন মরিহৈ ধোই॥ (তুলসীদাস)

অপরের কীর্ত্তি বিনষ্ট করিয়া
নিজ-কীর্ত্তি যেবা প্রতিষ্ঠিতে চায়,
মুখেতে এমন কালি পড়ে তার,
মরিলেও তাহা ধুইয়া না যায়॥

পরদ্রোহী পরদার রত, পরধন পর-অপবাদ।
তে নর পামর পাপময়, দেহ ধরে মনুজাদ॥ (তুলসীদাস)

যেবা পরদ্রোহী, পরদার-রত,
পর-নিন্দাকারী, চাহে পর-ধন,
সে নর পামর অতি পাপময়,
রাক্ষস শরীর করে সে ধারণ॥

নিন্দক বেচারা মর্ গয়া, কবীরা বৈঠকে রোয়।
পাপ সাফা করতা থবি, যারসা ময়লা ধোয়॥ (কবীর)

নিন্দক বেচারা মরিয়া গিয়াছে, কবীর কাঁদিতেছে বসিয়া।
ধোয় যথা ধোপা মলিন বসনে, সে দিত পাপ সাফ করিয়া॥

টীকা। উপরের দোহাদ্বয়ের সহিত এই দোহার ও পরবর্ত্তি দোহাদ্বয়ের সামঞ্জস্য এই যে, নিন্দুক নিজে কষ্ট পায় বটে, কিন্তু নিন্দার দ্বারা নিন্দিত উপকৃত হয়। কারণ, সে তাহার নিজের দোষ সংশোধন করিতে পারে।

কবীর নিন্দক মত মরে, জীবে আদ অনাদ।
হামৃত সদগুরু পাইয়া, নিন্দক কি পরসাদ॥ (কবীর)

কবীর কহিছে—ম'রোনা নিন্দুক বেঁচে থাক তুমি চিরকাল।
আমি তো তোমার প্রসাদে পেয়েছি সদ্গুরু অতি দীনদয়াল॥

নিন্দক দূর না কিজৈ, কিজৈ আদর মান।
নির্মল তনমন সব করে, বকে আনহি আন॥ (কবীর)
রাগ ক'রে নিন্দুকে দূর ক'রে দিওনা,
কর তুমি তাহার আদর-সম্মান।
দেহ-মন সকলি নিরমল করে সে,
বিঁধিয়া হাড়ে হাড়ে বচনের বাণ॥

দাতা ও যাচক।

—::—

অমর দানি যাচক মরহি, মরি মরি ফিরি ফিরি লেঁহি।
তুলসী যাচক পাতকী, দানহি দূষণ দেহি॥ (তুলসীদাস)
যাচক পাতকী বড়, দাতাদেরো দোষ দেয়,—
জন্মমৃত্যুভোগ তার হয় বার বার।
জন্মে জন্মে ভিক্ষা ক'রে কষ্টে তার দিন যায়
দাতা কিন্তু অমরত্ব লভে অনিবার।

মাঁগন মরন সমান হৈ, মতি কোই মাঁগো ভীখ।
মাঁগন তেঁ মরনা ভলা, য়হ সতগুরুকী সীখ॥ (কবীর)
ভিক্ষা মাগা হয় মরণ-সমান,
মাগিও না ভিক্ষা যেন কোন জন।
শ্রীগুরুর কাছে শিখেছি এ কথা—
ভিক্ষা করা হ'তে উত্তম মরণ॥

ভাব গই আদর গয়া, নৈনন গয়া সনেহ।
য়ে তিনো তবহী গয়ে, জবহি কহা কছু দেহ॥ (কবীর)
ভাব চ'লে যায়, আদর মিলায়,
স্নেহ-দৃষ্টি যায় ছাড়িয়া নয়ন—
কাহারো নিকটে কিছু যদি চাও
এ তিন তখনি করে পলায়ন॥

মর জাঁউ মাগুঁ নাহি, আপনা তনকে কাজ।
পরমারথকে কারণে, মোঁহি না আওয়ে লাজ॥ (কবীর)
না খেয়ে মরিব, তবু না মাগিব
আপন দেহের কারণে;
এ মোর হৃদয়ে লাজ নাহি রহে
পরের লাগিয়া চাহনে॥

আশা ও তৃষ্ণা।

—::—

তুলসী অদ্ভুত দেবতা, আসা দেবী নাম।
সেয়ে সোক সমর্পহি, বিমুখ ভয়ে অভিরাম ॥ (তুলসীদাস)

জেনে রাখ, তুলসী! কী অদ্ভুত দেবতা
আশা-নাম-ধারিণী এ জগতে হয়।
সমস্ত দিবে যেন,—এই ভাব দেখা'য়ে,
বঞ্চিত করি' শেষে করে শোকময় ॥

কী ত্রিষ্ণা হৈ ডাকিনী, কী জীবনকা কাল।
ঔর ঔর নিসি দিন চহৈ, জীবন করৈ বিহাল ॥ (কবীর)

কী মহা ডাকিনী হয় এই তৃষ্ণা,
জীবনের কালরূপিনী করাল!
আরো, আরো, আরো, নিশিদিন চাহে,
জীবনেরে ফেলে করিয়া বেহাল ॥

ত্রিষ্ণা অগ্নি প্রলয় কিয়া, তৃপ্ত ন কবহুঁ হোয়।
সুর নর মুনি ঔ রঙ্ক সব, ভস্ম করত হৈ সোয় ॥ (কবীর)

প্রলয় করে এ তৃষ্ণার অনল, তৃপ্ত তাহা কভু কিছুতে না হয়।
সুর নর মুনি দরিদ্র ফকীর, ভস্ম সকলেরে করে সে নিশ্চয় ॥

বহুত পসারা মত করো, করো থোড়েকি আস।
বহুত পসারা জিন কিয়া, তেভি গয়ে নিরাস ॥ (কবীর)

ক'রো না, ক'রো না বহু আশা কভু,
ক'রো তুমি সদা অল্পেরই আশ।
মনে বহু আশা যেই করিয়াছে,
তারেই হ'য়েছে হইতে নিরাশ ॥

কাল ন সূঝৈ কন্ধ পর, মন চিতবৈ বহু আস।
দাদূ জীব জানে নহী, কঠিন কালকী ফাঁস ॥ (দাদূ)

বুঝেনা যে কাল কাঁধে চ'ড়ে আছে,
করে সদা মনে বহুতর আশ।
জানে না, হায়রে, মূঢ় জীবগণ
কত যে কঠিন সে কালের ফাঁস ॥

নামহি ছোটা জানি কৈ, দুনিয়া আগে দীন।
জীবনকো রাজা কহৈ, ত্রিষ্ণাকে আধীন ॥ (কবীর)

নামে ছোট বস্তু মনে করিয়া সে
দুনিয়ার কাছে রহে অতি দীন,

আর, শ্রেষ্ঠ কহে ভোগের জীবনে,
তৃষ্ণার যেজন হ'য়েছে অধীন ॥

আসা বেলী কর্ম বন, বাঢ়ত মনকে সাথ।
ত্রিস্না ফুল চৌগানমে, ফল করতা কে হাথ ॥ (কবীর)
কর্ম্ম-বন-মাঝে আশার লতিকা
মন সহ সদা বাড়িতেই রয়।
তৃষ্ণা-ফুল ফুটে বাগানেতে কত,
ফল কিন্তু কর্ত্তা না দিলে না হয় ॥

দেহ ছুটে মনমে রহৈ, সহজো জৈসী আস।
দেহ জন্ম তৈসী মিলৈ, তৈসে হী ঘর বাস ॥ (সহজোবাই)
এই দেহ যাইবার কালে মনোমাঝে,
রহে যার যেইমত আশার বিলাস,
পর-জন্ম-দেহ তার সেইমত মিলে,
সেইমত গৃহে হয় তাহার নিবাস ॥

জ্যোঁ কিরপিন বহু দাম হী, গাড়ি জিমীঁকে নীচ।
সদা বাহি তকতৈ রহৈ, সুরতি রহৈ তা বীচ ॥
তন ছুটে হো সরপ হী, জা বৈঠে বা ঠৌর।
জহাঁ আস তহঁ বাস হৈ, কহুঁ ন ভরমৈ ঔর ॥ (চরণদাস)
মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত করিয়া
বহু ধনরত্ন, কৃপণ যেমন।
সতত থাকিয়া তার প্রহরায়—
প্রাণ রাখি' তার কাছে অনুক্ষণ—
মরিবার পরে ভুজঙ্গ হইয়া
সেই স্থানেতেই করে অবস্থান,
আশা অনুরূপ বাস পায় নর,
কভু অন্য স্থানে করেনা প্রয়াণ ॥

কবীর যোগী জগদ্‌গুরু, তজৈ জগতকী আস।
জো জগকী আসা করৈ, তো জগৎ গুরু উহ দাস ॥ (কবীর)
সেই যোগী, কবীর, জগদ্‌গুরু হন
করেন ত্যাগ যিনি জগতের আশ।
করেন যদি তিনি আকাঙ্খা জগতের,
জগৎ গুরু তাঁর, তিনি তার দাস ॥

টীকা। প্রকাশের একটু বিভিন্ন ভঙ্গীতে তুলসীদাসও নিম্নলিখিত দোহাটিতে এই কথাই বলিয়াছেন।

তবলগি জোগী জগত-গুরু, জবলগি রহৈ নিরাস।
জব আসা মনমে জগী, জগত গুরু উহ দাস ॥ (তুলসীদাস)

যোগী ততদিনই জগদ্গুরু বটে,
যতদিন তাঁহার নাহি রহে আশ।
আশা তাঁর মনেতে জাগরিত হইলে,
জগৎ গুরু তাঁর তিনি তার দাস ॥

কাম-ক্রোধ-লোভ।

—::—

তাত তীন অতি প্রবল খল, কাম ক্রোধ অরু লোভ।
মুনি বিজ্ঞান নিধান মন, করহিঁ নিমিষ মহঁ ক্ষোভ ॥ (তুলসীদাস)
অতীব প্রবল অতিশয় খল
বৈরী এই তিন—কাম ক্রোধ লোভ।
বিজ্ঞানে নিহিত মুনির মনেও
নিমেষের মাঝে জনমায় ক্ষোভ ॥

কামী মতি ভিইল সদা, চলৈ চাল বিপরীত।
সীল নহীঁ সহজো কহৈ, নৈনন মাহি অনীত ॥ (সহজীবাই)
ভ্রষ্ট হয় মতি কামীর সতত,
বিপরীত চালে তাহার চলন।
শীল নাহি তার, কহিছে সহজী,
অনীতিতে ভরা তাহার নয়ন ॥

কাম কাম সব কোই কহৈ, কামন চিন্হৈ কোয়।
জেতী মনকী কল্পনা, কাম কহাবৈ সোয় ॥ (কবীর)
কাম কাম সকলে কহিয়া থাকে বটে,
কাম কি তা' কাহারো জানা নাহি রয়।
মনোমাঝে উদিত কল্পনা হয় যত
সেই সমুদয়ের নাম কাম হয় ॥

সহকামী দীপক দসা, সোখৈ তেল নিবাস।
কবীর হীরা সন্ত জন, সহজৈ সদা প্রকাস ॥ (কবীর)
সকাম জনগণ দীপের মত হয়,
জ্বলে নাকো তেল না করিলে শোষণ।
হীরকের সমান হয়েন সন্তগণ,
সহজ-সমুজ্জ্বল সদা তাঁরা র'ন ॥

কবীর কামী পুরুষ কা, সংসয় কবহুঁ ন যায়,
সাহিব সে অলগী রহৈ, যা কে হিরদে লায় ॥ (কবীর)
কবীর কহিতেছে— কামীজনগণের
কিছুতেই সংশয় কদাপি না যায়।

প্রভুর সাথে কিছু সংস্রব নাহি তার,
অনল হিয়া তার জ্বালায় পুড়ায় ॥

মোহ ন অন্ধ কীন্হ কেহি কেহী, কো জন নচাব ন জেহা।
তৃষ্ণা কেহি ন কীন্হ বৌরহা, কেহিকর হৃদয় ক্রোধ নহি দহা ॥
জ্ঞানী তাপস সূর কবি কোবিদ গুন আগার।
কেহি কৈ লোভ বিড়ম্বনা কীন্হি ন এহি সংসার ॥ (তুলসীদাস)

জগতে মোহ কারে অন্ধ নাহি করিল ?
নাচাইল না কাম কাহারে হেথায় ?
তৃষ্ণায় কাহারে বা করিল না পাগল ?
জ্বলে নাই কার হিয়া ক্রোধের জ্বালায় ?
তাপস, জ্ঞানী, বীর, কবি আর পণ্ডিত,
সকলেই যাহারা গুণের আগার,
তাহাদের কাহারে বিড়ম্বিত করেনি
লোভের বশীভূত করি' এ সংসার ?

অব হৌ নাচ্যো বহুত গোপাল ॥
কাম ক্রোধ কো পহিরি চোলনা কণ্ঠ বিষয় কী মাল।
মহা মোহ কে নপুর বাজত, নিন্দা সবদ রসাল ॥
তৃষ্ণা নাদ করত ঘট ভীতর, নানা বিধি কী তাল।
মায়া কী কটি ফেটা বাঁধ্যো, লোভ তিলক দিয়ো ভাল ॥
কোটিক কলা নাচ দিখরাই, জল থল সুধি নহি কাল।
সুরদাস কী সভী অবিদ্যা, দূর করো নন্দলাল ॥ (সুরদাস)

খুব নাচ নাচিতেছি এবে, হে গোপাল,
কাম আর ক্রোধের বেশ-ভূষা প'রেছি,
গলায় ঝুলায়েছি বিষয়ের মাল।
মহা-মোহ-গঠিত নূপুর বাজে পায়,
নিন্দা শব্দ তাহার অতীব রসাল ॥
তৃষ্ণা নিনাদিছে শরীরের ভিতর,
পড়িতেছে তাহাতে নানাবিধ তাল।
মায়ার কটিবন্ধ কোমরে আঁটিয়াছি,
সাজায়েছি লোভের তিলকে কপাল ॥
কোটি নৃত্য-কলার নর্ত্তন দেখাতেছি,
পাশরিয়া গিয়াছি জল-স্থল-কাল।
এই সুরদাসের অবিদ্যা সমুদয়
সত্বর দূর কর, শুন নন্দলাল !

কুকর জ্যো ভূসত ফিরৈ, তামস মিলবাঁ বোল।
ঘর বাহর দুখ রূপ হৈ, বুধি রহৈ ডাঁবাডোল ॥ (সহজোবাই)

কুকুরের মতই ঘেউ ঘেউ ক'রে সে,
ঘুরে ফিরে কহিয়া বাক্য জ্বালাময়,
ঘরে আর বাহিরে দুঃখই দেয় পায়,
বুদ্ধি তার সতত বিপর্য্যস্ত রয়॥

ক্রোধ অগ্নি ঘর ঘর বেড়ি, জলে সকল সংসার।
দীন লীন নিজ ভক্তিমে, তিনূ কো নিকট উবার॥ (কবীর)
ভীষণ ক্রোধানল প্রতি গৃহ বেড়িয়া
সমুদয় সংসার জ্বালায় পোড়ায়।
দীনহীন যেজন লীন নিজ ভক্তিতে,
সে অনল তাঁহার নিকটে না যায়॥

কোটী রকম লাগ রহে, এক ক্রোধ কি লার।
কৃয়া করায়া সব গেয়া, যব আয়া অহঙ্কার॥ (কবীর)
ক্রোধ হয় বারুদ; অলক্ষ্যে তার সাথে
ক্রিয়া কর্ম্ম যতেক লাগি' সদা রয়।
অহঙ্কার আসিয়া সে বারুদ জ্বালা'লে,
ক্রিয়া কর্ম্ম সকলি ভস্মীভূত হয়॥

সহজো ক্রোধী অতি বুরো, উলটী সমঝৈ বাত।
সবহী সূঁ ঐঁঠো রহৈ, করৈ বচনকী ঘাত॥ (সহজীবাই)
অতীব মন্দ হয় ক্রোধবশ মানব,
উল্টা অর্থ করে সে সকল কথার।
পরুষ ভাব তার সবার প্রতি রহে,
বাক্য-বাণে বিঁধে সে প্রাণ সবাকার॥

দসো দিসা সে ক্রোধকী, উঠী অপরবল আগি
সীতল সঙ্গতি সাধকী, তহাঁ উবরিয়ে ভাগি॥ (কবীর)
দশ দিক হইতে উঠিতেছে ক্রোধের
অতিশয় প্রবল অনল-উদ্গার।
সাধুজন-সঙ্গতি সুশীতল, সেখানে
পলাইয়া বাঁচাও প্রাণ আপনার॥

লষন কহেউ হঁসি সুনহু, মুনি ক্রোধ পাপ কর মূল।
জেহি বস অনুচিত করহিঁ, চরহিঁ বিশ্ব প্রতিকূল॥ (তুলসীদাস)
হাসিয়া লক্ষণ ক'ন— শুনুন আমার কথা,
সমুহ পাপের, মুনি, ক্রোধ হয় মূল।
ক্রোধ-বশীভূত লোক করে কাজ অনুচিত
আচরণ ক'রে থাকে বিশ্ব-প্রতিকূল॥

টীকা। "রামচরিত মানসে" শ্রীপরশুরামের প্রতি লক্ষণ-বাক্য।

সহজি, জগমে ইওঁ রহে, যেঁও জিহ্বা মুখ মাহি।
ঘিউ ঘনা ভচ্ছণ করে, তওভি চিকনে নাহি॥ (সহজীবাই)

সহজো! জগতে সেইমত রহ, যাহাতে রসনা মুখ-মাঝে রয়।
ঘৃত চিনি কত করিছ ভক্ষণ, তবু চাকচিক্য তার নাহি হয়॥

নখ বিনু কাটা দেখে, সির ভরি জটা দেখে।
যোগী কাণ কাটা দেখে, ছার ল'য়ে তনুমে॥
মৌনী অনুবোল দেখে, সেওড়া জিব ছোল দেখে,
কত্তো কলেল দেখে বনখণ্ডী খনুমে॥
বীর দেখে, সূর দেখে, গুণী আউর ফুড় দেখে,
মায়াকে পুর দেখে ভুল রহে ধনমে।
আদি অন্ত সুখী দেখে, জনমহীকে দুখী দেখে,
পর্ ওয়ে ন দেগে, জিনুকে লোভ নাহি মনমে॥ (অজ্ঞাত)

লম্বা লম্বা নখ দেখি, শির-ভরা জটা দেখি,
কাণ-ফোঁড়া যোগী দেখি ভস্ম-মাখা দেহেতে।
মৌনব্রতধারী দেখি, মুণ্ডিত-মস্তক দেখি,
কত ক্লেশ পায় দেখি তপস্যায় বনেতে॥
বীর দেখি, শূর দেখি, গুণী আর মূর্খ দেখি,
মায়াপুরী দেখি, যাহা ভুলিয়ে রাখে ধনেতে।
আদি-অন্ত-সুখী দেখি, জন্মাবধি-দুঃখী দেখি,
কিন্তু নাহি দেখি যার লোভ নাহি মনেতে॥

মক্ষী বয়ঠি সহদ পর, পাংখা লটপটাই।
ঝট্পটায় আউর শির ধুনে লোভ বড়ি বালাই॥ (কবীর)

বসে যবে মক্ষিকা আসিয়া মধু পরে,
যায় পাখা তাহার জড়াইয়া তায়।
ঝটপট করিয়া আর মাথা চালিয়া,
মরে সে, লোভ বড় বালাই ধরায়॥

গুরু লোভী সিখ লালচী, দোনো খেলে দাঁও।
দোনো বপুরা ডুব মরে, চড়ে পাথরকে নাও॥ (অজ্ঞাত)

গুরু লোভী, শিষ্য লালসায় ভরা, ভব-বারি যদি পাড়ি দিতে যায়,
উভয়েই মরে ডুবিয়া তাহাতে, চড়িয়া যেমন পাথরের নায়॥

জব মন লাগা লোভসে, গয়া বিষয়মে মোয়।
কহৈ কবীর বিচারি কৈ, কস ভক্তি ধন হোয়॥ (কবীর)

লোভের বশীভূত হ'লে পরে মানব,
বিষয়েই তাহার ম'জে যায় মন।
কহিতেছে কবীর, বিচারিয়া হিয়ায়—
মিলিবে কেমনে বা তার ভক্তিধন?

নীচ লোভ জা ঘট বসৈ, ঝূঠ কপট দুঁ কাম।
বৌরায়ো চহুঁ দিসি ফিরৈ, সহজো কারণ দাম॥ (সহজীবাই)

নীচ লোভ রহে মনেতে যাহার,
মিথ্যা-কপটতা করে সে আশ্রয়;
পাগলের মত ঘুরে চারিদিকে,
উদ্দেশ্য—কেমনে লাভ কিছু হয়॥

দ্রব্য হেত হরি কুঁ ভজৈ, ধনহীকী পরতীত।
স্বারথ লে সবহুঁ মিলৈ, অন্তরকী নহি প্রীত॥ (সহজীবাই)

হরি ভজে শুধু দ্রব্য-লাভ তরে
ধনই কেবল বুঝেছে সে সার।
স্বার্থ লাগি মিশে সবাকার সাথে,
অন্তরেতে প্রীতি নাহিক তাহার॥

লোভকে ইচ্ছা দম্ভ বল, কামকে কেবল নারী।
ক্রোধকে পরুষ বচন বল, মুনিবর কহহিঁ বিচারি॥ (তুলসীদাস)

ইচ্ছা ও দম্ভ হয় লোভের বিবর্দ্ধক,
কামের বল বটে শুধু নারীগণ।
মুনিবর কহেন বিচারিয়া মনেতে,
ক্রোধের বল হয় পরুষ বচন॥

টীকা। বল=প্রবলতা বর্দ্ধক।

বিষ-ফল।

নারী পুরুষ সবহী সুনো, য়হ সতগুরুকী সাখী।
বিষফল ফলে অনেক হৈঁ, মৎ কৈ দেখো চাখি॥ (কবীর)

নরনারীগণ! তোমরা সকলে
সদ্‌গুরুদেবের শুন এ বচন—
বিষ-ফল বহু ফলিয়া র'য়েছে,
চাখিয়া দেখোনা কেহ কদাচন॥

জিন খায়া সোই মুয়া, গন গন্ধর্ব্ব বড় ভূপ।
সদ্‌গুরু কহৈ কবীরসে, জগমে জুগতি অনূপ॥ (কবীর)

যেই খাইয়াছে সেই মরিয়াছে,
গন্ধর্ব্ব ভূপাল আদি জীবগণ।
সদ্‌গুরু কহিলা কবীরের কাছে
জগতের মাঝে কথা অনুপম॥

টীকা। "এ সংসার-মাকালে ভুলিব না আমি আর,
খাইয়া দেখেছি মাগো, নাহি তাহে কোন সার।" —রামলাল দত্ত।

জীব-হিংসা।

—ঃঃ—

বকরী পাতি খাতী হ্যায়, তাকো কাঢ়ো খাল।
যো বকরীকো খাত হ্যায়, তাকো কোন্ আহওয়াল॥ (অজ্ঞাত)

ছাগ-ছাগী খায় ঘাস-পাতা, যদি লোকে তাহাদের ছাড়ায় ছাল,
চাগ-ছাগী যারা খায়, তাহাদের হইবে তা' হ'লে কেমন হাল॥

টীকা। হাল=অবস্থা, দশা।

কহতা হুঁ কহ যাতা হুঁ, কহা যো মান হামার।
যাকো গলা তোম্ কাটি হো, সো কাটি হৈ তোমহার॥ (কবীর)

কহিতেছি আমি, কহিয়া যেতেছি—
মানো তুমি কথা যদ্যপি আমার—
তুমি যার গলা কাটিবে, নিশ্চয়
সে আবার গলা কাটিবে তোমার॥

খোষ খানা খিচড়ী, তাসে পড়ে টুক নুন।
মাসা পরায়া খায় কর, গলা কাটাওয়ে কৌন্॥ (কবীর)

খোষ-খানা খিচুড়ী, তাহাতে একটুকু
নুন দিয়া সন্তোষে করহ আহার।
মিছামিছি পরের মাংস করি' ভোজন,
কেবা চায় কাটা'তে গলা আপনার?

হন্সা বগ্লা এক রং, মানসরবর মাহি।
বগুলা ঢুঁডে মচলি, হন্সা মতি খাহি॥ (কবীর)

সমান বর্ণ হয় হংস আর বকের,
মানস-সরোবরে বিচরে উভয়।
কিন্তু মুক্তা ভক্ষণ হংসই ক'রে থাকে,
মৎস্যের অন্বেষণে বক ব্যস্ত রয়॥

পহিলে এ মন কাগ্ থা, করতা জীবন ঘাত।
অব্ মন হন্সা ভয়া, মতি চুন চুন খাত॥ (কবীর)

কাক ছিল আগে আমার এ মন, লাগিয়া থাকিত জীবহত্যায়।
সেই মন হংস হইয়া এখন বাছিয়া বাছিয়া মুকুতা খায়॥

বহু আহার ও নিদ্রা।

—ঃঃ—

জো পবৈ সোই চরৈ, করৈ নহী পহিচান।
পীঠ লদৈ হরি না জপৈ, তা কুঁ খর হী জান॥ (চরণদাস)

যাহা পায় তাই খেয়ে ফেলে সব, খাদ্যাখাদ্য নাহি করিয়া বিচার,
পৃষ্ঠে ভার বহে, হরি নাহি জপে যেজন, গর্দ্দভ নাম সাজে তার ॥

বহুতা কিয়ে অহার হী, মৈলী রহী জো বুদ্ধি।
হরিকে নির্ম্মল নামকী, কৈসে আবৈ সুদ্ধি॥ (চরণদাস)

বহুতর ভোজন ক'রে থাকে যেজন,
বুদ্ধি তার সতত বিমলিন রয়।
নির্ম্মল হরি-নাম লইবার মতন
চিত্ত-শুদ্ধি তাহার কেমনে বা হয়?

সূচ্ছম ভোজন খাইয়ে, রহিয়ে না পরি সোয়।
ঐসী মানুষ দেহ কঁ, ভক্তি বিনা মত খোয় ॥ (চরণদাস)

বিচারিয়া সতত কর লঘু আহার,
থাকি'ওনা শুইয়া পড়িয়া হেলায়।
হরি-ভক্তি লভিতে যত্ন নাহি করিয়া
দিওনা নর-দেহ যাইতে বৃথায় ॥

আধি অরু রুখি ভলী, সারি সো সন্তাপ।
যো চাহেগা চোপড়ী, তো বহুত করেগা পাপ ॥ (কবীর)

আধ-পেটা রুখা-শুখা খাও তুমি তুষ্ট মনে,
পেট-ভরা খেলে হবে রোগ মনস্তাপ।
আর যদি চাহ তুমি চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয়,
তা' হ'লে তোমার করা হবে ভারি পাপ ॥

টীকা। এই ব্যবস্থা আয়ুর্ব্বেদ-সঙ্গতও বটে। সিকি পেট জলের জন্য ও সিকি পেট বায়ু চলাচলের জন্য রাখিয়া আহার করাই আয়ুর্ব্বেদের ব্যবস্থা।

অহার করে মন ভাবতা, জিহ্বা কেরে স্বাদ।
নাক তলক পূরণ ভরে কো, কহিয়ে পরসাদ ॥ (কবীর)

রসনার তৃপ্তির লাগি করি' আহার
লোকে নিজ মনের পূর্ণ করে সাধ।
শ্বাস রোধ হ'বার মত প্রায় ঠাসিয়া
বলিতে থাকে মুখে—"পাইনু প্রসাদ!"

রুখা শুখা খায় কর, ঠাণ্ডা পানি পী।
দেখ পরায়া চোপড়ী, ক্যোঁ লালচায় জী ॥ (কবীর)

রুখা-শুখা খাদ্য আহার করিয়া, সুখে সুশীতল জল কর পান।
পরের উত্তম আহার্য্য দেখিয়া, লালসায় কেন কাতর পরাণ?

কবীর সাঁই মুঝকো, রুখি রুটী দেহ।
চোপড়ী মাঙ্গত মৈঁ ডরুঁ, মত রুখি ছিন লেহ ॥ (কবীর)

কবীর কহিছে—ওহে প্রভু! তুমি আমারে কেবল শুষ্ক রুটী দাও।
চাহিতে ডরাই উত্তম আহার, শুষ্ক রুটী পাছে ছিনাইয়া নাও ॥

অন পানী আহার হৈ, স্বাদ সংগ নহিঁ খায়।
জো চাহৈ দীদার কো, তো চুপড়ী চখৈ বলায়॥ (কবীর)
সাদা-সিধা অন্ন জল মূল বস্তু আহারের,
মশলায় স্বাদু ক'রে ক'রোনা ভোজন।
পাইতে মহিমাময় প্রভুরে যে চায়, যেন
সে উত্তম-খাদ্য-লোভ করে সম্বরণ॥

টীকা। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—
"ভাল না খাইবে আর ভাল না পরিবে, অমানী মানদ হ'য়ে হরিনাম নিবে"
—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

সোবনমেঁ নহিঁ খোইয়ে, জনম পদারথ পায়।
চরণ দাস হৈ জাগিয়ে, আলস সকল গঁবায়॥ (চরণদাস)
পেয়েছ যদি এই নর-জন্ম দুর্ল্লভ,
নিদ্রায় প'ড়ে থেকে খোয়ায়োনা তায়।
জাগ্রত থাক তুমি দাস হ'য়ে, চরণ,
আলস্য সমুদয় করিয়া বিদায়॥

টীকা। দাস=ভগবদ্দাস।

মদ।

—::—

ঔগুন কহুঁ সরাবকা, জ্ঞানবন্ত সুনি লেয়।
মানুষ সে পশুয়া করৈ, দ্রব্য গাঁঠিকা দেয়॥ (কবীর)
মদের কত দোষ কহিতেছি প্রকাশি',
জ্ঞানবান লোকেরা করহ শ্রবণ।
মানুষেরে পশুবৎ করিয়া দেয় যাহা,
পয়সা দিয়া লোকে করে তা গ্রহণ॥

অমল অহারী আত্মা, কবহুঁ ন পাবৈ পারি।
কহৈ কবীর পুকারি কৈ, ত্যাগো তাহি বিচারি॥ (কবীর)
সুরা পিয়ে যাহারা, তাহারা কখনও
হইতে পারিবেনা ভববারি পার।
এই কথা বিচারি', ত্যজ তাহা সকলে,—
উচ্চৈঃস্বরে কবীর করিছে প্রচার।

মদ তো বহুতক ভাঁতি কা, তাহি ন জানৈ কোয়।
তনমদ মনমদ জাতিমদ, মায়ামদ সব লোয়॥
বিদ্যামদ ঔর গুনহুঁ মদ, রাজমদ উনমদ্দ।
ইতনে মদকো রদ করৈ, তব পাবৈ অনহদ্দ॥ (কবীর)

সংসারে মদ আছে অনেক রকমের,
লোকেরা নাহি জানে তাদের প্রকাব।
শরীব ও মনের মদেতে নেশা বড়,
নহেক কম মদ জাতি ও মায়াব ;
বিদ্যার মদ, আর গুণ-মদ তেমনি,
রাজা-মদ, উন্মদ—মদ এত রয়।
এতেক প্রকারেব মদ বদ করিলে,
লব্ধ হয় অসীম, নচেৎ তো নয়॥

টীকা। রদ=পরিত্যাগ। রাজ্য মদ—বিষয়-সম্পত্তি-রূপ মদ।

এই দোহাদ্বয়ে কবীর আট প্রকার মদের কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে শেষেরটী, অর্থাৎ "উনমদ্দ", সাধারা মদ্যকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে।

"মদ্য সম্বন্ধে অবধূত গীতার উক্তি এইরূপ—
গোড়ী মাধ্বী তথা পৈষ্টী বিজ্ঞেয়া ত্রিবিধা সুরা।
চতুর্থী স্ত্রী সুরা জ্ঞেয়া যয়েদং মোহিতং জগৎ॥"

এই উপলক্ষ্যে "নাম রসায়ন' ও 'নামের মাতাব' সম্বন্ধে কবীরের ও "প্রেমের পেয়ালা সম্বন্ধে তাঁহাব ও অন্যান্য সন্তগণের সরস উক্তি যথাক্রমে প্রথম খণ্ডের ২৫২, ২৬৩ ও ৯৬—৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

তন মদ ধন মদ রাজ মদ, অন্ত কাল মিটি জায়।
জিনকে মদ তেরো প্রভু, তেহি যম কাল ডেবায়॥ (দয়াবাই)

তনু-ধনবত্ন-মদ আব বাজ্যাদিব মদ,
সব মদ অন্ত-কালে ঘুচে, প্রভু, যায।
কিন্তু তব প্রেম-মদে উন্মত্ত যে জন হয়,
কাল-যম সততই তাহারে ডরায়॥

মান ও অহঙ্কার।

—::—

কবীর অহং অগ্নি হিবদা দহে, গুরুতে চাহে মান।
তিন্‌হকো যম নেওতা দিয়া, তোম হোও সেরে মেজমান॥ (কবীর)

অহঙ্কাব-অনলে হৃদয় দহে যার,
চাহে গুরু হইতে মান যাব মন,
হে কবীর! তাহারে যম নিজ আলযে
সত্বর যাইবার দেন নিমন্ত্রণ॥

টীকা। গুরু হইতে=গুরুর নিকট হইতে।

কহৈ কবীর তজি ভরমকো, নন্‌হা হৈ কে পীব।
তজি অহং গুরু চরণ গহু, যমতে বাঁচে জীব॥ (কবীর)

কহিছে কবীর— ভ্রম পরিহরি'
"অহং" ত্যজি দীন হইয়া হিয়ায়,
গুরুর চরণ করিলে গ্রহণ
যম-পাশ হ'তে জীব রক্ষা পায় ॥

কবীর গর্ব্ব ন কীজিয়ে, কাল গহে কর কেস।
না জানৌ কিত মারিহৈ, ক্যা ঘর ক্যা পরদেস ॥ (কবীর)

গর্ব্ব করিওনা কদাচ, কবীর! কাল ধ'রে আছে কেশ যে তোমার।
ঘরে বা প্রবাসে কোথায় মারিবে, জানা নাহি যায় কিছুই তাহার ॥

দূলন যহি জগ আই কৈ, কা কো রহো দিমাক।
চন্দ রোজ কো জীবনা, আখির হোনা খাক ॥ (দূলনদাস)

হে দূলন! এই জগতে আসিয়া অহঙ্কারে ফুলে র'য়েছ কেন?
অল্প দিন হেথা জীবন তোমার, ভস্ম হবে দেহ আখেরে জেনো ॥

জ্ঞানী মূল গঁবাইয়া, আপ ভয়ে করতা।
তা তেঁ সংসারী ভলা, যো সদা রহৈ ডরতা ॥ (কবীর)

অভিমানী জ্ঞানী মূল খোয়ায়েছে, নিজে কর্ত্তা হ'য়ে প'ড়েছে মায়ায়।
তাহা হ'তে ভাল সংসারী, যাহারা ভয়ে ভয়ে সদা রহে এ ধরায় ॥

এক সীসকা মানবা, করতা বহুতক হীস।
লঙ্কাপতি রাবন গয়া, বীস ভুজা দস সীস ॥ (কবীর)

মাত্র এক মাথা মানবের, কিন্তু
স্পর্দ্ধার অবধি নাহি দেখি তার।
লঙ্কেশ রাবন গিয়াছে চলিয়া,
কুড়ি হাত দশ মাথা ছিল যার ॥

তীন লোক নৌ খণ্ড মে, গুরু তে বড়া ন কোই।
করতা করৈ ন করি সকৈ, গুরু করৈ সো হোই ॥ (কবীর)

তিন লোক আর নয় খণ্ড মাঝে গুরু হ'তে বড় আর কেহ নাই।
কর্ত্তা নাহি করে, করিতে পারেনা, গুরু যা' করেন হ'য়ে থাকে তাই ॥

টীকা। কর্ত্তা=কোনও কাজের কর্ত্তা রূপে প্রতিভাত ব্যক্তি।

জহঁ আপা তহঁ আপদা, জহঁ সংসয় তহঁ সোগ।
কহ কবীর কৈসে মিটৈ, চারো দীরঘ রোগ ॥ (কবীর)

অহঙ্কার যথা তথায় আপদ,
সেইখানে শোক যেখানে সংশয়।
কহ রে কবীর! কেমনে যাইবে
চারি দীর্ঘ রোগ বহু কষ্টময়?

জগ মেঁ বৈরী কোই নহী, জো মন শীতল হোয়।
ইয়া আপা কো ডারি দে, দয়া করৈ সব কোয় ॥ (কবীর)

আপনার মন শীতল হইলে, জগতে কেহই শত্রু নাহি রয়।
এই অহঙ্কার কর পরিহার, তব প্রতি সবে হইবে সদয় ॥

ভক্ত রু ভগবন্ত একহৈ, বুঝত নহী অজ্ঞান।
সীস নয়াবত সন্ত কো, বড়া করৈ অভিমান ॥ (কবীর)

এক হ'ন ভক্ত আর ভগবান, এ কথা বুঝিতে পারেনা অজ্ঞান।
সাধুর নিকটে মাথা নোয়াইতে হয় তার মনে বড় অভিমান ॥

সীস নবাবৈ সন্ত কো, সীস বখানৌ সোই।
পণ্টু জো সির না নবৈ, বিহতর কদ্দু হোই ॥ (পণ্টু)

সাধুর নিকটে বিনত যে শির,
শির বলি' আমি বাখানি যে তায়।
যে শির নাহিক করে নমস্কার,
অতীব কদর্য্য তারে দেখা যায় ॥

জদপি প্রথম দুখ পাবৈ, রোবৈ বাল অধীর।
ব্যাধি নাস হিত জননী, গনৈ ন সিসু পীর ॥
তৌঁ্যা রঘুপতি নিজ দাস কর, হরহি মান হিত লাগি।
তুলসীদাস ঐসে প্রভুহিঁ, কস ন ভজহু ভ্রম ত্যাগি ॥ (তুলসীদাস)

যদ্যপি প্রথমেতে দুঃখ পায় বালক,
অধীর হ'য়ে বড় করে সে রোদন,
সে দুঃখেরে জননী দুঃখ নাহি গণেন,
শিশুর ব্যাধিনাশ-হিতের কারণ ॥
তেমন রঘুপতি আপনার দাসের
হরিয়া লন মান হিতের কারণ।
তুলসীদাস! হেন প্রভুরে তুমি কেন
ভ্রম ত্যাগ করিয়া করনা ভজন ?

কাম আদি মদ দম্ভ নহি, যাকে উরমে আয়।
যত নিরন্তর হোত হৈ, বশ তাকে রঘু রায় ॥ (তুলসীদাস)

কাম মদ দম্ভ আদি রিপুগণ নাহি আসে কভু হৃদয়ে যার,
সংযত যে জন রহে নিরন্তর, রঘু-রায় হন বশীভূত তার ॥

হরিজন কো উঁচা নবৈ, উট জনমকী হোয়।
তিন জগহ টেঢ়া ভয়া, উঁচা তাকৈ সোয় ॥ (কবীর)

উট-জন্ম পায় সে হরি-জনে যে জন
মাথা উঁচু করিয়া করে নমস্কার।

উঁচু দিকে তাহারে থাকিতে হয় চেয়ে,
দেহের তিন স্থান বাঁকা হয় তার ॥

তীন লোক নৌ খণ্ড মে, গুরুতে বড়া ন কোই।
করতা করৈ ন করি সকৈ, গুরু করৈ সো হোই ॥ (কবীর)

তিন লোক আর নয় খণ্ড মাঝে গুরু হ'তে বড় আর কেহ নাই।
কর্ত্তা নাহি করে, করিতে পারে না, গুরু যা' করেন হয়ে থাকে তাই ॥

টীকা। কর্ত্তা = কোন কাজের কর্ত্তা-রূপে প্রতিভাত ব্যক্তি।

বড়ে ভক্ত জগমে বজে, মথৈ না মনকা মৈল।
খেল খিলাড়ী কালকে, ফঁসৈ গুমরকী গৈল ॥ (তুলসীসাহেব)

বড় ভক্ত বলি' নাম রটিয়াছে যার, কিন্তু
যে না করে নিজ মনোমালিন্য মার্জ্জন,
গুমরের ফাঁসি তার গলায় লাগিয়া যায়,
কালের খেলায় তার নিশ্চয় পতন।

টীকা। মনোমালিন্য=মনের ময়লা, অর্থাৎ দুর্ব্বাসনা বা কুভাবাত্মক মলিনতা।

কৃষি নিরাবহিঁ ধান্য তৃণ, জো হোয় চতুর কিষাণ।
জিমি বুধ জ্ঞানবন্ত মহ, তর্জ্জহিঁ মোহ মদ মান ॥ (অজ্ঞাত)

ধান্য-ক্ষেত্র হ'তে চতুর কৃষক
তৃণাদি যেমন করে উৎপাটন,
তুলিয়া ফেলেন দেহ-ক্ষেত্র হ'তে
মোহ-মদ- মান তথা জ্ঞানীগণ ॥

অভিমানী মুখ ধুর হৈ, চহৈ বড়াই আপ।
ভিন্ত লিয়ে ফূলো ফিরৈ, করতো ডরৈ ন পাপ ॥ (সহজোবাই)

অভিমানীর মুখে পড়ুক ধূলা সদা,
আপনার বড়াই সে কেবল চায়।
অহঙ্কারে ফুলিয়া চলা-ফিরা করে সে,
পাপ কার্য্য করিতে ভয় সে না পায় ॥

বড়ে বড়াই পায় কর, রোম রোম হংকার।
সতগুরুকে পরচে বিনা, চারো বরণ চমার ॥ (তুলসীদাস)

বড় বড় পদ পেয়ে লোকেদের হ'য়ে থাকে
প্রত্যেক লোমকূপ ভরা অহঙ্কার।
সদ্গুরুদেব সহ পরিচয় ব্যতিরেকে,
চারিবর্ণ সমুদয় জানিও চামার ॥

জাত্যভিমান।

—::—

জাতি পাত গণিয়ে যাহা, হো যায় বরণ বিচার।
তুলসী কহে হরি-ভজন বিনে, চারি জাত চামার ॥ (তুলসীদাস)

লোকেরা করিয়া থাকে জাতির গরব বড়,
উত্তম অধম বর্ণ করিয়া বিচার।
তুলসী কহিছে কিন্তু, শ্রীহরি-ভজন বিনা
চারিটি জাতিই হয় নিশ্চয় চামার ॥

পল্টু উঁচি জাতকা, মত্ কোই কর অহঙ্কার।
সাহেবকা দরবারমে, কেবল ভক্তি পিয়ার ॥ (পল্টু)

কহিছে পল্টু—কেহ যেন উচ্চ জাতির
করিওনা কখনো কিছু অহঙ্কার
দরবারে প্রভুর ভক্তিই শুধু প্রিয়,
অগ্রাহ্য তাহা ছাড়া যত কিছু আর ॥

সাকট বামহন মত মিলো, সাধ মিলো চণ্ডাল।
জাহি মিলে সুখ উপজৈ, মানো মিলে দয়াল ॥ (কবীর)

পাষাণ্ড ব্রাহ্মণ নাহি মিলে যেন,
মিলে যেন মোর সজ্জন চণ্ডাল—
যাহারে পাইলে সুখ হবে মোর,
মনে হবে মোর পাইনু দয়াল ॥

নীচ নীচ সব তরি গয়ে, সন্ত চরণ লৌলীন।
জাতহিঁকে অভিমানসে, ডুবে বহুত কুলীন ॥ (তুলসীসাহেব)

নীচ অতি নীচ তরিয়াছে সব,
সাধুর চরণে হইয়া বিলীন।
জাতির গুমর করিয়া করিয়া,
ডুবিয়া গিয়াছে অনেক কুলীন ॥

হিন্দু কহুঁ তো মৈ নহী, মুসলমান ভী নাহিঁ।
পাঁচ তত্বকা পুতলা, গৈবী খেলৈ মাহিঁ ॥ (কবীর)

হিন্দু যদি বল, হিন্দু নহি আমি, মুসলমান ও আমি নহিক আবার।
পাঁচ তত্ত্বে গড়া এ দেহ-পুতুল, গৈবী খেলিছেন ভিতরে তাহার ॥

টীকা। পাঁচ তত্ব=পঞ্চভূত। গৈবী=গৈবী খেলোয়াড়, খুব ওস্তাদ খেলোয়াড়। সাধারণতঃ দাবা খেলায় ব্যবহৃত হয়। এক স্থানে খেলার ছক বিছানো থাকে। গৈবী খেলোয়াড় ছক না দেখিয়া অন্য স্থান হইতে চাল বলিয়া দিতে থাকেন। এখানে গৈবী শব্দের ভাবার্থ ভগবান, পরমাত্মা।

ব্রাহ্মণ ভয়া তো ক্যা ভয়া, গলে লপেটে সুত।
ভাও-ভক্তিকা মরম না জানে, য্যায়সে জঙ্গলী ভূত॥ (অজ্ঞাত)

ব্রাহ্মণ হইলে কি হয় বা বল
গলায় কেবল সুতা জড়াইয়া ?
ভাব ও ভক্তির মর্ম্ম নাহি জানে
জঙ্গলী ভূতের মত যদি হিয়া॥

করনী পার উতারিহৈ, ধরণী কিয়ো পুকার।
সাকিত বাম্হন নহি ভলা, ভক্তা ভলা চমার॥ (ধরণীদাস)

জোর-গলা করিয়া কহিতেছে ধরনী—
কাজ যেবা করিবে, সেই হবে পার।
পাষণ্ড যে ব্রাহ্মণ, নহেক সে উত্তম
উত্তম বটে হয় ভকত চামার॥

চারি বরণকো মেটিকৈ, ভক্তি চলায়া মূল।
গুরু-গোবিন্দকো বাগমে, পল্টু ফূলা ফূল॥ (পল্টু)

বর্ণ-চতুষ্ঠয়ের ভেদ-জ্ঞান-বিহীন
ভক্তি-বারি সিঞ্চিত মূলে যদি হয়,
গুরু ও গোবিন্দের বাগানেতে তখন
তরুলতা সকল হয় পুষ্পময়॥

টীকা। তাৎপর্য্য, সেই ভক্তির দ্বারা গুরু ও গোবিন্দ প্রসন্ন হয়েন।

উঁচে কুল কহা জনমিয়া, জো করনী উঁচি ন হোয়।
কনক কলস মদসে ভরয়, সাধন নিন্দা সোয়॥ (কবীর)

উচ্চ কুলে কেহ জন্মিলে কি হবে
কাজ যদি তার উচ্চ নাহি হয় ?
কনক-কলস মদে ভরা হ'লে
সাধুদের তাহা নিন্দার বিষয়॥

তুর্ক মসীতে হিন্দু দেহরে, আপ আপ কো ধায়।
অলখ পুরুষ ঘট ভীতরে, তাকা দ্বার ন পায়॥ (কবীর)

তুর্ক মসজিদে, হিন্দু মন্দিরেতে আপন আপন স্বার্থবশে ধায়।
অলখ-পুরুষ দেহের ভিতরে, দুয়ার তাঁহার কেহ নাহি পায় !

দূলন ছোটে বৈ বড়ে, মুসলমান কা হিন্দু।
ভুখে দেবৈঁ ভোরিয়াঁ, সেবৈঁ গুরু গোবিন্দু॥ (দূলনদাস)

ক্ষুধায় কাতর ছোট কিম্বা বড় হিন্দু কিম্বা হ'ক মুসলমান,
দিও পেট ভরে খেতে সকলেরে, গুরু ও গোবিন্দে সেব ভরি' প্রাণ॥

টীকা। ক্ষুধিতকে তৃপ্তি সহকারে খাওয়ালে গুরু ও গোবিন্দের সেবা করা হয়।

গুরু দরসন কর সহজিয়া, গুরুকা কীজৈ ধ্যান।
গুরুকা সেবা কীজিয়ে, তজিয়ে কুল অভিমান॥ (সহজীবাঈ)

গুরু দরশন কর, সহজিয়া,
গুরুর সতত কর তুমি ধ্যান।
গুরু-সেবা তুমি কর এক-মনে,
পরিহার করি' কুল-অভিমান॥

তিমির গয়া রবি দেখতে, কুবুদ্ধি গই গুরু জ্ঞান।
সুগতি গই ইক লোভর্তে, ভক্তি গই অভিমান॥ (কবীর)

রবির প্রকাশে অন্ধকার নাশে,
গুরু-দত্ত জ্ঞান কুবুদ্ধি ঘুচায়।
সুগতি বিনষ্ট হয় এক লোভে,
অভিমান এলে ভক্তি চ'লে যায়॥

ব্রাহ্মণ।

—::—

ব্রাহ্মণ সো জো ব্রহ্ম পিছানৈ, বাহর জাতা ভিতর আনৈ।
পাঁচো বস করি ঝূট ন ভাখৈ, দয়া জনেউ হিরদে রাখৈ॥
আতম বিদ্যা পঢ়ৈ পঢ়াবৈ, পরমাতম কা ধ্যান লগাবৈ।
কাম ক্রোধ মদ লোভ ন হোই, চরণদাস কহৈ ব্রাহ্মণ সোই॥ (চরণদাস)

সেই বটে ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মের যেবা জানে,
বাহিরে যায় যাহা, ভিতরে তা' আনে।
যাহার পাঁচ বশ, মিথ্যা যে নাহি কয়,
দয়ার উপবীত হৃদয়ে ধরয়।
আত্মবিদ্যা কেবল পড়ে আর পড়ায়,
পরমাত্মার ধ্যানে পরাণ লাগায়।
কাম ও ক্রোধ মদ লোভ যার না রয়,
চরণদাস কহে—ব্রাহ্মণ সেই হয়॥

টীকা। বাহিরে……আনে—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের আকর্ষণে বহির্গমনশীল মনকে অন্তরদেশে লইয়া আবদ্ধ করিয়া রাখে।
ব্রাহ্মণ উপবীতী ত্রিদণ্ডী হওয়ার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি কায়মনোবাক্যকে স্বশাসনে রাখিবেন।

পরশ্রীকাতরতা।

—::—

পর সুখ-সম্পত্তি দেখি সুখ জরহিঁ, জে জর বিনু আগি।
তুলসী তিনকে ভাগতে, চলই ভলাই ভাগি॥ (তুলসীদাস)

পর-সুখ-সম্পদ দেখি' দুঃখ পায় যে,
অনল বিনা দগ্ধ হয় সে নিশ্চয়।
ভাল তার হয় না, ভাগ্য হ'তে তাহার
চলিয়া যায় যত ভাল সমুদয়॥

ঘোর বিপিন মহ দেখি খল, পুছহি পথিক চলাই।
কাহে বসহু বন মহ তুম, কহহু মোহি সমুঝাই॥
খল কহে মোর দেহকো, লোধ বাঘ যব খাই।
স্বাদু জানি তব ভখহি, সব জগকে নর সমুদাই॥
সবকে অনহিত কারণ, হম বসহি ঘোর বন মাহি।
করি নিজ হানি করহি খল, পরকে বুরা সদাহি॥ (অজ্ঞাত)

সুগভীর বনে খল এক জন বসে আছে দেখে পথিক কয়,—
হেন বন-মাঝে কেন ব'সে তুমি, সে কথা আমারে বুঝা'তে হয়!"
খল কহে,—"শুন, আমার দেহের রক্ত যবে বাঘ করিবে পান,
স্বাদু জানি' সে তা', খাইবার তরে সব লোকেদের বধিবে প্রাণ;
সকলের হানি করিব বলিয়া ঘোর বনে আমি র'য়েছি তাই।
নিজের অহিত সাধিয়াও খল পর-মন্দ, হায়, করে সদাই!

টীকা। "নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ"—এই চলিত কথাটিও এই ভাবের।

সন ইব খল পর বন্ধন করঈ, খাল কঢ়াই বিপতি সহি মরঈ
খল বিনু স্বারথ পর অপকারী, অহি মূষক ইব সুনু উরগারী॥ (তুলসীদাস)

সন সম খল হয় পরের বন্ধনে সুখী,
নিজ ছাল ছাড়াইয়া বিপত্তি সহিয়া মরে
অপরের অপকার ঘটে যদি তায়।
গরুড়, নিঃস্বার্থ ভাবে পরের অনিষ্ট করে
খলগণ; সর্প আর মুষিকের প্রায়॥

পরসম্পদা বিনাসী নসাহী, জিমি সসি হতি হিম উপল বিলহী।
দুষ্ট উদয় জগ আরত হেতু, যথা প্রসিদ্ধ অধম গ্রহ কেতু॥ (তুলসীদাস)

নিজেরা বিনষ্ট হবে, জানিয়াও করে তারা
পরের সম্পদ-নাশে সতত যতন।
যেমন বরফ-শিলা বিনষ্ট করিয়া শস্য
নিজেও গলিয়া যায়, খলেরা তেমন।
দুষ্টের উদয় হয় জগতের দুঃখ হেতু,
প্রসিদ্ধ যেমন কেতু গ্রহের অধম॥

দামিনী দমকি রহি ঘন মাহি, খলকী প্রীতি যথা থির নাহি।
বরখহিঁ জলদ ভূমি নিয়রায়ে, যথা নবহি বুধ বিদ্যা পায়ে॥ (অজ্ঞাত)
বিজলী চমকিয়া লীন হয় মেঘেতে,
খলের প্রীতি যথা স্থির কভু নয়॥
পৃথিবীর নিকটে থাকি' মেঘ বরষে,
বিদ্যা লভি' মানব নম্র যথা হয়॥

পরাধীনতা।

—::—

যো প্রাণী পরবস পরো, সো দুখ সহত অপার।
যূথপতি গজ হোই, সহে বন্ধন অঙ্কুশ-মার॥ (কবীর।)
অপার দুঃখ হয় সহিতে তাহাদেরে পরের বশীভূত যেই প্রাণীগণ।
যূথপতি হ'য়েও মাতঙ্গ সহে, দেখ, অঙ্কুশাঘাত আর সুদৃঢ় বন্ধন॥

দারিদ্র্য।

—::—

ধনহীন দেখত, সখাজন সত্রুবৎ হোত।
সরদি অম্বুহীন ঘন, পবন খণ্ড করি দেত॥ (অজ্ঞাত।)
ধনহীন দেখে, বন্ধুগণ তার শত্রু সম সবে হইয়া দাঁড়ায়।
বারিহীন মেঘে শরতে পবন খণ্ড খণ্ড করি' দেখহ উড়ায়॥
ধনেতে কুল বুদ্ধি ধনওন্তা, ধনেতে হোত পণ্ডিত গুণবন্তা।
ধনহীন পুরুষ হ্যায় কৈসে, জীবহীন দেহ সব জৈসে। (কবীর।)
ধনেতে হয় কুল, ধনেই বুদ্ধি হয়,
ধনে হয় পণ্ডিত আর গুণবান।
ধনহীন পুরুষ হয় বটে তেমতি,
শব-দেহ যেমতি বিগত-পরাণ॥
সহজো সাধনকে মিলে, মন ভয়ো হরিকে রূপ।
চাহ গই থিরতা ভই, রঙ্ক লখ্যো সোহি ভূপ॥ (সহজীবাই)
ভাগ্যবান সেজন সাধু মিলে যাহার,
মন হয় তাহার হরির স্বরূপ।
বাসনা ঘুচে আর স্থির হয় হৃদয়,
দরিদ্র আপনারে মনে করে ভূপ॥
জা কে হিরদে তত্ত্ব বসৈঁ, সো জন কহৈ কাহি।
একৈ লহর সমুদ্র কো, দুখ দারিদ্র বহ জাহি॥ (কবীর)

যাহার হৃদয়ে হ'ন গুরুদেব অবস্থিত,
কিসের কল্পনা মনে স্থান পাবে তার ?
প্রেম-সাগরের এক লহর আসিয়া লয়
ভাসাইয়া তার দুঃখ-দারিদ্র্যের ভার ॥

শোচনীয়।

—::—

সোচিয় গৃহী জো মোহবস, করৈ ধর্ম্ম পথ ত্যাগ।
সোচিয় যতি প্রপঞ্চ রত, বিগত বিবেক বিরাগ ॥ (তুলসীদাস)
শোচনীয় সে গৃহী মোহবশ হইয়া
ধর্ম্মের পথ যেবা করে পরিহার।
সে যতি শোচনীয় প্রপঞ্চে মজে যেবা
বিবেক-বৈরাগ্যের নাহি ধারি' ধার ॥

নীতিহীন নৃপ সোচিয়ে, প্রজাপাল মতিহীন।
বেদবিহীন দ্বিজ সোচিয়ে, কুমতি কুকারজ লীন ॥ (তুলসীদাস)
প্রজাগণ-পালনে মন নাহি যাঁহার,
শোচনীয় হ'ন সে নৃপ নীতিহীন।
শোচনীয় সে দ্বিজ স্বাধ্যায়হীন যেবা,
কুকার্য্যে কুমতিতে রহে সদা লীন ॥
টীকা। স্বাধ্যায়=বেদাধ্যয়ন।

দ্বিজ অপমানী সূদ্রগণ, জ্ঞান গুমানী জোই।
সোচনীয় সো সর্ব্বদা, মুখর মানপ্রিয় হোই ॥ (তুলসীদাস)
সর্ব্বদা শোচনীয় হয় সে শূদ্রগণ
ব্রাহ্মণের যাহারা করে অপমান,
জ্ঞানের গুমরেতে ফুলিয়া থাকে যারা
মুখর হয় আর করে অভিমান ॥

ইচ্ছাকারী কুটিল অতি, কলহকারিনী জোই।
সো তিয় সোচনীয় অতি, পতিবঞ্চক জো হোই ॥ (তুলসীদাস)
অত্যন্ত শোচনীয় সেই স্ত্রী, কুটিলা যে,
কলহে রত সদা পরাণ যাহার,
প্রবঞ্চিত করিয়া পতিরে যেই স্ত্রী
নিজের ইচ্ছামত করে ব্যবহার ॥

ধন্য।

—::—

আজু ধন্য মৈঁ ধন্য অতি, জদ্যপি সব বিধিহীন।
নিজ জন জানি রাম মোহি, সন্ত সমাগম দীন্হ॥ (তুলসীদাস)

হইলাম ধন্য আজি, অতি ধন্য হইলাম,
সকল প্রকারে আমি হীন অতিশয়,
তথাপি শ্রীরাম মোরে, ভাবি' তাঁর নিজ জন,
দিলা সন্ত-সমাগম হইয়া সদয়॥

টীকা। "রামচরিতমানসে" গরুড়ের প্রতি কাক-ভূষণ্ডী বাক্য।

মৈঁ কৃতকৃত্য ভয়উঁ তব বানী সুনি রঘুবীর ভগতি রস সানী।
রামচরণ নূতন রতি ভঈ, মায়াজনিত বিপতি সব গঈ॥ (তুলসীদাস)

হইয়াছি কৃতকৃত্য শুনিয়া তোমার কথা
রঘুবীর-ভক্তিরসে ভরা যাহা হয়—
রামের চরণে মোর জন্মিল নূতন রতি,
মায়াকৃত বিপদাদি গেল সমুদয়॥

টীকা। ভূষণ্ডীর প্রতি বিগতমোহ গরুড়ের উক্তি। গরুড় মোহনাশের নিমিত্ত মহাদেব-কর্ত্তৃক ভূষণ্ডীর নিকট প্রেরিত হইয়াছিলেন।

সুনি সুভ কথা হৃদয় অতি ভাঈ, গিরিজা বোলী গিরা সুহাঈ।
নাথ কৃপা মম গত সন্দেহা, রাম চরণ উপজেউ নব নেহা॥
মৈঁ কৃতকৃত্য ভইউঁ অব, তব প্রসাদ বিস্বেস।
রাম ভগতি দৃঢ় উপজী, বীতে সকল কলেস॥ (তুলসীদাস)

সুমঙ্গল কথা শুনি, প্রসন্ন-হৃদয়ে দেবী
গিরিসুতা কহিলেন সুমিষ্ট কথায়—
কৃপায় তোমার, নাথ, সন্দেহ আমার গেল,
উপজিল নব প্রেম শ্রীরামের পায়॥

প্রসন্ন হইয়া মোরে কহিলে যে রাম-কথা,
তাহে আমি কৃতকৃত্য হইনু, বিশেষ।
রামচন্দ্র-পাদপদ্মে দৃঢ়-ভক্তি জনমিল,
বিনষ্ট হইল মোর যাবতীয় ক্লেশ॥

টীকা। রামচরিতমানসের বক্তা মহাদেবের প্রতি শ্রীপার্ব্বতীর বাক্য। তুলসীদাস মহাদেবকে এই গ্রন্থের রচয়িতাও বলেন।

আজি ধন্য মৈঁ সুনহু মুনীসা, তুম্হহেঁ দরস জাহি অবধীসা।
বড়ে ভাগ পাইব সতসঙ্গা, বিনহিঁ প্রয়াস হোহিঁ ভবভঙ্গা॥ (তুলসীদাস)

আজি ধন্য হইলাম— শুনুন মুনীশগণ –
দর্শন লভিয়া তব পাপ-বিনাশন,
বহু ভাগ্যে আজি আমি পাইলাম সাধুসঙ্গ,
অক্লেশে যাহাতে হয় ভব-বিভঞ্জন ॥

টীকা। রামচরিতমানসে সনকাদি মুনীশ্বরগণের প্রতি শ্রীরাম-বাক্য।

ধন্য সুদেস জহাঁ সুরসরী, ধন্য নারি পতিব্রত অনুসরী।
ধন্য সো ভূপ নীতি জো করঈ, ধন্য দ্বিজ নিজ ধর্ম টরঈ ॥

ধন্য সে সুদেশ যথা সুরেশ্বরী প্রবাহিতা,
ধন্য নারী পাতিব্রত্য যেবা আচরয
ধন্য রাজা যেবা করে সুনীতি পালন সদা,
ধন্য সেই দ্বিজ নিজ ধর্ম্মে দৃঢ় রয় ॥

সো ধন ধন্য প্রথম গতি জা কী, ধন্য পুন্য রত মতি সোই পাকী।
ধন্য ঘরী সোই জব সতসঙ্গা, ধন্য জনম দ্বিজ ভগতি অভঙ্গা ॥

ধন্য সেই ধন যার সুগতি দানেতে হয়,
ধন্য সেই পাকা বুদ্ধি পুণ্য যা' করায।
ধন্য তার জন্ম, যার দ্বিজ-ভক্তি অবিচ্ছিন্ন,
ধন্য সে সময় যাহা সাধু-সঙ্গে যায ॥

সো কুল ধন্য উমা সুনু, জগত পূজ্য সুপুনীত।
শ্রীরঘুবীর পরায়ন, জেহি নর উপজ বিনীত। (তুলসীদাস)

সেই কূল ধন্য অতি,— শুন উমা হৈমবতী
পবিত্র জগত-পূজ্য সেই কূল হয,
যেই কূলে ভক্তিমান, রঘুবীর পরায়ণ,
বিনীত, সুবুদ্ধিমান নর জন্ম লয় ॥

টীকা। এই চৌপাই ও ইহার পূর্ব্বের দুইটী চৌপাই "রামচরিতমানস"—গ্রন্থে পার্ব্বতী দেবীর প্রতি মহাদেব বাক্য।

"পুনর্ম্মনঃ পুনরায়ুর্ম্ম আগন্।"

—:—

পুনর্ম্মনঃ পুনরায়ুর্ম্ম আগন্, পুনঃপ্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন্।
পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রং ম আগন ॥

—(দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের "নিত্যপাঠ বেদমন্ত্রে" উদ্ধৃত)

ফিরিয়া আসুক মন আমাদের, আয়ু আমাদের আসুক আবার,
ফিরিয়া আসুক প্রাণ আমাদের, পুনরাগমন হউক আত্মার।
ফিরিয়া আসুক চক্ষু আমাদের, শ্রবণ মোদের আসুক আবার ॥

টীকা। বৈদিক ভাষায় "ম আগন্" শব্দের শব্দগত অর্থ "আমার আসুক।" কিন্তু উপরোক্ত মন্ত্রটী প্রত্যেক লোকের প্রতি ও সমবেতভাবে সকলের প্রতি প্রযোজ্য বলিয়া অনুবাদে "আমাদের আসুক" বলা হইয়াছে।

(৯)

মেলা-মেশা।

তুলসী জগমে আয়কে, সবসে মিলিয়া ধায়।
না জানে কোন ভেসসে, নারায়ণ মিল যায়॥ (তুলসীদাস)

হে তুলসী! যদি এসেছ জগতে, মিলে মিশে চল সকলের সনে।
নাহি জানে কেহ, কোন ছলে লোকে লভিবারে পাবে দেব-নারায়ণে॥

সবসে মিলিয়ে, সবসে হিলিয়ে, সবকা লিজিয়ে নাম।
হাঁজি হাঁজি কর্ত্তে রহিয়ে, বৈঠে আপনা ঠাম॥ (অজ্ঞাত)

সকলের সাথে মিলিবে-মিশিবে, সকলেরি লইবে নাম।
হাঁজি হাজি সদা করিতে রহিবে, বসিয়া আপনার স্থান॥

টীকা। রাম রাহম না জুদা করো, দিলকো সাঁচ্চা রাখোজী।
হাঁজি হাঁজি ক'রতে রাহো, দুনিয়াদারী দেখো জী॥ —গিরীশচন্দ্র ঘোষ।
সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সংবো মনাংসি জানতাং"
(একসঙ্গে চলা ফেরা কর, একসঙ্গে বাক্যালাপ কর এবং পরস্পরের মন অবগত হও।)—উপনিষৎ।

আপ ভলে তো সবহি ভলো হৈ, বুরা ন কাহ কহিয়ে।
জাকে মন কছু বৈস বুরাঈ, তা সোঁ ভাগে রহিয়ে॥ (মলুকদাস)

আপনি ভাল হ'লে ভাল হয় সকলে,
কারেও মন্দ তুমি কহিযোনা, ভাই।
যাহার মনে কিছু মন্দ আছে বুঝিবে,
ত্যজিও তার তুমি সান্নিধ্য সদাই॥

টীকা। সান্নিধ্য=নিকটে থাকা।

প্রেম প্রীতি সে জো মিলৈ, তা সে মিলিয়ে ধায়।
অন্তর রাখে জো মিলৈ, তা সে মিলৈ বলায়॥ (কবীর)

প্রেম আর প্রীতি সহ মিলিবারে যেবা চায়,
মিলিতে তাহার সাথে হইবে সত্বর।
দূরে দূরে রাখি' যেবা মিলিত হইতে চাহে,
তার সাথে মেলা-মেশা নহে সুখকর।

শত্রু ও মিত্র।

সীতল সবদ উচারিয়ে, অহম আনিয়ে নাহিঁ।
তেরা প্রীতম তুঝ্ মাহেঁ, শত্রু ভী তুঝ মাহিঁ। (কবীর)

সুশীতল কথা কহ সদা, আর
অহংমম এনে ফেলোনা কথায়।
তোমারি ভিতরে বন্ধু রহে তব,
শত্রুও তোমার রয়েছে তথায় ॥

সবসে রখু নিরবৈরতা, গহো দীনতা ধ্যান।
অন্ত মুক্তিপদ পাইহো, জগমেঁ হোয় ন হান ॥ (চরণদাস)

সবার প্রতি মনে নির্বৈর-ভাব রাখ,
অবলম্বহ ধ্যান দীনতা হিয়ায়।
জগতে হানি কিছু হইবেনা তোমার,
অন্তেও মুক্তিপদ পাবে তুমি তায় ॥

ইক সত্রু ইক মিত্র হৈ, ভূল পরী রে প্রাণ।
জমকী নগরী জাহিগা, সবদ হমারা মান ॥ (গরীবদাস)

একে শত্রু ভাব, মিত্র অপরেরে --
মহা ভুল তুমি করিছ, রে প্রাণ!
ঠিক জেনো মোর এ কথা—তোমারে
যমালয়ে হবে করিতে প্রয়াণ ॥

মিত্রকে অবগুন মিত্রকো, পর মহঁ ভাবত নাহিঁ।
কূপ ছাহ জিনি অপনা, রাখত আপহি মাহিঁ ॥ (তুলসীদাস)

মিত্রের দোষের কথা মিত্র যে সে
পরের নিকটে কভু না জানায়,
কূপ যেইমত আপনার ছায়া
আপনারি মাঝে সতত লুকায় ॥

সঙ্গী সোই কীজিয়ে, সুখ দুখ কো সাথী।
দাদূ জীবন মরণকা, সো সদা সঙ্গাতী ॥ (দাদূ)

সঙ্গী সেইজনে লহ তুমি বাছি'
সুখে আর দুঃখে সাথী যেবা হয়।
সে মিত্রতা, দাদূ! সতত অটুট,
জীবনে মরণে সম তাহা রয় ॥

আসা মেটে হরি ভজৈ, তন মন তজৈ বিকার।
নিরবৈরী সব জীবসোঁ, দাদূ য়েহ মতি সার ॥ (দাদূ)

অহঙ্কার ছাড়িয়া হরি ভজে যে জন,
দেহ-মন-বিকার করে পরিহার,
নির্বৈরী হ'য়ে যায় সর্ব্বজীব মাঝে সে,
বুঝিয়া লও, দাদূ! এই তত্ত্ব সার ॥

কিস সোঁ বৈরী হৈ রহ্যা, দূজা কোই নাহিঁ।
জিসকে অঙ্গৈঁ উপজ্যা, সোই হোই সব মাহিঁ ॥ (দাদূ)

সে কাহার বৈরী হইবে বলনা ? —দ্বিতীয় তো বিশ্বে কেহ নাহি রয়।
যাঁর দেহ হ'তে তাহার উদ্ভব, সকলেরি মাঝে সেই দয়াময় ॥

দুই মিত্র সব এক হৈঁ, জৈ্যা কঞ্চন ত্যৌ কাঁচ।
পল্টু ঐসে দাসকো, সুপনে লগে ন আঁচ ॥ (পল্টু)

শত্রু আর মিত্র এক হয় যার, সমান যে দেখে সোণা আর কাঁচ,
পল্টু কহে—ধন্য সেই দাস বটে, স্বপ্নেও তাহার নাহি লাগে আঁচ ॥

টীকা। আঁচ—সংসার দাবানলের আঁচ।

উমা জো রামচরণ রত, বিগত কাম মদ ক্রোধ।
নিজ প্রভুময় দেখহিঁ জগত, কেহি সন করহিঁ বিরোধ ॥ (তুলসীদাস)

শ্রীরামের চরণে হয় রত যেজন,
বিগত যার কাম, মদ আর ক্রোধ,
সে নিজ-প্রভুময় জগৎ দেখে, উমা,
কার সহ তাহার হইবে বিরোধ ?

টীকা। তুলসীদাসের "রামচরিত মানস" গ্রন্থে—শ্রীপার্ব্বতীর প্রতি শ্রীমহাদেব বাক্য।

রিপু তেজস্বী অকেল অপি, লঘু করি গনিয় ন তাহ।
অজহু দেত দুখ রবি স সহি, সির অবসেষিত রাহ। (অজ্ঞাত)

রিপু জেনো সবল একেলা সে হ'লেও,
দুর্ব্বল কভু মনে করিওনা তায়।
রাহুর আছে শুধু মস্তক, তার কাছে
আজিও রবি-শশী তবু দুঃখ পায় ॥

হিংসা ও অহিংসা।

—::—

বহই ন হাথু দহই রিস ছাতী, ভা কুঠার কুণ্ঠিত নৃপঘাতী।
ভয়েউ বিধি বাম ফিরেউ সুভাউ, মোরে হৃদয় কৃপা কসি কাউ ॥ (তুলসীদাস

ক্রোধানলে জ্বলিতেছে হৃদয় আমার, কিন্তু
কহিতে কুঠার-হস্ত হ'য়েছে অক্ষম—
নৃপঘাতী এ কুঠার কুণ্ঠিত হইল এবে,—
বিধাতা হইলা মোর বাম কি কারণ ?
বজ্রের সমান এই কঠোর হৃদয়ে মম
কোথা হ'তে করুণার হ'ল আগমন ?

টীকা। "রামচরিত মানসে" [illegible]
[illegible]

পরশুরাম শ্রীরাম কর্ত্তৃক হরধনু ভঙ্গের কথা শ্রবণকরতঃ ক্রোধান্বিত হইয়া সীতার স্বয়ম্বর সভায় আগমনপূর্ব্বক লক্ষণের শ্লেষাত্মক উক্তিতে বর্দ্ধিত-ক্রোধ হইয়া লক্ষণ-বধের জন্য তাঁহার কুঠার শক্ত করিয়া ধারণ করিলেন। পরে, শ্রীরামের মৃদু-মধুর ও বিনম্র বচনে তাঁহার ক্রোধের কিঞ্চিৎ উপশম হইলে উদ্ধৃত বাক্য বলিলেন। তৎপরে, রামের সহিত আরও কথোপকথন হইলে তাঁহার ক্রোধ সম্পূর্ণ উপশান্ত হইল, অহিংসার নিকট হিংসার পরাজয় হইল, এবং তিনি রামের গুণ-গানকরতঃ তপস্যা করিবার জন্য চলিয়া গেলেন।

পরশুরাম সপ্তচিরজীবীগণের মধ্যে অন্যতম।

মিষ্ট ও কটু কথা।

—::—

তুলসী! মিঠে বচন সোঁ, সুখ উপজত চহুঁ ওর।
বশীকরণ মন্ত্র হায়, পরিহর বচন কঠোর॥ (তুলসী সাহেব)

হে তুলসী! মিষ্ট বচন সতত চারিদিকে সুখ করে বিতরণ।
মন্ত্র হয় তাহা বশীকরণের, পরিহার কর কঠোর বচন॥

কুটিল বচন সব্‌সে বুরা, জার করে তন্‌ ছার।
সাধবচন জলরূপ হায়, বরষে অমৃতধার॥ (কবীর)

কুটিল বচন হ'তে মন্দ নাই, শরীর তাহাতে জর জর হয়।
সাধুদের কথা জলের সমান, অমৃত ধারা তা' বরষিতে রয়॥

ঐসী বাণী বোলিয়ে, মন্‌কা আপা খোয়।
আউরনকে সীতল করে, আপো সীতল হোয়॥ (কবীর)

মনের ময়লা দূর ক'রে দিয়ে এমন কথা সব কহিবে,
অপরেরে যাহা শীতলিবে, যাহে আপনিও শীতল হইবে॥

মধুর বচন হৈ ঔষধি, কটুক বচন হৈ তীর।
শ্রবণ দ্বার হৈ সঞ্চরে, সালৈ সকল সরীর॥

মধুর বচন ঔষধের মত,
কটু বাক্য হয় যেন তীক্ষ্ণ তীর॥
শ্রবণ-বিবরে সেই তীর পশি'
বিদ্ধ ক'রে দেয় সকল শরীর॥

এক সবদ সুখরাস হৈ, এক সবদ দুখরাস।
এক সবদ বন্ধন কটৈ, এক সবদ গলৈ ফাঁস॥ (কবীর)

এক শব্দ এনে দেয় সুখরাশি,
আর এক শব্দ দুখ-সাগরে ডুবায়।
এক শব্দ দেয় বন্ধন কাটিয়া,
আর শব্দ ফাঁসি গলায় পরায়॥

রে মন, বসনা সাফ্‌ করো, ধরো শরীরি বেশ।
সীতল জ্যোতি লেকে চলো, সবহি তোমরা দেশ॥ (কবীর)

ওরে মন! তোমার রসনা সাফ কর,
গরীবীর পোষাক কর পরিধান!
শীতল কথা শুধু লইয়া চল সাথে,
আপন দেশ তব হবে সব স্থান॥

কেঁউয়া কিস্‌কা ধন হরে, কোকিল কিসকো দে।
মিঠি বাত্‌সে পিকবর, জগৎ বশ্‌ কর লে। (কবীর)
কাক কার বা ধন চুরি ক'রে? কোকিল বা কারে করে ধন দান?
পিকবর শুধু মিষ্ট কথাতেই বশ ক'রে লয় জগতের প্রাণ॥

কুবুদ্ধি কমানী চঢ়ি রহী, কুটিল বচনকা তীর।
ভরি ভরি মারৈ কানমেঁ, সালৈ সকল সরীর॥ (কবীর)
কুবুদ্ধি-ধনুকে চড়ানো র'য়েছে কুটিল বাক্যের চোখা চোখা তীর।
আকর্ণ-সন্ধানে মারে যবে কানে, বিঁধে আসি' তারা সকল শরীর॥

রীস ন রসনা খোলিয়, বরু খোলিয় তরবার।
সুনত মধুর পরিণাম হিত, বোলিয়ে বচন বিচার॥ (তুলসীদাস)
পরুষ কহিতে খুলোনা রসনা, ফেলিও বরঞ্চ খুলি' তরবার।
শুনিতে মধুর পরিণামে হিত, হেন কথা ব'লো করিয়া বিচার॥

জ্যোঁ আবৈ ত্যোঁহী কহৈ, বোলৈ নাহিঁ বিচারি।
হতৈ পরৈ আত্মা, জীভ লেই তরবারি॥ (কবীর)
যাহা আসে মুখে তাই কহে যেবা, কহেনাকো কথা করিয়া বিচার,
পরের পরাণ বধ করে সে যে ধরি' জিহ্বা-রূপ তীক্ষ্ণ তরবার।

নীকী পৈ ফীকী লাগৈ, বিন অবসরকী বাত।
জৈসে বরনত যুদ্ধ মেঁ, রসশৃঙ্গার ন সুহাত॥ (অজ্ঞাত)
যুদ্ধ যাত্রী যুবার ভাল না লাগে যথা
সুন্দরী নারীরও প্রসঙ্গ সরস,
সময় বুঝি' তথা কহিতে না পারিলে,
লাগে মিষ্ট বাক্যও কটু ও নীরস॥

ফীকী পৈ নীকী লাগৈ, কহিয়ে সমৈ বিচার।
সবকে মন হর্ষিত করৈ, জ্যোঁ বিবাহমেঁ গার॥ (অজ্ঞাত)
বিবাহের সময়ে গালিও যেই মত
হর্ষিত করে দেয় মন সবাকার,
কটুবাক্যও তথা সুমিষ্ট মনে হয়,
কহে যদি সময় করিয়া বিচার॥

জেতা মিঠা বোলনা, তেতা সাধু ন জান।
পহিলে থাহ দিখাই করি, উঁড়ে দেসী আন॥ (কবীর)
সকলেই তারা সাধু নহে জেনো, সুমিষ্ট বচন যত লোকে কয়।
প্রথমে তোমারে থই দেখাইয়া, অথই জলেতে পরে তারা লয়॥

উত্তমে উত্তমে মিলন।

—::—

প্রীত ন ছুটে অন মিলে, উত্তম মন কি লাগ।
সতযুগ পানিমে রহে, মিটে না চকমককে আগ॥ (অজ্ঞাত)
উত্তমে উত্তমে মনের সুমিলনে,
দরশনাভাবে কভু প্রীতি নাহি যায়।
চকমকি রহিলে শত যুগ সলিলে,
অনল তবু তার লোপ নাহি পায়॥

টীকা। দর্শনাভাবে=দর্শনের অভাবে। "Out of sight, out of mind"—এই কথা তাহাদের পক্ষে খাটে না।

প্রেমী ঢূঁড়ত মাই ফিরু, প্রেমী মিলে না কোয়।
প্রেমী সো প্রেমী মিলে, গুরুভক্তি দৃঢ় হোয়॥ (কবীর)
প্রেমিক খুঁজিয়া বেড়াতেছি আমি, প্রেমিক কেহতো নাহিক মিলয়।
প্রেমিকের সাথে প্রেমিক মিলিলে, গুরুদেবে ভক্তি দৃঢ়তর হয়॥
প্রেমী ঢূঁড়ত মৈঁ ফিরুঁ প্রেমী মিলৈ ন কোয়।
প্রেমীসে প্রেমী মিলৈ, বিষসে অমৃত হোয়॥ (কবীর)
প্রেমিক খুঁজিয়া বেড়াতেছি আমি, প্রেমিক কেহতো নাহিক মিলয়।
প্রেমিকের সাথে প্রেমিক মিলিলে, বিষেতে অমৃত উপজাত হয়॥
সোনা সজ্জন সাধুজন, টুটি জুটে সৌ বার।
দুর্জন কুম্ভ কুম্‌হার কা, একৈ ধকা দরার॥ (কবীর)
সাধু-সজ্জনের প্রেম হেম সম,
ভাঙ্গিলেও তাহা জুড়ে শতবার।
মাটির কলস কুজনের প্রেম,
এক ধাকাতেই হয় চুরমার॥

টীকা। "সুজনকা প্রেম হেম সমতুল।
টুটইতে নাহি টুটে, দ্বিগুণ বাঢ়ে মূল।"—বিদ্যাপতি।

আদর ও অনাদর।

—::—

আব কহে সো ওলিয়া, বৈঠু কহে সো পীর।
জো ঘর আব ন বৈঠু হৈ, সো কাফের বেপীর॥ (কবীর)
"এস" বলে যেবা সেজন আউল;
"বস" বলে যেই সেইজন পীর।
"এস, বস," বলা যে ঘরেতে নাই,
সে ঘরের সব কাফের বে-পীর॥

তুলসী, উহাঁ যাইয়ে, যাঁহা আদর না করে কোই।
মান ঘাটে মন মরে, রামকো স্মরণ হোই॥ (তুলসীদাস)

যাও তুমি সেখানে যেইখানে তোমারে
আদর করিবার লোক কেহ নাই।
অভিমান ঘুচিলে, মন তব মরিলে,
রামের স্মৃতি মনে জাগিবে সদাই॥

টীকা। মন তব মরিলে—তোমার বাসনা বিনষ্ট হইয়া বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে।

ভাও নহিঁ আদর নাহিঁ, নাহিঁ নয়নকা লেস।
কবীরা কভু না করো, তাকে সীমা পরবেস। (কবীর)

ভাব যথা নাহি, নাহিক আদর, নাহিক অমায়িক দৃষ্টির লেশ,
তার সীমানার ভিতরে, কবীরা! ক'রোনা, ক'রোনা কদাপি প্রবেশ॥

টীকা। এই দোহাদ্বয়ে দুইজন কবির পরস্পরবিরোধী অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে। কবীর সামাজিক হিসাবে ও তুলসীদাস আধ্যাত্মিক হিসাবে ব'লয়াছেন। সামাজিক হিসাবে কিন্তু উভয়েরই মত যে এক, তাহা পরের দোহা হইতে বুঝা যাইবে।

তুলসী ওহাঁ ন জাইয়ে, জহাঁ নহিঁ বরণ বিবেক।
রাং রূপা রুবা ভুয়া, শ্বেত অশ্বেত এক। (তুলসীদাস)

হে তুলসী! সেখানে করিওনা গমন,
যেখানে নাহি রয় গুণের বিচার—
তুল্য-মূল্য যেখানে রাং-রূপা সাদা-কালো,
একরূপ আদর নিরেট-ফাঁপার॥

নহিঁ রাগ ন লোভ ন মান মদা, তিনকে সম বৈভব বা বিপদা।
যহি তেঁ সেবক হোত মুদা, মুনি ত্যাগত জোগ ভরোস সদা॥
করি প্রেম নিরন্তর নেমু লিয়ে, পদপঙ্কজ সেবিত সুদ্ধ হিয়ে।
সম মানি নিরাদর আদর হী, সব সন্ত সুখী বিচরন্তি মহী॥ (তুলসীদাস)

নাহি রাগ নাহি লোভ, নাহি মান আর মদ,
সম্পদ আর বিপদ সমান তাহার।
আনন্দে সেবক তব হয় যেবা, সেই মুনি
যোগের ভরসা সদা করে পরিহার॥

করি' প্রেম নিরন্তর সুনিয়ম-অনুসারে,
পদ-পঙ্কজ সেবিয়া বিশুদ্ধ-হৃদয়,
আদর ও অনাদর সমুদয় সম মানি'
সন্তগণ মহাসুখে মহী বিচরয়॥

সমানে সমানে।

—::—

বড়ে বড়েসোঁ রিস করে ছোটেসোঁ ন রিসায়।
তরু কঠোর তোড়ে পবন, কোমল তৃণ বাঁচি যায়। (অজ্ঞাত।)
বড় যে সে রেশা-রেশি বড়দের সনে করে,
ছোটদের পানে নাহি ধায়।
কঠিন পাদপে, দেখ, উপাড়ে পবন, কিন্তু
সুকোমল তৃণ বেঁচে যায়॥

প্রতি বিরোধ সমান সন করিয়, নীতি আসি আহি।
জো মৃগপতি বধ মেডুকন্হি, ভল কি কহই কোউ তাহি। (তুলসীদাস)
বিরোধ করিতে হলে সমানে সমানে কর,
এই নীতি প্রচারেন নীতি-বিদগণ।
মৃগেন্দ্র মণ্ডূকগণে বধে যদি, তাহা হ'লে
তাহারে কি ভাল কেহ কহে কদাচন?

কৈ লঘু কৈ বড় মীতভল, সন সনেহ দুখ সোই।
তুলসী জ ও ঘৃত মধু, সরিস মহাবিষ হোই॥ (তুলসীদাস।)
গুরু আর লঘুতে মিত্রতা হলে পরে,
হয় তাহা, তুলসী, দুঃখের কারণ,
ঘৃত ও মধু সহ মিশ্রিত হ'লে সুরা,
তাহাতে মহাবিষ জনমে যেমন॥

তুলসী ঝগরা বড়ন কে, বীচ পরহু জনি ধায়।
লহে লোহ পাহন দোউ, বীচ রুই জরি জায়॥ (তুলসীদাস।)
বড়রা কলহ যেইখানে করে,
যেয়োনা যেয়োনা যেন কাছে তার।
লোহাতে পাথরে হ'লে ঠোকাঠুকি,
নিকটস্থ তুলা হয় ভস্মসার॥

প্রকৃতি মিলে মন মিলত হৈ, অনমিল তেঁ ন মিলায়।
দুধ দহীতেঁ জমত হৈ, কাঁজীতে ফট যায়॥ (অজ্ঞাত।)
প্রকৃতি মিলিলে মন তবে মিলে,
না মিলিলে, মন মিলেনা কখন।'
দুধ দিলে পরে দধিতে তা জমে,
দুধ ছিঁড়ে দেয় কাঁজি-প্রক্ষেপন॥

টীকা। দুধে কাঁজি দিলে তাহা ছিঁড়িয়া গিয়া ছানা উৎপন্ন হয়।

প্রীতি তাহি সে কীজিয়ে, জো আপ সমানা হোয়।
কবহুঁক জো অবগুন পরৈ, গুনহী লাই সমোয়॥ (কবীর।)
তাহারি সহিত কর তুমি প্রীতি, তোমার সমান হয় যেই জন।
যদি কভু তব দোষ হ'য়ে পড়ে, গুণ মিশায়ে সে করিবে গ্রহণ॥

সবল ও দুর্ব্বল।

সবৈ সহায়ক সবলকে, কোঁউ ন নিরবল সহায়।
পবন জাগায়ত আগকোঁ, দীপহিঁ দেত বুতায়॥ (কবীর।)
সবলের সহায় সকলেই, কেহ না দুর্ব্বল জনের হয় রে সহায়।
অনলেরে পবন হু হু করে বাড়ায়, ক্ষুদ্র প্রদীপেরে দেখহ নিবায়॥
দুরবলকো ন সতাইয়ে, যাকো হরি সহায়।
মুইখালে কো শ্বাস লোহ, সব ভস্ম হো যায়॥ (অজ্ঞাত)
অত্যাচারে পীড়িত করিওনা দুর্ব্বলে,
শ্রীহরি তাহাদের হয়েন সহায়।
ভস্ত্রার শ্বাসে যথা লোহা, তথা তাদের
দীর্ঘশ্বাসে সকলি ভস্ম হয়ে যায়॥

টীকা। ভস্ত্রা=কামারের হাপোর।

তিনকা কবহুঁ ন নিন্দিয়ে, যো পাওন তল সোয়।
কবহুঁ উড আঁখো গিরে, পীড ঘনেরি হোয়॥ (কবীর)
কদাপিও নিন্দা তাহার ক'রো না,
যে জন পায়ের তলাতে রয়।
কভু কভু ধুলা চোখে উড়ে প'ড়ে
অনেক দুঃখের কারণ হয়॥
প্রভু সমীপ ছোটে বড়ে, নিবল হোত বলবান।
তুলসী প্রকট বিলোকিয়ে কর অঙ্গুলি অনুমান॥ (তুলসীদাস)
প্রভুর সমীপে ছোট হয় বড়, বলহীন জন হয় বলবান।
নিজ করাঙ্গুলী দেখিয়া, তুলসী! সেই কথা তুমি কর অনুমান॥

শরণাগত।

সরণাগত কঁহুহে ত্যজহিঁ, নিজ অনহিত অনুমানি।
তে নর পামর পাপময়, তিনুহে বিলোকত হানি॥ (তুলসীদাস)

আপনার অহিত হইবে অনুমানি'
শরণাগত জনে ত্যজে যেইজন,
সেইজন পামর অতীব পাপময়,
হয় হানিজনক তার দরশন ॥

যো যাকে শরণ লিয়ে, সো রাখে তাকো লাজ।
উলট জলে মছলি চলে, বহি যায় গজরাজ ॥ (কবীর)
রক্ষা করে লাজ সেজন তাহার, শরণ যাহার যেইজন লয়।
মৎস্য চ'লে যায় স্রোতের উজানে, গজরাজ তাহে প্রবাহিত হয় ॥

কথার মূল্য।

—:০:—

বোলকে মোল নহিঁ, যো কহনে জানে বোল।
হৃদয় তরাজু তৌলকে, তবহু বোলকে মোল ॥ (কবীর)
কহিতে জানে যদি, তাহা হ'লে কথার
মুল্যের কেহ নারে করিতে সন্ধান।
হৃদয়-পরিমান তৌল করি' বুঝিয়া
কহিলে কথা তাহা হয় মুল্যবান।

টীকা। হৃদয়-পরিমাণ=কাহার হৃদয়ের কতটা বুঝিবার বা সহ্য করিবার ক্ষমতা তাহা। তৌল করি' বুঝিয়া—ওজন করিয়া, অর্থাৎ উত্তমরূপে, নির্ভুল-ভাবে বুঝিয়া।

প্রেম বৈর অরু পুণ্য অঘ, জস অপজস জয় হান।
বাত বীজ ইন সবনকো, তুলসী কহহি সুজান ॥ (তুলসীদাস)
প্রেম-বৈর আর পাপ-পুণ্য যত
যশ-অপযশ জয়-পরাজয়,
বাক্য বীজ বটে এই সকলের,—
প্রবীন তুলসী জেনে শুনে কয় ॥

জো কোই সমঝৈ সৈনমেঁ, তা সে কহিয়ে বৈন।
সৈন বৈন সমঝৈ নহীঁ, তা সে কছু নহি কৈন ॥ (কবীর)
বুঝিতে যে পারে ইসারায় কথা, কথা তারি কাছে কহিবারে হয়।
ইসারায় কথা যে নারে বুঝিতে, ক'রোনা তার কাছে বৃথা বাক্য ব্যয় ॥

বাতহিঁ বাতহিঁ বনি পরৈ, বাতহিঁ বাত নসায়।
বাতহিঁ আদিহিঁ দীপ ভব, বাতহিঁ অন্ত বুতায় ॥ (তুলসীদাস)
কহিতে কহিতে কথা হ'য়ে যায় বনাবনি,
কথাতেই পুনঃ তাহা নষ্ট হ'য়ে যায়।

কথাই হইয়া থাকে প্রথমে প্রদীপ সম,
শেষকালে কথাই সে প্রদীপ নিবায় ॥

বাত বিনা অতিসয় বিকল, বাতহিঁ তে হরখাত।
বনত বাত বর বাত তৈঁ, করত বাত বর ঘাত ॥ (তুলসীদাস)

কথা বিনা অতীব ব্যাকুল হয় মন,
আনন্দ উপজাত কথাতেই হয়।
মনের সাথে মিলে যে কথা, শ্রেষ্ঠ তাহা,
কথাই নষ্ট করে শুভ সমুদয় ॥

টীকা। কথা বিনা=কথা না কহিলে বা শুনিলে, কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিলে।

পল্টু উনহেঁ সরাহিয়ে, জিনকা নিরমল বুদ্ধ।
জোরি জারি এক নহিঁ, বানী কহতে সুদ্ধ ॥ (পল্টু)

প্রশংসার পাত্র বটে সেইজন যার ঘটে রহে বুদ্ধি নিরমল,
জারি-জুরি যার নাহিক কিছুই, কথা কহে সদা সত্য ও সরল ॥

টীকা। জারি জুরি—আপনাকে জাহির করার ভাব, আত্মম্ভরিতা।

জাকে বোলী বন্ধ নহিঁ, সাচ নহীঁ মন মাহিঁ।
তাকে সঙ্গ ন চালিয়ে, ছাড়ৈ পৈড়ে মাহিঁ ॥ (কবীর)

বচনে যাহার নাহিক সংযম, সত্য যার মনে স্থান নাহি পায়,
তার সাথে তুমি চলিওনা কভু, যাবে চলে পথে ফেলে সে তোমায় ॥

বাত বহুত কহৈ কণ্ঠ নহী ছুটৈ, মুখকে কহে কহা খাড খাবৈ।
কহৈ কবীর জব কাল গড় ঘেরিহৈ, বাত বহু বকে সব ভুলি জাবৈ ॥ (কবীর)

অনেক কথা কয়, মিথ্যাই সমধিক,
মুখে গুড় বলিলেই গুড় খাওয়া হয়?
কবীর কহে—যবে কাল গড় ঘেরিবে,
বহু-বাক্য—বাগীশ সব পাশরয় ॥

টীকা। গড়—দেহরূপ দুর্গ। পাশরয়—ভুলিয়া যায়।

কথা ও কাজ।

—:•:—

করনী করে সো পুত্র হামারা, কথনী কথে সো নাতি।
রহনী রহে সো গুরু হামারা, হাম রহনীকে সাথি ॥ (কবীর)

কাজ করে যে, সে পুত্র হয় মোর; বাচক যে শুধু, সে আমার নাতি।
হরিপদে মতি স্থির রহে যার, গুরু সে আমার, আমি তার সাথী ॥

টীকা। কাজ করে...নাতি—যেমন পুত্র হইতে নাতি দূরসম্পর্কিত, সেইরূপ শুধু বাচক (যে কাজ না করিয়া শুধু কথা কয়) হইতে কার্য্যকারী শ্রেষ্ঠ।

কথনী মিঠী খাঁড় কী, করণী বিষ কি লোয় ।
কথনী সে করণী করে তো, বিষসে অমৃত হোয় ॥ (কবীর)
কথা কওয়া মিষ্ট গুড়ের মত, কিন্তু কাজ করা কঠিন, বিষ মনে হয় ।
বাচালতা ছাড়িয়া করিলে কাজ তবে বিষ হতে অমৃত উপজে নিশ্চয় ॥

কথনী বদনী ছোড় কর, করণী সোঁ চিত লায় ।
নরকো নীর পিলায় বিন, কবহুঁ পিয়াস না যায় ॥ (কবীর)
পরিহার করিয়া বাচালতা সতত,
কার্য্যই করিবারে মন যেন চায় ।
তৃষাতুর ব্যক্তির বারিপান বিহনে
পিপাসা কিছুতে কভু নাহি যায় ॥

টীকা। "কর্ম্মযোগে তাঁর (ঈশ্বরের) সাথে এক হ'য়ে ঘর্ম্ম পড়ুক ঝ'রে।"
—গীতাঞ্জলি ।

সূর সমর করণী করহি, কহি ন জনাবহি আপু ।
বিদ্যমান রণ পায় রিপু, কায়র করহি প্রলাপু ॥ (তুলসীদাস)
বীরের সমর কাজে দেখা যায়, কথায় নিজেরে সে নাহি জানায় ।
স্থির রণ পায় রিপু তার কাছে, প্রলাপ বকিয়া ভীরু শুধু যায় ॥

করণী বিন কথনী কথে, অজ্ঞানী দিন রাত ।
কুকুর যেঁও ভুখত ফিরে, শুনি শুনায়ে বাত ॥ (কবীর)
অজ্ঞানী যেজন, সে দিবা-যামিনী কার্য্য না করিয়া শুধু কথা কয় ।
ক্ষুধার্ত্ত কুকুর যথা কথা শুনি' আর শুনাইয়া ফিরিতেই রয় ॥

করণী কা রজমা নেহী, কথনী কথে অপার ।
ইন্ বাটো কেঁও পাইয়ে, সাহেবকা দীদার ॥ (কবীর)
বাচাল বড় বড় কথা কহে অশেষ,
কাজের কাজীর না রহে অহঙ্কার ।
এই বাচালতায় পারে কি কভু কেহ
লভিবারে আস্বাদ প্রভুর দয়ার ?

টীকা। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ"—উপনিষৎ ।

য্যায়সী মুখ সে নিকসী, ত্যায়সী চালে নাহি ।
মানুষ নহি উহ শ্বান গতি, বাঁধা যমপুর যাহি ॥ (কবীর)
মুখ হ'তে যেমন বাহিরায় বচন,
সেইমত যেজন কাজে না দেখায়,
মানুষ না হয় সে, কুকুর-গতি পেয়ে
যমপুরে বন্ধনে যেতে হয় তায় ॥

মানে ভক্তি ন হোত হৈ, ছোড় দেহু চতুরাই ।
কাক হংস ন হোত হৈ, দুগ্ধ ক্যা মিলায়ি ॥ (অজ্ঞাত)

বাক্য-বলে কভু ভক্তি নাহি হবে, ছেড়ে দাও যত চাতুরী রে প্রাণ!
কাক নাহি হয় হংস, করালেও যত বার ইচ্ছা দুধে তারে স্নান॥

কথনীমেঁ কুছ হৈ নহীঁ, করণীমে রঙ্গ লাগ।
করণী করৈ জরনা জরৈ, সো যোগী বড় ভাগ। (গরীবদাস)

বচন-ঝাড়ায় সার কিছু নাই, কাজ করিবারে লাগাও পরাণ।
কাজ ক'রে ক'রে সহিতে যে পারে, যোগী সেই বটে বড় ভাগ্যবান॥

কায়র বহুত পমাবহী, বড়ক ন বোলৈ শূর।
সারী খলক যো জানহী, কহিকে মোহড়ে নূর॥ (কবীর)

কাপুরুষ করে অনেক বড়াই, বড় বড় কথা বীর নাহি কয়।
সারগ্রাহী প্রভু ঠিকই জানেন, আলোকে উজ্জ্বল কার মুখ রয়॥

টীকা। "পৌরুষং দর্শয়ন্তি স্ম শূরা ন বহুভাষিণঃ।" —শ্রীমদ্ভাগবৎ।

সংসার মহঁ পুরুষ ত্রিবিধ, পাটল রসাল পনস সমা,
এক সুমনপ্রদ, এক সুমনফল, এক ফলই কেবল লাগহীঁ।
এক কহহিঁ, কহহিঁ করহিঁ অপর,
এক করহিঁ, কহত ন বাগহীঁ। (তুলসীদাস)

এই সংসারের মাঝে ত্রিবিধ মানুষ আছে,
গোলাপ ও আম্র আর কাঁটাল গাছের প্রায়।
এক শুধু পুষ্প-প্রদ, এক দেয় ফুল ফল,
আর এক গাছে শুধু ফল জনমায়।
মানুষের মাঝে তথা কেহ কথা বুঝে সার,
দ্বিতীয় কথাও কয় আর কাজ ক'রে যায়,
তৃতীয় কাজই করে বর্জ্জিয়া কথায়॥

টীকা। শুধু পুষ্পপ্রদ, ফল ও ফুল উভয়প্রদ ও শুধু ফলপ্রদ গাছের প্রতিনিধি বা দৃষ্টান্ত স্বরূপে যথাক্রমে গোলাপ, আম ও কাঁঠাল গাছ উক্ত হইয়াছে।

গুরু কহৈঁ সো কীজিয়ে, করৈ সো কীজৈ নাহিঁ
চরণদাস কো সীখ সুন, যহী রাখ মন মাহিঁ। (চরণদাস)

গুরু যা' কহেন কর তুমি তাহা, করিওনা তিনি করেন যেমন।
চরণদাসের এই শিক্ষা শুন, মনে রাখ ইহা করিয়া যতন॥

টীকা। এই দোহা "example is better than precept (উপদেশ হইতে দৃষ্টান্ত ভাল)" এবং "আপনি আচরি' ধর্ম অপরে শিখায়" এই তত্ত্বের বিরুদ্ধবাদী। কিন্তু এটা ঠিক যে, মহাপুরুষগণের অথবা সাধুগণের সব কার্য্যের অনুকরণ করা সাধারণের পক্ষে হিতকর ও সমীচীন নয়। কারণ, আমরা সাধারণ লোকেরা "আদার ব্যাপারী", আমরা জাহাজের খবর কি জানি? তাঁহারা কি ভাবে কি কাজ করেন, আমাদের তাহা বুঝিবার সাধ্য নাই। কাজেই আমরা যদি তাঁহাদের সেই ভাবে অনুভাবিত না হইয়া তাঁহাদের কার্য্যের অনুরূপ কার্য্য করিতে যাই,

তাহা হইলে তাহা শুভদায়ক হয় না। পরন্তু, তাঁহারা আমাদের ধারণাশক্তি বুঝিয়া যেরূপ উপদেশ দেন, আমাদের সেইরূপ করাই শ্রেয়ঃ।

"কৃতানি যানি কর্ম্মাণি দৈবতৈর্মুনিভিস্তথা।
ন চরেত্তানি ধর্ম্মাত্মা শ্রুত্বা চাপি ন কুৎসয়েৎ॥
সঞ্চিন্ত্য মনসা রাজন বিদিত্বা শক্যমাত্মনঃ।
করোতি যঃ শুভং কর্ম্ম স বৈ ভদ্রাণি পশ্যতি॥" —শ্রীপরাশর গীতা।

কলহ ও গালি।

—::—

কলহ ন জানব ছোট করি, কলহ কঠিন পরিণাম।
লগতি অগিন লঘুনীচ গৃহ, জরত ধনিক ধনধাম॥ (তুলসীদাস)

কলহেরে কখনো ছোট মনে ক'রোনা,
কলহের কঠিন হয় পরিণাম।
লাগিলেও অনল লঘু-নিম্ন গৃহেতে,
ভস্ম হয় ধনীর উচ্চ ধন-ধাম॥

টীকা। ধনধাম—ধন-পূর্ণ অট্টালিকা।

আবত গারি এক হায়, উলটত হায় অনেক।
কহে কবীর, মৎ উলটায়ে ওহি এককি এক॥ (কবীর)

আসিবার কালে গালি এক মাত্র থাকে বটে,
ফিরাইলে কিন্তু তাহা হইবে অনেক।
কবীর কহিছে কভু ফিরায়ে দিও না গালি,
সর্ব্বদা তাহারে দিয়ো থাকিবারে এক॥

টীকা। ফিরাইলে—একজন যদি গালি দেয়, উল্টিয়া আবার তাহাকে গালি দিলে।

কবীর গারিতে সব উপজে, কাল কষ্ট অরু মীচ।
হারি চলে যো সাধু হ্যায়, লাগি মরে সো নীচ॥ (কবীর)

গালি আর কলহ হইতে উপজাত
হয় কষ্ট মনের, মৃত্যু সর্ব্বনাশ।
পরাজয় মানিয়া চলিয়া যান সাধু,
লাগি' তাহে নীচের হইবে বিনাশ॥

কহতেকো কহি জান দে, গুরুকী সীখ তু লেই।
সাকট জন ঔ শ্বানকো, ফির জবাব মত দেই॥ (কবীর)

বকিতে চাহে যারা, বকিয়া যেতে দাও,
গুরুর শিক্ষা তুমি করহ গ্রহণ—
পাষণ্ড জন আর কুক্কুর ডাকে যদি,
উত্তর তাদের না দিও কদাচন।

মৌন।

—::—

বালু জৈসী কর্‌করি, উজ্জ্বল জৈসী ধুপ।
ঐসী মিঠি কছু নহিঁ, জৈসী মিঠি চুপ॥ (অজ্ঞাত)
কর্‌করে বস্তুর মাঝে যথা বালু, উজলের মাঝে রৌদ্র যেমন,
সেই মত মিষ্টের মাঝে চুপ থাকা—আর কিছু নহে মিষ্ট তেমন।

টীকা। "Silence is Golden."

তুলসী পাবসকে সময়, ধরী কোকিলন মৌন।
অব তো দাদুর বোলিহৈ, হমৈ পুছিহৈ কৌন॥ (তুলসীদাস)
হে তুলসী! দেখ, বরষার কালে কোকিলেরা করে মৌনাবলম্বন।
ভাবে তারা—এবে ডাকিতেছে ভেক, আমাদের কেবা পুছিবে এখন?

টীকা। "দদ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্।"

মানুষ বৈঠৈ চুপ করে, কদর ন জানৈ কোয়।
জবহী মুখ খোলৈ কলী, প্রগট বাস তব্ হোয়॥ (মলুকদাস)
থাকিলে মানুষ চুপ ক'রে ব'সে, কে বল তাহার কদর জানিবে?
মুখ যবে কলি খুলিবে আপন, তখনি সুবাস তার বাহিরিবে॥

টীকা। কলি=কুসুম-কলি।

ধরণী কাপন মরম হো, কহিয়ে নাহীঁ কাহি।
জাননহার সো জানি হৈ, জৈসো জো কছু আহি॥ (ধরণীদাস)
প্রকাশ ক'রোনা কাহারো নিকটে মরমের কথা তুমি আপনার।
জানিবার যিনি তিনি জানিবেন কার হৃদে ভাব উঠে কি প্রকার।

জরণা জোগী জুগ জুগি জীবৈ, ঝরণা মরি মরি জাই।
দাদূ জোগী গুরমুখী, সহজৈ রহৈ সমাই। (দাদূ)
যুগে যুগে বাঁচিয়া থাকে সেই যোগী, যে
অন্তরে আপনারে রাখিতে সক্ষম।
সেই যোগী কেবলি ম'রে ম'রে যায়, যে
আপনারে করিতে নারে সম্বরণ।
গুরুমুখী যোগী যে, সহজ তার কাছে
অন্তরে প্রতিষ্ঠিত থাকা অনুক্ষণ॥

টীকা। "জরনা" শব্দের অর্থ হিন্দিতে "হজম করনে ওয়ালা"—"গুপ্ত রাখনেওয়ালা" এবং "ঝরণা" শব্দের অর্থ হিন্দিতে "উবল পড়নেওয়ালা"। অনুবাদে ভাবার্থ প্রদত্ত হইল। এই দোহার ভাবার্থ এই যে, যে যোগী আপনার যোগ বা যোগ-লব্ধ শক্তি গোপন রাখিতে পারেন, তাঁহার কুশল হয়—যোগ ও যোগ-লব্ধ শক্তি বর্দ্ধিত হইতে থাকে; কিন্তু যে যোগী তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলেন, তাঁহার যোগ ও যোগ-শক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

"সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতম্‌।"

—::—

বহুত ভালা না বোলনা চালনা, বহুত ভালা না চুপ।
বহুত ভালা না বরষা বাদর, বহুত ভালা না ধূপ॥ (কবীর)

অধিক নহেতো ভাল বোল-চাল,
অধিক ভাল নয় চুপ!
অধিক ভাল না বরষা-বাদল,
অধিক ভাল নয় ধূপ॥

টীকা। ধূপ= রৌদ্র।

ভাটকে ভালা বোলনা চালনা, বহুডীকে ভালা চুপ।
ভেককে ভালা বরষা বাদর, অজকে ভালা ধূপ॥ (কবীর)

ভাটের ভাল বটে অনেক বোল-চাল,
বধূদের ভাল বটে চুপ।
ভেকের ভাল বটে বরষা ও বাদল
ছাগলের ভাল বটে ধূপ॥

না হম ছাড়ৈ ন গহৈ, ঐসা জ্ঞান বিচার।
মধি ভাই সেবৈ সদা, দাদূ মুকতি দুবার॥ (দাদূ)

ছাড়িনা কিছুই আমি, গ্রহণ করিনা কিছু,
এইরূপ জ্ঞান মনে করিয়া বিচার,
মধ্য-ভাব যেইজন করে সদা আচরণ,
অবারিত তার কাছে মুক্তির দুয়ার॥

পায়া কহৈঁ তে বাবরে, খোয়া কহৈঁ তে কূর।
পায়া খোয়া কছু নহীঁ, জ্যোঁ কা ত্যোঁ ভরপূর॥ (কবীর)

পেয়েছ যদি বল, তবে তুমি পাগল,
হারায়েছ বলিলে মিথ্যা বলা হয়।
পাওয়া বা হারানো কিছু নহে ঠিক,
যেমন তেমনি তো ভরপূর রয়॥

———

(১০)

কৌতুক।

—::—

প্রীতম প্রীতি লগাই কৈ, দূর দেশ মত যাও।
বসো হমারা নগরী, হম মাঁগে তুম খাও॥ (অজ্ঞাত)

ওহে প্রিয়তম, পিরীতি করিয়া
দূর-দেশে তুমি চলিয়া না যাও।
বাস কর তুমি নগরে আমার,
আমি ভিক্ষা করি তুমি ব'সে খাও॥

"চাচা, আপনা বাঁচা।"

—::—

পানি মিলে না আপকো, আওরণ বখসত ছীর।
আপন মন নিশ্চয় নাহি, আউর বাঁধাওত ধীর॥ (কবীর)

আপনার তরে জল নাহি মিলে,
অপরের ক্ষীর খাওয়া'তে চায়!
নিজের মনের নাহিক স্থিরতা,
পর-মন ধৈর্য্যে বেঁধে দিতে যায়!

টীকা। পর মন......যায়=পরের মনকে ধৈর্য্যসম্পন্ন করিয়া দিতে যায়। "চাচা, আপনা বাঁচা,—এই উক্তির অনুরূপ উক্তি—"নিজের চরকায় তেল দাও," "Oil your own machine."

চোর ও কুকুর।

—::—

খাট্টা মিঠা চরপরা, জিহ্বা সব রস লেয়।
চোরৈঁ কুতিয়া মিলি গৈ, পহরা কিসকা দেয়॥ (কবীর)

টক আর মিষ্ট আদি সুস্বাদু যতেক রস
সে সব লোলুপ জিহ্বা করে আস্বাদন।
চোর ও কুকুর যদি সুমিলিত হ'য়ে যায়,
পাহারা কাহার দিবে কুকুর তখন?

টীকা। এখানে চোর ও কুকুরের সহিত যথাক্রমে জিহ্বা ও মন উপমিত হইয়াছে। মনের কর্ত্তব্য জিহ্বা যাহাতে অসংযত না হয়, সেইজন্য তাহার উপর পাহারাদারি করা।

বান্দরের খেদ।

—::—

কোই কুদকে সমুদ উতারা, কোই রামকে মিত।
কোই ওখড়া গিরি দরখৎ, কোই বাতায়া নীত॥
ক্যা কহুঙ্গা সীতানাথকে, ময়নে কিয়া চোরি।
সোহি কুলমে জনম হামারা, বেদিয়া খিঁচে ডোরি॥ (কবীর)

লম্ফনে কেহবা সমুদ্র তরিল,
কারেও বা মিত্র করিলেন রাম।
কেহ উপাড়িল গিরি-বৃক্ষ, কেহ
নীতি-উপদেশ করিল প্রদান॥
জানকীকান্তের মহিমা কি ক’ব!—
আমি যেন শুধু হইয়াছি চোর।
জন্ম বটে মম সেই কুলে, কিন্তু
বেদিয়া টানিছে গলে দিয়া ডোর॥

টীকা। আমাদেরও দশা তথৈবচ। মায়া-বেদিয়ানী আমাদের ঐরূপ গলায় দড়ি দিয়া নাচাইতেছেন।

"বাজীকরের মেয়ে শ্যামা, যেমি নাচাও তেমি নাচে।"
—৺রামপ্রসাদ সেন।

ক্ষুধা ও ভজন।

—::—

কবীর! ক্ষুধা কুকুরী, করত ভজনমে ভঙ্গ।
তাকো টুকরা ডার কর্, সুমিরণ কর নিঃশঙ্ক॥ (কবীর)

হে কবীর! ক্ষুধা-কুকুরী আসিয়া, করিতেছে ভঙ্গ ভজন তোর।
একটুকু কিছু ফেলে দিয়ে তারে, নিশ্চিন্তে হ’নারে স্মরণ-ভোর

ঔষধ ও পথ্য।

—::—

গ্রহগ্রহীত পুনি বাতবস, তেহি পুনি বীছি মার।
তাহি পিয়াইয় বারুনী, কহহু কবন উপচার॥ (তুলসীদাস)

গ্রহের কুদৃষ্টি রহে লাগিয়াই যার পরে,
তদুপরি সন্নিপাত রোগ হ’ল যার,
বৃশ্চিক দংশিল যারে তাহার উপর, বল,
মদ্য পিয়াইলে তারে কিবা উপকার?

মীঠা সব কোই খাত হৈ, বিষ হ্বৈ লাগে ধায়।
নীব ন কোই পীবসী, সর্ব্ব রোগ মিটি যায়॥ (কবীর)

খাইতে মিষ্ট তো ভালবাসে সকলে,
মিষ্টে কিন্তু বিষের ক্রিয়া হ'য়ে যায়।
সহজে নিম কেহ নাহি চাহে খাইতে,
অথচ সব রোগ নিমেতে সারায়॥

ঔষধ খাই ন পছি রহৈ, বিষম ব্যাধি কোঁ জাই।
দাদূ রোগী বাউরা, দোস বৈদ কোঁ লাই॥ (দাদূ)

ঔষধ খাইয়া পথ্য না করিলে, কেমনে বা ব্যাধি সারিবে বিষম?
কিন্তু, দাদু! দেখ, রোগী কি পাগল, দোষী করে বৈদ্যগণে অকারণ॥

না উহ মিলৈ ন মৈঁ সুখী, কহু ক্যা জীবন হোই।
জিন মুঝকোঁ ঘায়ল কিয়া, মেরী দারু সোই॥ (দাদূ)

নাহি পাই তাঁরে মনে সুখ নাই,
জীবন আমার কেমনে বা রয়?
যেইজন মোরে ঘাল করিয়াছে,
ঔষধ আমার সেই সুনিশ্চয়॥

রঘুপতি ভগতি সজীবনী মুরী, অনুপান শ্রদ্ধা মতি পূরী।
এহি বিধি ভলেহি সো রোগ নসহীঁ, জতন কোটি নহি জাহীঁ॥ (তুলসীদাস)

রঘুপতি-ভক্তি হয় সঞ্জীবণী-মূলৌষধি,
মনের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা অনুপান তার।
মানসিক রোগ যায় শুধু এই ব্যবস্থায়,
তা' না' হ'লে কোটি যত্ন ব্যর্থ ও অসার॥

টীকা। মানসিক রোগ, অর্থাৎ কাম-ক্রোধ-লোভ মোহাদি এবং এই সব যে রোগ তাহা না জানা।

জানিয় তব মন বিরুজ গোঁসাঈঁ, জব উর বল বিরাগ অধিকাঈ।
সুমতি ছুধা বড়ই নিত নঈ, বিসয় আস দুর্ব্বলতা গঈ॥ (তুলসীদাস)

জানিবে তখন, প্রভু! নীরোগ হ'য়েছে মন,
বৈরাগ্য হৃদয়ে যবে হবে বলীয়ান—
নিত্য নব নব ভাবে বাড়িবে সুমতি-ক্ষুধা,
বিষয়াশা-দুর্ব্বলতা হবে ক্ষীয়মান॥

টীকা। প্রভু=খগরাজ গরুড়, যাঁহার প্রতি এই উত্তর চৌপাইই কাক-ভুষণ্ডী-কর্ত্তৃক "রামচরিতমানসে" উক্ত হইয়াছে।

সুন্দর সতগুরু বন্দিয়ে, সোই বন্দন জোগ।
ঔষধ শবদ দিবাই করি, দূর কিয়ো সব রোগ॥ (সুন্দরদাস)

সদগুরু-দেবে কর নমস্কার,
তাহাই, সুন্দর, নমস্কার যোগ।

শব্দৌষধি মাত্র ব্যবহার করি'
দূর ক'রে দাও সমুদয় রোগ ॥

টীকা। শব্দৌষধি—গুরুদত্ত মন্ত্রৌষধি।

অসাধ্য।

—::—

কৈও কাজ্যৈ ঐসো যতন, যাতে কাজ না হোয়।
পরবত পৈ খোদৈ কুয়া, কৈসে নিকৃসৈ তোয় ॥ (কবীর।)
কেন তেন কাজে করিবে যতন, যাহা কভু সিদ্ধ হইবায় নয় ?
পর্ব্বত-উপরে কূপের খননে, নির্গত কেমনে জল, বল, হয় ?

কালর খেত ন নীপজৈ, জে বাহৈ সো বার।
দাদূ হানা বীজকা, ক্যা পচি মরৈ গঁবার ॥ (দাদূ।)
উষর ক্ষেতেতে শস্য নাহি হয়, দিলেও তাহাতে চাষ শত বার
কেন, ব্যর্থ এ বীজের লাগিয়া, কষ্ট ক'রে মরে এ মূঢ় সংসার ?

কোই দূর ন কর সকৈ, উলটে বিধিকে অঙ্ক।
উদধি পিতা তউ চন্দ কৌ, ধোয় ন সক্যো কলঙ্ক ॥ (অজ্ঞাত।)
বিধাতা যেই আঁক কেটেছেন ললাটে,
উল্টা'তে তাহা নাহি পারে কোন জন।
সমুদ্র হ'ন পিতা চন্দ্রের, তবু তিনি
কলঙ্ক-রেখা তাঁর ধুইতে অক্ষম ॥

ফুলৈ ফরৈ ন বেত, যদ্যপি সুধা বর্ষহি জলদ।
মূরখ হৃদয় ন চেত, যো গুরু মিলহি বিরিঞ্চি সিব ॥ (তুলসীদাস।)
বেতে নাহি ধরে ফুল কিম্বা ফল, যদ্যপি জলদ সুধা বরিষয়।
ব্রহ্মা আর শিব গুরু হইলেও, মূর্খ-হৃদে নাহি হয় জ্ঞানোদয় ॥

অবিশ্বাস্য।

—::—

বাল যোগী, বৈদ্ রোগী, সূর পিঠি ঘাওরে।
কিমিয়াকার ভিখ্ মাঙ্গে ইর্যেভি জন পাতিয়াওয়েবে ॥ (অজ্ঞাত।)
বালক চপলমতি, সে কেমন যোগী ?
সে কেমন চিকিৎসক, নিজেই যে রোগী ?
সে কেমন বীর যার পৃষ্ঠে অস্ত্রলেখা ?
কেমন কিমিয়াকার বৃত্তি যার ভিক্ষা ?
সতর্ক হয় না লোকে, কি আশ্চর্য্য হায় !
বিশ্বাসিয়া ইহাদের অধঃপাতে যায় ॥

টীকা। কিমিয়াকার—স্বর্ণপ্রস্তুতকারী, Alchemist.

সমুদ্র ও জলবিন্দু।

—::—

বুঁদ সমানা সমুন্দরমে, সো মানে সব কোয়।
সমুন্দর সমানা বুঁদমে, বুঝে বিরলা কোয়। (অজ্ঞাত)
জলবিন্দু যাবে সমুদ্রে মিলা'য়ে, সকলেই করে এ কথা স্বীকার।
সমুদ্র মিশাবে জলবিন্দু-মাঝে, কদাচিৎ কেহ মর্ম্ম বুঝে তার॥
টীকা। জলবিন্দু—জীবাত্মা। সমুদ্র—পরমাত্মা

চাঁপা ফুল।

—::—

চম্পায় হ্যায় তিন গুণ, রঙ্গ রূপ আউর বাস।
এক অবগুণ এহি হ্যায়, ভ্রমর না যাওয়ে পাস॥ (অজ্ঞাত)
বর্ণ রূপ গন্ধ, তিনটী গুণ চম্পকের বটে আছে।
আছে দোষ তার একটি কিন্তু—ভ্রমর যায় না কাছে॥

চিত্রিত ব্যাঘ্র।

—::—

বীর পরাক্রম না করে, তাসোঁ ডরত না কোয়।
বালকহুঁ চিত্র বাঘ লে খিলোঁ, কভু ভয় না হোয়॥ (অজ্ঞাত)
বীর পরাক্রম যে নাহি দেখায়, তাহারে তো কেহ নাহি করে ভয়
চিত্রিত বাঘেরে লইয়া বালক খেলে, তার কভু ভয় নাহি হয়॥

প্রতিষ্ঠার ঝুড়ি।

—::—

পরতিষ্টা কা টোকরা, লীয়ে ডোলৈ সাথ।
সও নাম জানা নহী, জনম গবায়া বাদ। (কবীর)
প্রতিষ্ঠার ঝুড়ি সাথে সাথে নিয়া
হেথা-সেথা যেবা ঘুরিয়া বেড়ায়,
কিন্তু সত্য-নাম কিছুই না জানে,
নর-জন্ম তার বিফলেই যায়॥

পুত্র ও মুত্র।

—::—

এক রাহে সে হোতে হৈঁ, পুত আউর মুত।
রাম ভজে তো পুত হৈঁ, নহিঁ তো মুতকা মুত। (কবীর)
মানব দেহের এক দ্বার হ'তে, পুত্র আর মুত্র দু'ই বাহিরায়।
রামে ভজে যেবা পুত্র বটে সেই, যে না ভজে তারে মুত্র বলা যায়॥

সোই পুত সপুত হৈ, জো ভক্তি করৈ চিত লায়।
জরা মরণ তেঁ ছুটি পরৈ, অজর অমর হৈব জায়॥ (মলুকদাস)
সুপুত্র নিশ্চয় সেই পুত্র হয়, হরি-ভক্তি-পথে প্রাণ যার ধায়—
জরা ও মরণ হ'তে মুক্ত হ'য়ে, অজর অমর হইয়া সে যায়॥

কবহুঁ প্রবল চল মারুত, যঁহ তঁহ মেঘ বিলাহি।
জিমি কপূত কুল উপজে, সম্পতি ধর্ম্ম নাশাহি॥ (অজ্ঞাত)
প্রবল বায়ু বহি' কভু কভু যেমতি
ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া জলদে উড়ায়,
কুপুত্র সেই মত জনমিয়া কুলের
ধর্ম্ম আর সম্পদ সকলি ঘুচায়॥

"কান্তা চিন্তা ত্যজতি ন হৃদয়ং"।

—ঃঃ—

দারিদ্র্যো বৃদ্ধ তাতো বসতি মম গেহে দুর্গতি নাম মাতা।
ক্ষুৎতৃষ্ণে দ্বে ভগিন্যৌ পতিসুতরহিতে স্নেহবদ্ধে মদীয়ে॥
পঙ্গু দ্বৌ তু জঘনরহিতৌ ভ্রাতরৌ শোক দুঃখৌ।
কান্তা চিন্তা ত্যজতি ন হৃদয়ং স্নেহবান মোহপুত্রঃ॥ (উদ্ভটশ্লোক)
দারিদ্র্য জনক বৃদ্ধ, জননী দুর্গতি নাম্নী
গৃহে বাস করেন আমার!
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভগ্নী দুটী, পতি পুত্র হীনা তারা,
মোর পরে তাহাদেরো ভার।
পঙ্গু ও জঘন শূন্য, শোক দুঃখ ভ্রাতৃদ্বয়,
তাহাদেরো আর নাহি স্থান।
কান্তা চিন্তা ছাড়েনাকো আমার হৃদয় কভু,
মোহ পুত্র বড় স্নেহবান॥

যন্ত্র ও যন্ত্রী।

—ঃঃ—

কবীর জন্ত্র ন বাজই, টুটি গয়া সব তার।
জন্ত্র বিচারা ক্যা করৈ, চলা বজাবন হার॥ (কবীর)
ওরেরে কবীর, যন্ত্র নাহি বাজে, ছিঁড়িয়া গিয়াছে ত'ার সব তার,
এ যন্ত্র বেচারা কি করিবে বল?—গিয়াছে যে চলি' বাদক তাহার॥

বিধির গতি।

—:◦:—

ক্যা কহুঁ বিধিকা গতি, ভুল পড়ে প্রবীণ।
মূরখ কো সম্পত্তি দেই, পণ্ডিত সম্পত্তিহীন॥ (অজ্ঞাত।)

কি ক'ব বিধির গতি, ভ্রমেতে পড়ে প্রবীণ।
মূর্খেরে সে ধনী করে, পণ্ডিতে সম্পত্তিহীন॥

হোই ভালে কে অনভলো, হোয় দানিকে সুম।
হোই কুপুত সুপুতকে, জ্যোঁও পাবকমে ধূম॥ (তুলসীদাস।)

সজ্জনেরো ভাগ্যে ঘ'টে থাকে মন্দ, কৃপণতা-দোষে দাতা দুষ্ট হয়।
সুপুত্র হ'তেও কুপুত্র জনমে, অগ্নি হ'তে যথা ধূম উপজয়॥

বিন বন মিলন্তি লকড়ী, বিন সায়রকে নীর।
মিলে ভোজন দরিদ্র ঘর, জ্যোঁ ও স্বপক্ষ রঘুবীর॥ (তুলসীদাস।)

বন ব্যতিরেকেও মিলে যায় লাকড়ী, জলাশয় বিনাও মিলে থাকে নীর,
গরীবের ঘরেও খাদ্য মিলে উত্তম, স্বপক্ষ যেই কালে হ'ন রঘুবীর।

টীকা। ইহার উল্টা দোহা প্রথম খণ্ডের ১৫৭ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। তুলনার জন্য নিম্নে তাহার পুনরাবৃত্তি করা হইল, তাহাও তুলসীদাসের রচিত—

জঙ্গল জড়ে না লকড়ী, সায়র জুড়ে ন নীর।
পড়ে উপাস কুবের ঘর, জ্যোঁ ও বিপক্ষ রঘুবীর।

জগতের রীতি।

—:◦:—

সহজো জীবত সব সগে, মুয়ে নিকট নহিঁ জায়।
রোবৈ স্বারথ আপনে, সুপনে দেখ ডরায়॥ (সহজীবাই।)

জীবিত-সময়ে বন্ধু সকলেই, মরিলে নিকটে কেহ নাহি যায়।
কাঁদে সব নিজ স্বার্থের কারনে, ঘুমাবার বেলা মনে ভয় পায়॥

টীকা। ভয়=ভূতের ভয়।

কাঢ় কাঢ় বেগী কহৈ, ভীতর বাহর লোখ।
জীব ছুটে সহজো কহৈ, তন কা সগা ন কোয়॥ (সহজীবাই)

বাহির কর লাস বাহির কর ত্বরা,—ভিতরে ও বাহিরে সবে এই কয়।
জীব যায় যখন দেহ হ'তে চলিয়া, বন্ধু কেহ তখন দেহের না হয়॥

জগ দেখত তুম জাওগে, তুম দেখত জগ জায়।
সহজো যোঁহী রীতি হৈ, মত কর সোচ উপায়॥ (সহজীবাই)

জগৎ দেখিছে তুমি চ'লে যাবে, তুমি দেখিতেছ জগৎ যে যায়।
রীতি এইমত বুঝহ সহজী, দুঃখ করিবার কিছু নাহি তায়॥

জাগ মুসাফের দেখ জেরা, উওতো কুচকো নৌবত বাজ রহি।
ইস দেসমে চোর চকোর ঘনে,
নিজ মাল বি রাখো সম্হাল সদা,

বহুতেরে লোক লুটায় গয়ে, নেহি কিসকি সাবুত লাজ রহি।
কোই আজ গয়া কোই কাল গয়া,
নেহি কায়েম কোই মোকাম হিঁয়া,
বহুতেরে লক্ষাধীস গয়ে, চিরকালসে এহি রেওয়াজ রহি॥ (অজ্ঞাত)

জাগিয়া মুসাফের চেয়ে দেখ একটু;
যাইবার মহবৎ বাজিতেই রয়॥
চোর-ছ্যাঁচড়ের বড় উপদ্রব এ দেশে,
সদা নিজ মালও রাখহ সযতনে,
বহুতর লোকেরা লুটাইয়া গিয়াছে,
অটুট কেহই তো থাকে নাই এখানে,
লজ্জা কাহারো তো রক্ষা নাহি হয়॥
কেহ আজ গিয়াছে, গিয়াছে কেহ কাল,
কায়েম কাহারো তো মোকাম নহে হেথা,
বহুতর লক্ষের অধিপতি গিয়াছে,
রেওয়াজ এমনি চিরকাল রয়॥

টীকা। যাইবার=এই লোক হইতে প্রস্থান করিবার।
কায়েম—চিরস্থায়ী। মোকাম=নিবাস।

পল্টু সীতারাম সোঁ, হম তে কিহেঁ প্রীতি।
দেখি দেখি সব জরত হৈঁ, কৌন জগকী রীতি। (পল্টু)
পল্টু কহিতেছে—সীতারাম সহ প্রীতি সংস্থাপিত হ'য়েছে আমার;
দেখে দেখে তাহা জ্বলে মরে সবে, জগতের রীতি কেন এ প্রকার?

পল্টু মোকো দেখি কৈ, লোগনকো ভা রোগ।
মৈঁ অপনে রংগ বাবরী, জরি জরি মরতে লোগ॥ (পল্টু)
একি হ'লো জ্বালা?—আমারে দেখিয়া
লোকেদের সব হ'য়ে গেল রোগ!
আমি আপনার ভাবেতে পাগল,
দেখে জ্বলে পুড়ে ম'রে যায় লোক!

জে হম জান্যা এক করি, তো কাহে লোক রিসাই।
মেরা থা সো মৈঁ লিয়া, লোগোঁকা ক্যা জাই॥ (দাদূ)
আমি যে জেনেছি এক ব'লে সব,
লোকেরা কেন বা রুষ্ট হয় তায়?
আমারি যা' ছিল আমি লইয়াছি,
লোকেদের তা'তে কিবা আসে যায়?

জ্যোঁ জ্যোঁ রূঠৈ জগত সব, মোর হোয় কল্যাণ।
পল্টু বার ন বাঁকি হৈ, জো সির পর ভগবান॥ (পল্টু)

যেমন যেমন রুষ্ট হবে সবে, তেমনি আমার হইবে কল্যাণ।
বারেকের তরে বাঁকিব না আমি, শিরোপরি বিরাজিত ভগবান ॥

টীকা। বাঁকিবনা আমি—আমার অবলম্বিত ভাব হইতে ভ্রষ্ট হইব না, অর্থাৎ আমি যে পথ ধরিয়াছি, সেই পথে সোজা চলিয়া যাইব। তাহাতে আমার ভয় নাই, কারণ, "শির পর ভগবান।"

"Heart within and God over head"—Longfellow.

আধুনিক লোক।

—::—

হৃদয় কপট বরবেশধর, বচন [illegible] ছোলি।
অবকে লোগ ময়ূর জ্যোঁ, [illegible] মন খোলি। (তুলসীদাস)

আধুনিক লোকেরা ময়ূরের মত, দেখ,
সুন্দর বেশভূষা করে পরিধান।
হৃদয়ে ছল ভরা, চাঁচা-ছোলা কথা কয়,
মিশিতে পারেনাকো খুলি' মন-প্রাণ ॥

বেদ-মহিমা।

—::—

অতুলিত মহিমা বেদকি, তুলসী কিয়ে বিচার।
জো নিন্দত নিন্দিত ভয়ে, বিদিত বুদ্ধ অবতার। (তুলসীদাস)

বেদ-মহিমার নাহিক তুলনা, দেখছ, তুলসী! করিয়া বিচার।
বেদ যেবা নিন্দে, নিন্দিত হয় সে, বিদিত প্রমাণ বুদ্ধ অবতার ॥

শোভা।

—::—

ধনকো শোভা ধরম হৈঁয়, কুলকো শোভা শীল।
জলকো শোভা কমল হৈঁয়, দলকো শোভা পীল। (কবীর)

ধনের শোভা হয় ধর্ম্ম-কার্য্যে ব্যয়েতে,
চরিত্রবান লোক কুল-বিশোভন।
শোভিত হয় জল বিকশিত কমলে,
মাতঙ্গ দল-শোভা করে সম্পাদন ॥

সহজ মহোৎসব।

—::—

মরনা ভলা বিদেস কা, জহাঁ অপনা নহিঁ কোয়।
জীব জন্ত ভোজন করৈ, সহজ মহোচ্ছব হোয়। (কবীর)

বিদেশে-বিভূমে মরা ভাল, যথা আপনার জন কেহ নাহি রয়।
জীবজন্তু সব মৃতদেহ খেলে, সহজে তাহাতে মহোৎসব হয়॥

টীকা। পার্শিদের মৃতদেহ-সৎকার এই ভাবেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। উচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে তাহা জীবজন্তুর ভোজনের জন্য টাঙ্গাইয়া রাখা হয়।

হরি ভক্তি সফল জীবনা, পর উপগার সমাহি।
দাদূ মরণা তহঁ ভলা, জহঁ পশু-পক্ষী খাই॥ (দাদূ)

শ্রীহরি-ভজনে সফল জীবন পর-উপকারে যেন লেগে যায়।
উত্তম তথায় হয় তনু-ত্যাগ পশু-পক্ষী পারে খাইতে যথায়॥

মায়ার নাচন।

জো মায়া সব জগহি নচাবা, জাসু চরিত লখি কাহু ন পাবা।
সোই প্রভু ভ্রূবিলাস খগরাজা, নাচ নটী ইব সহিত সমাজা॥
সোই সচ্চিদানন্দ ঘন রামা, অজ বিজ্ঞানরূপ গুণধামা।
ব্যাপক ব্যাপ্য অখণ্ড অনন্তা, অখিল অমোঘ শক্তি ভগবন্তা॥ (তুলসীদাস)

যেই মায়া সমুদয় জগতেরে নাচা'তেছে,
আচরণ যার কেহ দেখিতে না পায়,
খগরাজ! সেই মায়া এ প্রভুর ভ্রূবিলাসে
পরিবার সহ নাচে নর্ত্তকীর প্রায়।
এই প্রভু রামই তো সচ্চিদানন্দঘন,
অজ ও বিজ্ঞানরূপী সর্ব্ব-গুণ-ধাম,
ব্যাপক ও ব্যাপ্য তিনি, অখণ্ড ও অন্তহীন,
অখিল-অমোঘ-শক্তিশালী ভগবান॥

টীকা। ইহা তুলসীদাসের "রামচরিতমানস"—গ্রন্থে গরুড়ের প্রতি কাক ভুষণ্ডী-বাক্য। ভ্রূবিলাসে—কটাক্ষে। পরিবার—কাম ক্রোধ লোভাদি।

দিবা ও রাত্রি।

তুলসী দিন ভলা সব কহৈ, ভলা চোর কহ রাত।
নিসি বাসর তা কহৈ ভলা, মানৈ রামহি ভাত॥ (তুলসীদাস)

সাধারণে জগতে দিবস ভাল বলে, রাত্রিই ভাল হেন চোরের মনন।
দিবা রাত্রি উভয় কহে ভাল তাহারা, যাহাদের রামের উপরে জীবন॥

সাঁঝ পড়ে দিন বীতবে, চকবী দীনহা রোয়।
চল চকবা ওয়া দেস কো, জহাঁ রৈন না হোয়॥ (কবীর)

চক্রবাক-বধূ কাঁদিয়া ফেলিল, দিবাশেষে সাঁজ আসিল যখন—
চল, চক্রবাক, সেই দেশে চল, রাত্রি যথা নাহি হয় কদাচন!

সংস্কৃত ও ভাষা।

—:o:—

কা ভাষা কা সংস্কৃত, প্রেম চাহিয়ে সাঁচ।
কাম যো আবৈ কামরী, ক্যা লৈ করৈ কুমাঁচ। (তুলসীদাস)

সংস্কৃতেই হ'ক কিম্বা ভাষাতেই হ'ক, সত্য প্রেম করা চাই।
কম্বলে হইলে কাজ, কিংখাপে তোমার কিবা প্রয়োজন ভাই?

টীকা। ভাষা—চলিত ভাষা।

সংস্কিরত কূপ জল, ভাষা বহতা নীর।
ভাষা সদ্‌গুরু সহিত হৈ, সত মত গহির গঁভীর। (কবীর)

সংস্কৃত হইয়াছে কূপোদক-সমান, চলিত ভাষা হয় বহমান নীর।
সদগুরু-মুখে রহে সেরা ভাষা আবার, সন্ত-মত অতীব গভীর গম্ভীর॥

সংস্কিরত সংসারমে, পণ্ডিত করৈ বখান।
ভাষা ভক্তি দৃঢ়াবহী, ন্যারা পদ নিরবান। (কবীর)

দেখিতে পাই এই সংসারে পণ্ডিতেরা
সংস্কৃতের গৌরব করয়ে বাখান।
চলিত ভাষা কিন্তু দৃঢ় করে ভকতি,
নির্ব্বাণ-পদ করে সহজে প্রদান॥

"গুরু নবৈ জো সিষ্য কো।"

—:o:—

তুলসী মৈ তু জো ত্যজৈ, ভজৈ দীন গতি হোয়।
গুরু নবৈ জো সিষ্য কো, সাধ কবাহৈ সোয়। (তুলসী সাহিব)

আমি-তুমি-ভেদ যেবা পরিহার করি', করে
দীন-গতি হ'য়ে দীন-নাথের ভজন,
গুরু হইয়াও যেবা শিষ্যে করে নমস্কার,
তুলসী কহিছে—সাধু বটে সেইজন॥

টীকা। দৃষ্টান্ত স্বরূপে উল্লেখ করা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণের পদধৌত করিয়াছিলেন। যীশুখ্রীষ্টও তাঁহার শিষ্যগণের পা ধোয়াইয়া দিয়াছিলেন।

কায়া বৌরী, চলত প্রাণ কাহে রোঈ।

—:॰:—

কায়া বৌরী, চলত প্রাণ কাহে রোঈ
কহত প্রাণ সুনু কায়া বৌরী, মোর তেরে সংগ ন হোঈ।
তোহি-অস মিত্র বহুত হম ত্যাগা, সংগ ন লীনহা কোঈ॥ (কবীর)

ওরে-রে পাগল কায়া!
তোমারে ছাড়িয়া প্রাণ যাইবার কালে কেন
করিছ এমন তুমি ক্রন্দন রোদন?
দেহেরে কহিছে প্রাণ— শুনরে পাগল কায়া
মোর সাথে আর তব হবেনা মিলন।
তব সম মিত্র আমি কত কত ত্যজিয়াছি,
কাহারেও সঙ্গে নিয়া করিনি গমন॥

"খালা কৈ ঘর নাহি।"

—:॰:—

খালা কৈ ঘর নাহি, ভক্তি হৈ নামকী।
দাল ভাত হৈ নাহি, খায়ে কে কাম কী॥
সাহিব কা ঘর দূর, সহজ না জানিয়ে।
অরে হাঁ পল্টু, গিরৌ তে চকনাচুর, বচন কৌ মানিয়ে॥ (পল্টু)

নামেতে ভক্তি নয় মাসীর বাড়ী তোর,
ডাল-ভাত নহে তা' করিবি আহার!
ঘর মোর প্রভুর অনেক দূরে রয়।
সহজ নহে পথ তথা যাইবার॥
ওরে ওরে পল্টু! শোন কথা আমার।
পড়িয়া যাস যদি হবি চুরমার॥

লম্বা মারগ দূর ঘর, বিকট পান্থ বহু মার।
কহ কবীর, কস পাইয়ে, দুর্লভ গুরু দীদার॥ (কবীর)

অনেক দূরে ঘর, সুদীর্ঘ পথ তার,
বিকট সেই পথে আছে বহু মার,
কহিতেছে কবীর— কেমনে পাবে তুমি
দুর্লভ শ্রীগুরুর মহিমা অপার?

———

(১১)

বর্ষা-মঙ্গল।

—::—

বদরিয়া ছায় রহি চহুঁ ওর।
রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ মেহা বরষৈ, দামিনী দমকৈ জোর॥ (অজ্ঞাত)

এই বরষায়
আকাশের চারি দিক কালো কালো মেঘগণ
ঘন ভাবে ছায়।
রিম্‌ঝিম্ রিম্‌ঝিম্ চলিতেছে বরষণ
দামিনীর চমকেতে চোখ ঝলসায়।
ঘন বরষায়॥

গগন ঘটা ঘহরাণী সাধো, গগন ঘটা ঘহরাণী।
পূরব দিসসে উঠী হৈ বদরিয়া, রিমঝিম্ বরষত পানী॥
আপন আপন খেঁত সম্হারো, বহ্যো জাত হৈ পানী।
সুরত নিরত কা বেল নহায়ণ, করৈ খেত নির্বানী॥
ধান কাট যার ঘর আনৈ, সোই কুসল কিসানী।
দোনো থার বরাবর পরসে, জেবৈঁ মুনী ঔর জ্ঞানী॥ (অজ্ঞাত)

গগনে ঘন ঘটা, জলদ-গরজন,
গগনে ঘন ঘটা জলদ-গরজন।
পূরব দিক হ'তে মেঘগণ উঠিয়া
রিমঝিম্ রিমঝিম্ করিছে বরিষণ॥
সামলাও আল সব নিজ নিজ ক্ষেতের,
আটকাও ওই যে বহিয়া যায় জল।
প্রেম ও বৈরাগ্যের লতাদের নাওয়ায়ে,
নির্ব্বান-ক্ষেত কর নির্ম্মান নিরমল॥
কাটিয়া ও মাড়িয়া আনে যে ঘরে ধান,
কৌশলী হয় বটে সে কৃষক নিশ্চয়।
ওই দুটি বস্তুর সম-পরিবেশনে
মুনি ও জ্ঞানী আদি অতি তৃপ্ত হয়॥

টীকা। ওই দুটি বস্তুর = প্রেম ও বৈরাগ্যের।

সুনি মৈঁ হরি আবনকী আবাজ।
মহল চঢি চঢ়ি জোউঁ মোরি সজনী, কব আবে মহারাজ।
দাদুর মোর পপীহা বোলৈ, কোইল মধুরে সাজ।
উমগ্যো ইন্দ্র চহুঁ দিস বরষে, দামিন ছোড়ী লাজ।

ধরতী রূপ নবা নবা ধরিয়া ইন্দ্র মিলনকে কাজ।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর, বেগ মিলো মহারাজ॥ (মীরাবাই)

পাইতেছি শুনিতে শ্রীহরি আসিবার
মধুর আওয়াজ!
ছাদেতে উঠে উঠে চেয়ে দেখি, সজনী!
কখন যে আসিবেন মোর মহারাজ।
দাদুর, ময়ূর ও পাপীয়া ডাকিতেছে,
কোকিল করিয়াছে সুমধুর সাজ।
ইন্দ্র মহা হরষে চারিদিকে বরষে,
ওই দেখ দামিনী ছাড়িয়াছে লাজ।
সাজিয়াছে ধরণী নব নব রূপেতে,
ইন্দ্র সহ মিলন তাহার যে কাজ!
মীরার প্রভু ওহে গিরিধর নাগর!
সত্বর এস মোর কাছে, মহারাজ॥

বরষে বদরিয়া সাবনকী, সাবনকী মনভাবনকী।
সাবন মে উমগ্যো মেরা মনবা, ঝনক শুনি হরি আবনকী॥
উমড় ঘুমড় চহুঁ দিসসে আয়ো, দামিন দমকে ঝর লাবনকী।
ননৃহী ননৃহী বুন্দন মেহা বরষে, সীতল পবন সোহাবনকী॥
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর, আনন্দ মঙ্গল গাবনকী॥ (মীরাবাই)

বর্ষিছে মেঘগণ শ্রাবণের
শ্রাবণের, মনোমোহনের॥
শ্রাবণে হরষিত হ'য়েছে মন মোর,
ঝনক শুনি' হরি-আগমনের।
ঘুড় মুড়িয়া আসে চারিদিক হইতে,
দামিনী দমকিছে জল ঝরণের।
ছোট ছোট বিন্দুতে বরষিছে মেঘেরা,
শীতল বায়ু বহে মহা সোহাগের।
মীরার প্রভু শ্যাম গিরিধর নাগর,
আনন্দ মঙ্গল তাঁর গাহনের
বর্ষিছে মেঘগণ, শ্রাবণের॥

দেখি বরষা কি সরসাঈ, মোরে পিয়াজীকী মনমে আঈ।
ননৃহী ননৃহী বুন্দন বরষণ লাগ্যো, দামিন দমকে ঝর লাঈ॥
শ্যাম ঘটা উমড়ী চাহুঁ দিসসে, বোলত মোর সুহাঈ।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর, আনন্দ মঙ্গল গাঈ॥ (মীরাবাই)

বরষার সরসতা নেহারিয়া নয়নে, প্রিয়তমে আমার মনে প'ড়ে যায়।
ছোট ছোট বিন্দুর বরষণ চলিতেছে, বিজলী চমকিয়া বর্ষণ বাড়ায়॥
চারিদিক হইতে শ্যাম-ঘটা গর্জ্জনে সোহাগের কথা যে কহিছে আমায়।
মীরার যে প্রভু হরি গিরিধর নাগর, মহানন্দে মঙ্গল মীরা তাঁর গায়॥

তুলসীদাসের "বিনয় পত্রিকা গ্রন্থের" প্রথম রচিত পদ।

সম্বৎ ১৬৩১, জ্যৈষ্ঠ।

—::—

ভজু মন রামচরণ দিন রাতি।
রসনা কৈসনা ভজত হরিপদ ধেয়ত ক সওয়াল সাথি॥
যাক কহত হরত দুখ দারুণ, সুনি তিয়াতাপ নাসাতি।
রামচন্দ্রকী নাম অমিয় রস, সো রস কাহে নাহি খাতি॥
বনিতা বন্ধু সুসীলা সুঘর জন, দেত সলাহ সুহাতি।
আওয়ে পাতি সুজন রঘুবীরকী, সুনি জুড়াত মম ছাতি॥
সম্বত ষোল সৌ একতিসা, জৈঠ মাস ষঠ স্বাতি।
তুলসীদাস এহি বিনয় লিখিত হ্যায় প্রথম আরজুক পাতি॥

ভজরে, মন মোর, রাম-চরণ দিন-রাতি।
রসনা. কেন তুমি ভজ অন্য বিষয়?
ভাব না রাম-পদ, শেষের যা' সাথী।
উচ্চারিলে যে নাম দারুণ দুঃখ যায়,
শুনিলে ত্রিতাপের হয় অবসান,
শ্রীরামের সে নামে অমৃত-রস রহে,
সে রস কেন তুমি নাহি কর পান?

সুশীলা সুকুলজা বনিতা বন্ধু হ'য়ে
মোরে সদুপদেশ করিতেছে দান।
তাহার মুখে যেন দয়াল শ্রীরামের
পত্র এল, শুনিয়া জুড়াইল প্রাণ॥

ষোলশ একত্রিশ সম্বতে, জৈষ্ঠ মাসে,
স্বাতি-নক্ষত্রান্বিত ষষ্ঠী তিথি দিন,
তুলসীদাস এই সবিনয়ে লিখিল
প্রথম নিবেদন পত্রিকা নবীন॥

মীরাবাই-উদাবাই-সংবাদ।

(মীরাবাই বিরচিত)

—:ঃ—

উদাবাই :—ভাভী মীরা, সাধাঁ কা সঙ্গ নিবার, সারা সহর থাঁরী নিন্দা করৈ।
রাণে রোষ কিয়ো থাঁ উপর, সাধোঁ মে মত জারী।
কুলকো দাগ লগৈ ছৈ ভাভী, নিন্দা হো রহী ভারী॥
সাধোঁ রে সঙ্গ বন বন ভটকো, লাজ গুমাই সারী।
বড় ঘর থেঁ জনম লিয়ো ছৈ, নাচো দে দে তারী॥
নিত প্রতি উঠি নীচ ঘর জাবো কুলকঁ লগায়ো গারী।
মীরা গিরধর সাধু সঙ্গ তজ, চলো হমারে লারী॥

মীরাবাই! সাধুসঙ্গ কর পরিহার,
সমস্ত সহর নিন্দা করিছে তোমার।
রাণা রাগ ক'রেছেন তোমার উপর,
যেওনাকো সাধুদের মাঝে অতঃপর।
উজ্জ্বল কুলেতে দাগ লেগেছে তাঁহার
ভারি নিন্দা করিতেছে সকলে তোমার॥
ঘুর ফির সাধুদের সাথে বনে বনে,
লজ্জা-মান খোয়াইলে এত বা কেমনে?
জন্ম লাভ করিয়াছ তুমি বড় ঘরে,
মাতালের মত নাচ ধেই ধেই ক'রে॥
প্রতিদিন উঠি' তুমি নীচ ঘরে যাও,
কুলেতে পড়িছে গালি দেখিতে না পাও।
গিরিধর সাধু-সঙ্গ ত্যজ, মীরাবাই!
মোর সাথে চল তুমি গৃহে ল'য়ে যাই॥

টীকা। ভাভী—বড় ভাইয়ের স্ত্রী।

মীরাবাই :-করে তো পড়্যা ঝক্ মারো, মন লাগো রমতা রামসূঁ॥
করে তো করুক নিন্দা, ক্ষতি নাহি মোর,
মন মম রাম-প্রেমে হ'য়েছে বিভোর॥

উদাবাই :—ভাভী মীরা পহরোণী মোত্যাঁকো হার,
গহনো পহরো রতন জড়াবকা।
পরিধান কর গলে তুমি মোতি-হার,
সুন্দর গহনা পর রত্ন-জড়োয়ার।

মীরাবাই :—বাই উদা ছোড়্যো মৈঁ মোত্যাঁকো হার,
গহনো তো পহর্যো শীল সন্তোষ কো।
পরিহার করিয়াছি আমি মোতি হার,
শীল ও সন্তোষ ভাল গহনা আমার॥

টীকা। শীল—সুশীলতা, সৎস্বভাব।

উদাবাই :- ভাভী মীরা রাণাজী কিয়োছৈ থাঁ পর কোপ,
রতন কচোলে বিষ ঘোলিয়ো।
রাণাজী তোমার প্রতি হ'য়ে ক্রোধান্বিত,
রত্ন-পেয়ালায় বিষ করেন মিশ্রিত।

মীরা :—বাই উদা ঘোলো তো ঘোলন দো,
কর চরণামৃত বাহী মৈ পীবস্তা॥
মিশাইতে দাও তাঁরে বিষ বলবান,
করিয়া চরণামৃত করিব তা' পান॥

উদা :—ভাভী মীরা রাণাজী রো বচন ন লোপ,
উন রুঠাঁ ভীড়ী কোউ নাহী।
ঠেলিয়োনা আর, ভাই, রাণার বচন,
তাঁর কোপে রক্ষা-কর্ত্তা নাহি কোন জন।

মীরা :—বাই উদা, রমাপতি আবে ম্হারী ভীড়,
অরজ করুঁ ছুঁ, তা সুঁ বীনতী॥
রমাপতি আসিবেন আমার সহায়,
বিনীত প্রার্থনা মোর জানাতেছি তাঁয়॥

মীরা বাত নহী জগ ছানী, উদাবাই সমঝো সুঘর সয়ানী॥
সাধু মাত পিতা কুল মেরে, স্বজন সনেহী জ্ঞানী।
সন্ত চরণকী শরণ রৈন দিন, সত্য কহত হুঁ বানী॥
রাণানে সমঝাবো যাবো, মৈ তো বাত ন মানী।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর, সন্তাঁ হাথ বিকানী॥
বুঝিয়া দেখ, উদা, সুন্দরী সুচতুরা!
জগত-জন জানে কথা যা' মীরার।
সাধুই মাতা পিতা, সাধুই কুল মোর,
স্নেহী জ্ঞানী সাধুই স্বজন আমার।
সাধুদের চরণ অবলম্বন মোর
দিবস ও রজনী—কহি সত্য সার॥
যাও তুমি, রাণারে বুঝাও ভাল ক'রে,
মানিব না আমি তো বচন তাঁহার।
মীরার প্রভু শুধু গিরিধর নাগর,
বিকায়েছে সাধুর হাতে প্রাণ তার॥

উদা :—ভাভী বোলো বচন বিচারী।
সাধুকী সঙ্গত দুখ ভারী, মানো বাত হমারী॥
ছাপা তিলক গল হার উতারো, পহিরো হার হজারী।
রতন জড়িত পহিরো আভূষণ, ভোগো ভোগ অপারী।
মীরাজী থেঁ চল মহলমেঁ, থানে সোগন ম্হারী।

কহগো কথা তুমি করিয়া বিচার।
সাধু-সঙ্গে অনেক দুঃখ হয় পাইতে,
মিনতি করি, কথা রাখহ আমার॥
মুছ ছাপ-তিলক, খুলিয়া ফেল মালা,
পর তুমি গলায় মুল্যবান হার।
আরো রত্ন-খচিত অলঙ্কার পরহ,
সংসার-সুখ-ভোগ করহ অপার।
মীরাবাই, ফিরিয়া চল রাজ-প্রাসাদে,
মাথা খাও, ঠেলোনা এ কথা আমার॥

টীকা। সোগন—কসম (হিন্দি), দিব্য (বাঙ্গলা)।

মীরা :—ভাব ভগত ভূষণ সজে শীল সন্তোষ সিঁগার।
ওঢ়ী চুনর প্রেমকী, গিরধরজী ভরতার॥
উদাবাই মন সমঝ, জাবো অপনে ধাম।
রাজ পাট ভোগো তুমহী, হমেঁ ন তাসুঁ কাম॥

ভাব-ভক্তি-ভূষণে বিভূষিত হ'য়েছি,
শোভা শীল-সন্তোষে হ'য়েছে, অপার।
পরিধান ক'রেছি প্রেমের চারু বাস,
গিরিধরলালজী পতি যে আমার॥
উদাবাই! মনেতে বুঝিয়া দেখ তুমি,
যাও তুমি চলিয়া গৃহেতে আপন।
রাজ্য-পাট তুমিই ভোগ কর সকলি,
মোর নাহি তাহাতে কিছু প্রয়োজন॥

শ্রীভরত-চরিত্র।

—::—

জো অঁচবত মাঁতহিঁ নৃপ তেঈ, নাহিঁন সাধু সভা জেহি সেঈ।
সুনহু লষণ ভল ভরত সরীসা, বিধি প্রপঞ্চ মহঁ সুনা ন দীসা॥ (তুলসী দাস)

রাজ্য-অভিষেকের আচমন মাত্রই
উন্মত্ত সেইজন রাজ-মদে হয়,
সেবা যে করে নাই সাধু সন্ত গণের,
ভরত কভু কিন্তু সেই মত নয়।
শুন ভাই লক্ষ্মণ! বিধির সৃষ্টি মাঝে
ভরত সম ভাল দেখি নাই আর,
ভরতের সমান এত ভালো কাহারো
কথা কভু শ্রবণে পশেনি আমার॥

ভরতহি হোই ন রাজ মছু, বিধি হরি হর পদ পাই।
কবহুঁ কি কাঁজী সীকরনি, ছীর সিন্ধু বিনসাই॥

নৃপ-মদ কদাপিও হইবেনা ভরতের,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব-পদ যদিও সে পায়।
ভরত ক্ষীরাব্ধি সম; ক্ষীর-সিন্ধু কখনো কি
বিনষ্ট হইতে পারে কাঁজির ছিটায়?

তিমির তরুণ তরনি হি মকু গিলঈ, গগন মগন মকু মেঘ হি মিলঈ॥
গোপদজল বুড় হিঁ ঘটজোনী, সহজ ছমা বরু ছাড়ঈ ছোনী।
মসক ফুঁক মকু মেরু উড়াঈ, হোই ন নৃপমদ ভরতহি ভাঈ।
লষণ তুম্হার সপথ পিতুয়ানা, সুচি সুবন্ধু নহি ভরত সমানা॥ (তুলসীদাস)

তরুণ তরণী গ্রাস তিমির করিতে পারে,
গগন মিলা'তে পারে মেঘে নিমগন;
গণ্ডূষে সমুদ্রপায়ী অগস্ত্য ঋষির পারে
গোষ্পদ জলেতে ডুবি হইতে মরণ;
ধরিত্রীর স্বাভাবিক ক্ষমা গুণ সুবিদিত,
করিতে পারেন তিনি তাহা পরিহার;
মশক ফুঁ দিয়ে পারে উড়া'তে পর্ব্বত মেরু,
ভরতের নৃপ-মদ নহে হইবার॥
শুনহ, লক্ষণ ভাই! তোমার, পিতার আর,
শপথ করিয়া কহি, কর প্রণিধান—
পবিত্র সুবন্ধু নাই ভরত-সমান॥

টীকা। তরুণ তরণী—বাল্য সূর্য্য।

সগুন্ ছীর অবগুন জলু তাতা, মিলই রচই পরপঞ্চ বিধাতা।
ভরতু হংস রবি বংস তড়াগা, জনমি কিনূহ গুণ দোষ বিভাগা॥ (তুলসীদাস)

গুণ-ক্ষীর দোষ-জল মিশ্রিত করিয়া, বৎস,
করিলা বিধাতা এই প্রপঞ্চ রচন।
সূর্য্যবংশ-সরোবরে জন্মিয়া ভরত-হংস
সেই গুণ-দোষ-ভাগ করিল সাধন॥

গহি গুণ পয় তজি অবগুণ বারী, নিজ জস জগত কীন্হ উঁজিয়ারী।
কহত ভরত গুণ সীল সুভাউ, প্রেম পয়োধি মগন রঘুরাউ॥ (তুলসীদাস)
অপগুণ বারি ত্যজি' গুণ-দুগ্ধ নিয়া, এই
উজ্জ্বল করিল বিশ্ব যশেতে আপন।

কহিতে ভরত-গুণ সুশীলতা ও স্বভাব
হইলেন রঘুনাথ প্রেমাব্ধি-মগন

টীকা। ভরত-চরিত্রের এই চৌপাইগুলি "রামচরিতমানস" গ্রন্থে লক্ষ্মণের প্রতি শ্রীরাম-বাক্য। রাম বনে প্রস্থান করিলে পরে, ভরত বহু লোকজন লইয়া সেখানে আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইয়া লক্ষ্মণ ভরতের এই অভিযান রাজ্য-মদ-জনিত ও শত্রুতামূলক মনে করিয়া ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য রামের এই সমস্ত উক্তি।

সুনি ভূপাল ভরত ব্যবহারূ, সোন সুগন্ধ সুধা সসিসারূ।
মুদে সজল নয়ন পুলক তন, সুজস সরাহন লগে মুদিত মন॥ (তুলসীদাস)

শুনি' মহিষীর মুখে ভরতের ব্যবহার,
সুবর্ণ, সুগন্ধ আর শশি-সার সুধা সম,
হইলা জনক রাজা সজল-নয়ন।

হইল মুদিত আঁখি পুলকিত তনু তাঁর,
ভরতের সুচরিত্র আর তাঁর যশোগাথা
বাখানিতে লাগিলেন আনন্দ-মগন॥

সাবধান সুনু সুমুখি সুলোচনি, ভরত কথা ভব বন্ধ বিমোচনি।
ধরম রাজনয় ব্রহ্ম বিচারূ ইহাঁ যথা মতি মোর প্রচারূ।
সো মতি মোরি ভরত মহিমাহী, কহই কাহ ছলি ছুঅতি ন ছাহী।
(তুলসীদাস)

সাবধানে শুন, রাণী, সুবদনী সুলোচনী,
ভরতের কথা ভব-বন্ধন ঘুচায়।
ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি আর ব্রহ্মবিদ্যা মাঝে
আমার যে বুদ্ধি সদা সহজেই যায়,
মোর সেই বুদ্ধি কিন্তু কোন ছলে কভু নারে
পরশিতে ভরতের মহিমা-ছায়ায়॥

বিধি গণপতি অহিপতি সিব সারদ, কবি কোবিদ বুধ বুদ্ধি বিসারদ।
ভরত চরিত কীরতি করতূতী, ধরম সীল গুণ বিমল বিভূতী॥
সমুঝত সুনত সুখদ সব কাহূ, সুচি সুরসরি রুচি নিদর সুধাহূ॥ (তুলসীদাস)

গণপতি, অহিপতি, ব্রহ্মা, শিব, সরস্বতী,
কবি ও কোবিদ, বুদ্ধি-বিশারদগণ
ভরত-চরিত্র-কথা, কীর্ত্তি আর কার্য্য তাঁর
বুঝিতে শুনিতে হ'ন প্রফুল্লিত মন॥

ভরতের ধর্ম্ম, গুণ, বিমল বিভূতি, শীল
সুর-নদী সম শুচি তাঁর সমুদয়।
অমৃত হইতে শ্রেষ্ঠ আস্বাদন তাহাদের,
সবাকার সুখপ্রদ তাহারা নিশ্চয় ॥

নিরবধিগুণ নিরুপম পুরুষু, ভরত ভরত সম জানি ।
কহিয় সুমেরু কি সের সম, কবিকুল অতি সকুচানি ॥ (তুলসীদাস)

গুণের অবধি নাই, ভরত উপমা-হীন,
ভরত কেবল মাত্র ভরত-সমান।
ভরতের সুচরিত্র বর্ণনায় বলা যায়
সুমেরু পর্ব্বতে যদি মাত্র এক সের সম,
কবিরা বর্ণিতে অতি সঙ্কুচিত-প্রাণ ॥

অগম সবহি বরনত বর বরণী, জিমি জলহীন মীন গমু ধরণী।
ভরত অমিত মহিমা সুনু রাণী, জানহিঁ রামু ন সকহিঁ বখানী ॥ তুলসীদাস)

রাজর্ষি কহিলা আরো— মন দিয়া শুন রাণী,
ভরতের অতি শ্রেষ্ঠ কথার বর্ণনা করা
সবাকার পক্ষে হয় কঠিন তেমন,
জলহীন স্থল হয় মীনের যেমন।
ভরতের সীমাহীন মহিমার কথা শুধু
রামই জানেন, কিন্তু তিনিও অক্ষম
উপযুক্ত-রূপে তাহা করিতে বর্ণন ॥

টীকা। উপরের কয়েকটী চোপাই ও তুলসীদাসের "রামচরিতমানসে" স্বীয় মহিষীর প্রতি রাজর্ষি জনকের উক্তি। মহিষী, কৌশল্যা দেবীর মুখে ভরতের সুখ্যাতি শুনিয়া, জনককে তাহা বলিলে, জনক এই উক্তি করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে লক্ষণের প্রতি শ্রীরামের ভরত-চরিত্র সম্বন্ধে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে এবং তুলসীদাসের শ্রীরামের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণ যে ভরত-চরিত্র, তৎসম্বন্ধে উক্তি পরে উদ্ধৃত হইতেছে। দেখা যাইতেছে যে, তুলসীদাস ঐ সব অতি সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক বর্ণনাও যথেষ্ট মনে করেন নাই। কারণ, তৎপরে তিনি রাজর্ষিকে দিয়া বলাইয়াছেন যে, কেবল রামই ভরতের মহিমা জানেন বটে, কিন্তু তিনিও তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম।

পাপপুঞ্জ কুঞ্জর মৃগরাজু, সমন সকল সন্তাপ সমাজু।
জনরঞ্জন ভঞ্জন ভবভারু, রাম সনেহ সুধাকর সারু ॥ (তুলসীদাস)

পাপ-পুঞ্জ-হস্তীর সিংহ সম ভরত,
প্রশমিত করেন সন্তাপ-নিচয়।

জন-মনোরঞ্জন ভব-ভয়-ভঞ্জন,
শ্রীরামচন্দ্র-প্রেম-সার-সুধাকর ॥

সিয়রাম প্রেম পিয়ুস পূরণ হোত জনম্ ন ভরত কৌ
মুনি মন অগীম জম নিয়ম সম দম বিষম ব্রত আচরত কো।
দুখ দাহ দারিদ দম্ভ দূষণ সুজস মিস অপহরত কৌ
কলিকাল তুলসী সে সঠন্ হঠি রাম সম্মুখ করত কো। (তুলসীদাস)

সীতারাম-প্রেমামৃতে হৃদয় যাঁহার ভরা,
সে ভরত জন্মিতেন যদি না ধরায়,
অধিগম্য নহে যাহা মুনি ঋষিদেরো মনে,
সপ্রেমে লাগিত কেবা সেই তপস্যায় ?
সংযম, নিয়ম আর সম, দম সুকঠিন
সহকারে ব্রত কেবা করিত পালন ?
দারিদ্র্য ও দুঃখ, তাপ, দম্ভ আদি দোষ যত
যশোলাভ-ছলে কেবা করিত হরণ ?
কলিকালে এই দুষ্ট তুলসীরে কে করিত
রামের সম্মুখ-দেশে জোরে আনয়ন ?

টীকা। গোঁসাই তুলসীদাসজীর রামায়ণ "রামচরিতমানসে"র সঙ্কলয়িতা ও অনুবাদক শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় ভরতচরিত্রালোচনায় বলিয়াছেন—"ভরতের প্রেম, ভক্তি, বুদ্ধি, নির্মলতা, পবিত্রতা ও তপস্যা ভারতবর্ষকে ধন্য করিয়াছে। বস্তুতঃ ভরতেরই তো ভারত। ভারত যেন আবার ভরতের পরিচয় সত্য করিয়া তুলিতে পারে।"

কিন্তু, জড়ভরত হইতে ভারতবর্ষের নামোৎপত্তির কথাও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। যাহা হউক, ভরত যে ভারতবর্ষকে ধন্য করিয়াছেন এবং তাঁহার চরিত্র অনুসরণ করিলে জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের, যে মঙ্গল হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

(১২)

"কোটি কোটি পরণাম।"

গুরুকো কীজৈ দণ্ডবৎ, কোটী কোটি পরনাম।
কীট ন জানৈ ভৃঙ্গকো, করি লেই আপু সমান॥ (কবীর)

শ্রীগুরুদেব-পদে দণ্ডবৎ হইয়া
নিবেদ তাঁরে কোটি কোটি পরণাম।
নাহিক জানে কীট ভৃঙ্গের কি প্রভাব,
ভৃঙ্গ করে তাহারে আপন সমান॥

টীকা। বৈরীভাবে স্মরণ করিয়া ভগবদ্বৈরীগণের তৎস্বরূপতা প্রাপ্তির কথা বলিতে গিয়া শ্রীমদ্ভাগবতে পেশস্কৃত ভ্রমরের চিন্তা করিয়া কীটের তদ্রূপ-প্রাপ্তির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—৭ম স্কন্ধের ১০ম অধ্যায়ের ৩১ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দেবর্ষি-নারদ-বাক্য। এই উপলক্ষে উক্ত গ্রন্থের ১১শ স্কন্ধের ৯ম অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকে শিশুপালাদির কথাও দ্রষ্টব্য।

হমারে গুরু পূরণ দাতার।
অভয় দান দীনন কো দীনহে; কিয়ে ভব জল পার॥
জন্ম জন্ম কে বন্ধন কাটে, জম কী বন্ধ নিবার।
রঙ্ক হুতে সো রাজা কীনহে, হরিধন দিয়ো অপার॥
দেবৈ জ্ঞান ভক্তি পুনি দেবৈ, জোগ বতাবনহার।
তন মন বচন সকল সুখদাঈ, হিরদে বুধি উঁজিয়ার॥
সব দুখ-গঞ্জন পাতক-ভঞ্জন, রঞ্জন ধ্যান বিচার।
সাজন দুর্জ্জন জো চলি আবৈ, একহি দৃষ্টি নিহার॥
আনন্দ রূপ সরূপ-ময় হৈ, লিপ্ত নহী সংসার।
চরনদাস গুরু সহজো কেরে, নমো নমো বারম্বার॥ (সহজোবাঈ)

সম্পূর্ণ দাতা হন শ্রীগুরু আমার।
অভয় দান তিনি করেন দীনজনে,
করিয়া দেন তারে ভব-জল পার॥
জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন কেটে দেন,
নিবারণ করেন যমের বন্ধন।
দরিদ্র হয় যেবা, করেন রাজা তারে,
অপার দিয়া তারে হরি-রত্ন-ধন॥
করেন জ্ঞান দান, ভক্তিও দেন তিনি,
যোগ শিক্ষা দিবার কেহ নাহি আর।
কায়-মনো-বাক্যের সর্ব্ব-সুখ-দায়ক
উজ্জ্বল বুদ্ধি হৃদে দান যে তাঁহার॥

সর্ব্ব-দুখ-নাশন, পাতক-বিভঞ্জন,
রঞ্জিয়া দেন প্রেমে ধ্যান ও বিচার।
সুজন বা দুর্জ্জন আসিলে তাঁর কাছে,
সকলের প্রতিই সম দৃষ্টি তাঁর ॥

আনন্দে ডগমগ স্বরূপময় তিনি,
পারেনা লিপ্ত তাঁরে করিতে সংসার।
চরণদাস হ'ন শ্রীগুরু সহজীর,
চরণে নমো নমো, নমো বারম্বার ॥

জয় সীতা-রাম-লক্ষ্মণ।

—::—

রাম বামদিসি জানকী, লষণ দাহিনী ডর।
ধ্যান সকল কল্যাণময়, সুরতরু তুলসী তোর। (তুলসীদাস)
শ্রীরামের বামদিকে জানকী সুবিরাজিতা,
লক্ষ্মণ দণ্ডায়মান দক্ষিণে তাঁহার।
এইরূপ ধ্যান হয় সকল-কল্যাণময়,
হে তুলসী! কল্পতরু এ ধ্যান তোমার ॥

রাম নাম কহবো করো, জবলগী ঘটমেঁ প্রাণ।
কবহুঁ দীনদয়ালুকে, ভনক পরৈগী কান। (তুলসীদাস)
শ্রীরাম-নাম তুমি রটহ নিরন্তর,
যতদিন দেহেতে প্রাণ তব রয়।
কখনো-না-কখনো দীনদয়াময়ের
শ্রবণে ধ্বনি তার লাগিবে নিশ্চয় ॥

"হাম বালক, তুম মায় হমারী।"

—::—

হাম বালক তুম মায় হমারী, পল পল মাহিঁ করো রখবারী।
নিশিদিন গোদী হী মে রাখো, ইত বিত বচন চিতাবন ভাখো।
বিসৈ ঔর জানে নাহিঁ দেবো, দুরি দুরি জাউঁ তো গহি গহি লেবো।
(সহজীবাই)
বালক আমি তব, তুমি মোর জননী,
পলে পলে করিছ রক্ষণাবেক্ষণ।
নিশিদিন আমারে কোলে ক'রে রেখেছ,
হেথা-হোথা কহিছ সোহাগ-বচন ॥

মোরে অন্য বিষয়ে, যাইতে নাহি দাও,
দূরে দূরে যাইলে, ধ'রে ধ'রে আমারে, ফিরাও তখন ॥

মৈঁ অনজান কছু নহিঁ জানূঁ, বুরো ভলো কো নহিঁ পহিচান।
জৈসী তৈসী তুমহী চীনহৌ, গুরু হ্বৈ ধ্যান খিলৌনা দীন হৈব ॥ (সহজো)

অজ্ঞান আমি, মাগো, কিছুই নাহি জানি,
ভাল মন্দ কিছুই নাহি মোর জ্ঞান।
যে জিনিস যেমন তুমিই চিন ঠিক,
গুরু-রূপ ধরিয়া ধ্যান-রূপ খেলনা করিতেছ দান ॥

তুম্হারী রচ্ছা হী মে জীঊঁ, নাম তুমহারী অমৃত পীঊঁ।
দিষ্টি তিহারী উপর মেরে, সদা রহূঁ মৈঁ সরনে তেরে ॥ (সহজোবাই)

তোমারি তো রক্ষায় বাঁচিয়া আছি আমি,
তোমারি নামামৃত করিতেছি পান।
থাকুক মোর পরে কৃপাদৃষ্টি তোমার,
তব পদ-শরণাগত হ'য়ে থাকুক সদা মোর প্রাণ ॥

মারো ঝিড়াকো তৌ নহিঁ জাউঁ, সরকি সরকি তুমহীঁ পৈ আউঁ।
চরণদাস হৈ সহজো দাসী, হৌ রচ্ছক পূরণ অবিনাসী ॥ (সহজোবাই)

মার বা ধমকাও যাইবনা তবুও,
দূরে দূরে গিয়াই, তোমার কাছে, মাগো, ফিরিব আবার।
সহজো দাসী তব, চরণদাস প্রভু!
সম্পূর্ণ অবিনাশী রক্ষক আমার ॥

টীকা। শ্রুতি বলিয়াছেন—"পাণ্ডিত্যং নির্ব্বিদ্য বাল্যে তিষ্ঠাসেৎ" (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ) —পাণ্ডিত্য (বা পাণ্ডিত্যাভিমান) বিসর্জ্জন দিয়া বাল্যে ফিরিয়া গিয়া শিশুভাবে প্রতিষ্ঠিত হও। ভাবার্থ, মাতৃক্রোড়স্থ শিশুর মত অনন্যশরণ হইয়া সকল চিন্তা পরিত্যাগ কর ও মা মা বলিয়া ডাক। কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন—"ন বহুনা শ্রুতেন।" সহজোবাইএর এই "হাম বালক" ইত্যাদি শীর্ষক ভজন-গানে এই শিশু ভাবটী উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ উপরে উদ্ধৃত বাক্যের পরে বলিয়াছেন—"বাল্যং পাণ্ডিত্যঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ মুনিঃ" অর্থাৎ, বাল্য ও পাণ্ডিত্য বিসর্জ্জন দিয়া পরে মুনি হইতে হয়, অর্থাৎ মাতৃগর্ভস্থ শিশুর মহামৌন অবলম্বন করিতে হয়। বৃহদারণ্যকের উদ্ধৃত বাক্যদ্বয়ের ভাবার্থ-মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের "উপনিষদে দুর্গাতত্ত্ব" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। (মাসিক বসুমতী, আশ্বিন ১৩৩১, ৭৭৪ পৃষ্ঠা)

"এহো নন্দলাল তুম।"

—::—

কব কো পুকারত হোঁ, সুনৌ নহী একো বাত,
এহো নন্দলাল তুম, কৈসে প্রতিপাল হো।
কহৈঁ হু দয়াল সো তো, দয়া হন দেখিয়ত,
মেরী মতি ঐসী ভঈ, জৈসে পতপাল হো।

ধার্য্যো হো নৃসিংহ রূপ, তবহী প্রহ্লাদ কাজ,
অব তো ন লাজ কছু, গোধন মেঁ গ্ বাল হো।
ডার্য্যো তেল কানমেঁ কি, বস্যো জায় কাননমেঁ,
সেস সেজ লেটি কি বৌ, পৌড়ে জা পতাল হো। (অজ্ঞাত)

কবে থেকে ডাকছি তোমায়,
শুনছ নাকো একটী কথা,
ওহে নন্দলাল, তুমি
কেমন প্রতিপালক হে?
লোকে বলে দয়াল তোমায়
দয়ার কিছু দেখতে না পাই,
আমার মতে, তুমি একটী
ওঁচা পশুপালক হে!
নৃসিংহ-রূপ ধ'রলে বটে,
প্রহ্লাদের-কাজ ছিল তখন,
এবে তোমার লাজ কিছু নাই,
গরুর পালের রাখাল হে!
তেল দিলে কি কানের ভিতর,
কিম্বা বনে গিয়ে ব'সে আছ?
শেষ-শয্যায় শয়ন ক'রে
পশিলে কি পাতাল হে?

কহঁ গয়ে প্যারে, ঝলক দেখা কে?
হিরদে বসী মাধুরী মুরত, কব অব প্রীতম খুঁট ছুড়াকে!
বিরহ অগিনমে তন মন ফুঁকা, হিয়া জুড়াবো অমী চুবাকে।
ভই বাবরী ইত উত ডোলো, তনমনকী সব সুদ্ধি ভুলাকে।
মৈ তো হৌ পতিতনকী নায়ক, কৈসে বচিহো পন বিসরাকে,
অবতো করমে লীন্ হো সিঁধোরা, তুম সে মিলিহোঁ দেহ জরাকে
কঁহ গয়ে কী লাজ তুমহী কো, কা পৈ জাবোঁ তুমবো কহাকে?
প্রেম প্রসাদ দেহু নিজ স্বামী, মোকো দাসনদাস বনাকে। (অজ্ঞাত)

কোথা গেলে প্রিয় হে,
পলকের লাগিয়া দিয়া দরশন?
হৃদয়েতে বসিল সুমোহন মুরতি,
আশ্রয় ছাড়ি' তব
কোথা আমি বলগো করিব গমন?
জুড়াব অমৃত জলে বিরহ অনলে দগ্ধ হিয়া-তনু-মণ।
দেহ আর মনের শুদ্ধি' সব হারায়ে?
পাগলের মতন হইয়া চারিদিকে
তোমারে সদা আমি করি অন্বেষণ॥

কোথা গেলে, প্রিয়তম ?
এখন তো হাতেতে সিঁধোরা লব আমি,
তব সাথে মিলিব পুড়া'য়ে শরীর।
বহিয়া গেলে আমি লজ্জা তোমারি তো,
কাহার কাছে যাব ?—
তোমার বলি' মোরে কহে সর্ব্বজন।
দাও প্রেম-প্রসাদ, ওগো মোর স্বামিন্,
দাসানুদাস মোরে করিয়া এখন ॥

টীকা। সিঁধোরা—এক প্রকার বাটি, যাহা হাতে লইয়া, ও বোধ হয় যাহাতে চন্দনাদি লইয়া, সতীদাহ প্রচলিত থাকা সময়ে নারীগণ স্বামীর চিতায় সহমৃতা হইতে যাইতেন। সিঁধোরা শব্দের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ পাই নাই।

বিন গোপাল বৈরন ভই কুঞ্জৈ ॥
তব যে লতা লগত অতি সীতল, অব ভই বিষম জ্বালকী পুঞ্জৈ ॥
বৃথা বহত জমুনা খগ বোলত, বৃথা কমল ফুলত অলি গুঞ্জৈ ॥
সুরদাস প্রভু কো মগ জোবত, অঁখিয়া ভঈ অরুন জ্যোঁ গুঞ্জৈ ॥
(সুরদাস)

গোপাল কোথা মোর ? কোথা মোর গোপাল ?
গোপাল ব্যতিরেকে বৈরী হইল এ কুঞ্জ ॥
তখন এ লতিকা শীতল লাগিত অতি,
হইয়াছে এখন বিষম জ্বালামালা পুঞ্জ ॥
যমুনা বৃথা বহে, বৃথা গাহে পাখীরা,
বৃথাই কমল ফোটে গুঞ্জে অলীগণ ॥
সুরদাস প্রভুর পথ পানে চেয়ে আছে,
হইয়া গুঞ্জ সম রক্তিম-নয়ন ॥

প্রভুজী অব জিনি মোহিঁ বিসারো।
অসরন-সরন অধম-জন-তারন, জুগ জুগ বিরদ তিহারো ॥
দীজৈ দরস দয়াল দয়া করি, গুন ঔগুন ন বিচারো।
ধরনী ভজি আয়ো সরনাগতি, তজি লজ্জাকুল গারে ॥ (ধরনীদাস)

প্রভুজী, এবে যেন ভুলোনা আমায়।
অশরণ-শরণ, অধম-জন-তারণ !
ভুলোনাকো প্রতিশ্রুতি,
দিয়েছ যা' যুগে যুগে আসিয়া তুমি ধরায় ॥
দয়াল, দয়া ক'রে দাও দরশন।
দোষ-গুণ-বিচারণা প্রভু, মোর করিও না,
ধরণী শরণাগত
ত্যজি' লজ্জা কুল গালি করিয়া নাম গ্রহণ ॥

আধার।

—::—

কাহুকে অধার সেবা বনিজ ব্যাপার কা হৈ,
কাহুকে অধার থিত বিত্ত খেত গাম কো॥
কাহু কে অধার তন সার ভ্রাত বন্ধুন কো।
কাহু কে অধার প্রিয় সার নিজ নাম কো॥
কাহু কে অধার বিদ্যা বুদ্ধি বল কো হৈ।
কাহু কে অধার হাথী ঘোড়া ধন ধাম কো।
মৈ তো নিরাধার মেরী হরিহি করৈঁগে সার।
মেরে তো অধার এক জানো হরি নাম কা॥ (অজ্ঞাত)

বাণিজ্য-ব্যাপার-সেবা কাহারো আধার হয়,
স্থিত-বিত্ত-ক্ষেত-গ্রামে কারো বা আধার রয়॥
ভ্রাতা ও বন্ধুগণ কাহারো আধার সার,
কারো বা আধার প্রিয় নাম যশ আপনার॥
বিদ্যা বুদ্ধি আর বল কাহারো আধার হয়,
হাতি-ঘোড়া-ধন-ধামে কারো বা আধার রয়॥
আমি তো হে নিরাধার, শ্রীহরি করিব সার,
শ্রীহরির নাম এক জেনেছি মোর আধার॥

"তু কাহে কো জগমেঁ আয়া?"

—::—

তূ কাহে কো জগমেঁ আয়া, জো পৈ নামসে প্রীতি ন লায়া রে।
তৃষ্ণা কাম সবাদ ঘনেরে, মন সে নহি বিসরায়া রে॥
ভোগ বিলাস আস নিস বাসর, ইতউত চিত ভরমায়া রে।
ত্রিকুটী তিরথ প্রেম জল নির্ম্মল, সুরত নহীঁ অন্‌হ বায়ারে॥
দুর্ম্মতি কাম মৈল সব মনকে, ঘুমিরি ঘুমিরি ন ছুড়ায়া রে।
কহঁসে আয়া কহঁকো জৈহৈ, অন্ত খোজ নহিঁ পায়া রে॥
উপজি উপজি কে বিনসি গয়ে সব, কাল সবৈ জগ খায়া রে।
কর সতসঙ্গ আপনে অন্তর, তজি তন মোহ ঔ মায়া রে॥
জন তুলন বল বল সতগুরুকে, জিন মোহি অলখ লখায়ারে। (তুলনদাস)

কেনই বা তুই এ জগতে এসেছিস,
নামেতে রতি যদি করিলি না রে?
কাম আর তৃষ্ণার ঘনীভূত আস্বাদ
অন্তরদেশ হ'তে ভুলিলি-না রে।
দিবানিশি ভোগ ও বিলাসের আশাতে
হেথা-হোথা চিত তোর ঘুরাইলি রে॥

চিত্রকূট তীর্থের প্রেম-জল নির্ম্মল,
সপ্রেমে স্নান তাহে করিলিনা রে।
দুর্ম্মতি-কামের মনোমল সমুদয়
স্মরিয়া স্মরিয়া না ছাড়াইলি রে ॥
কোথা হ'তে আসিলি, কোথায় যাবি তুই,
শেষের খোঁজ কিছু পাইলি না রে।
জনমিয়া জনমিয়া বিনষ্ট হ'ল সব
কাল সব জগৎ খাইল রে ॥
সাধু সঙ্গ করহ অন্তরে আপনার,
পরিহরি' দেহের মায়ামোহ রে।
তুলনের বল শুধু গুরুদেবের বল,
অলখ যিনি মোরে দেখাইলা রে ॥

সমুঝ বুঝ জিয় মেঁ বন্দে. ক্যা করনা হৈ ক্যা করতা হৈ।
গুনকা মালিক আপৈ বনতা, অরু দোষ রাম পর ধরতা হৈ ॥
অপনা ধরম ছোড়ি ঔরোঁ কে, ওছে ধরম পকরতী হৈ।
অজবে নসে কী গফলত আঈ. সাহিব কো নহিঁ ডরতা হৈ।
জিনকে খাতির জান মাল সে, বহি বহি কে তু মরতা হৈ।
বে ক্যা তেরে কাম পড়েঁগে, উনকা লহনা ভরতা হৈ।
দেব ধরম চাহে সো করি লে, আবাগমন ন টরতা হৈ।
প্যারে কেবল রাম নাম সে, তেরা মতলব সরতা হৈ। (কাষ্ঠজিহ্বাস্বামী)

হৃদয়ে ভাল ক'রে বুঝে-সুঝে দেখহ
কিবা করা উচিত কি করিছ আর।
দোষ যত রামের উপরে চাপাইয়া
ভাবিছ গুণ যত সকলি তোমার ॥
শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আপন পরিহার করিয়া
অন্যের ওঁচা ধর্ম্ম করিছ গ্রহণ।
আজব নেশা করি' গাফিলতি এসেছে,
প্রভুরে ভয় তব নাহি করে মন ॥
যাহাদের খাতির প্রাণ ও বস্ত্র তরে,
তাহাদের লাগি মর, কত কর শ্রম।
সেই সবে আখেরে কি কাজ বা হইবে?
তাদের দাবি তুমি মিটাও, কি ভ্রম!
দেব-ধর্ম্ম চাহ যা' করিয়া লহ তাহা,
আসা যাওয়া কিন্তু ঘুচিবে না তায়।
ওহে বন্ধু! কেবল রাম নাম হইতে
তোমার মনঃ শঙ্কা দূরে স'রে যায় ॥

জগ জগ কহতে জুগ ভয়ে, জগো ন একো বার ॥
জগা ন একো বার, সার কহো কৈসে পাবৈ।
সোবত জুগ জুগ ভয়ে, সন্ত বিন কৌন জগাবৈ ॥

পড়ে ভরম কে মাহি, বন্ধ সে কৌন ছুড়াবৈ।
জো কোই কহৈ বিবেক, তাহিকা নেক ন ভাবৈ ॥

তুলসী পণ্ডিত ভেষ সে, সব ভুলা সংসার।
জগ জগ কহতে জুগ ভয়ে, জগা ন একো বার ॥ (তুলসী সাহিব)

জাগ, জাগ কহিতে চলিয়া গেল যুগ, জাগিলে না তুমি একবার ॥
জাগিলে না একবার, সার বস্তু, বলহে, কেমনে পাইবে ?
নিদ্রায় যুগ যুগ যাইল, সন্ত বিনা কেবা জাগাইবে ?

ভ্রমের মাঝে পড়ি' আবদ্ধ হইয়াছ,
সে বাঁধন হ'তে কে ছাড়া'বে তোমায়
যদি কেহ তোমারে বিবেক-কথা কহে,
মন তব তাহাতে একটু না যায় ॥

পণ্ডিত-বেশ দেখি' ভুলিল, হে তুলসী, সকল সংসার ॥
জাগ, জাগ কহিতে চলিয়া গেল যুগ, জাগিলে না তুমি একবার ॥

মুরগী য়হ সংসার চেহুঁ চেহুঁ করত হৈ।
আতম রাম কো নাম হৃদে নহিঁ ধরত হৈ ॥

বিনা রাম নহিঁ মুক্তি ঝুট সব কহত হৈ।
বুল্লা হৃদে বিচারি রাম সঙ্গ রহত হৈ। (বুল্লা সাহিব)

মুরগীর মত বটে হয় এই সংসার,
চেঁহু চেঁহু করিয়া ডাকিতেই রয়।
পরমাত্মা শ্রীরাম, মধুর নাম তাঁর
অনুরাগে হৃদয়ে নাহিক ধরয় ॥
শ্রীরাম ব্যতিরেকে
মুক্তি কভু মিলে না,
মিলে বলে যাহারা' সব মিথ্যা কয়।
বুল্লা বিচারিয়া
আপনার হৃদয়ে,
রামের সাথে সাথে সতত‌ই রয় ॥

সুখ সিন্ধকী সৈর কা স্বাদ তব পাইহৈ,
চাহ কা চৌতরা ভূলি জাবৈ।
বীজ কে মাহি জোঁ বৃচ্ছ বিস্তার,
যোঁ চাহ কে মাহি সব রোগ আবৈ॥
দৃঢ় বৈরাগ মেঁ হোয় আরূঢ় মন,
চাহ কে চৌতরে আগ দীজৈ।
কহৈ কবীর যোঁ হোয় নিরবাসনা,
তত্ত সে রত্ত হৈ কাজ কীজৈ॥ (কবীর)

সুখ-সিন্ধু-ভ্রমণের　তখন পাইবে স্বাদ,
বাসনার চবুতরা ভুলিয়া যাবে যখন।
বীজের ভিতরে যথা　বৃক্ষের বিস্তার রয়,
বাসনায় করে তথা সব রোগ আগমন॥
সুদৃঢ় বৈরাগ্যোপরি　আরোহণ করি' মন
বাসনার চৌতরায় কর ভস্মে পরিণত।
এইরূপে নির্ব্বাসনা　হইয়া— কবীর কয়—
কাজ কর নিরমল সুতত্ত্বে হইয়া রত॥

মগন ভঈ মেরী মাইজী, জব সে পায়া কন্থ॥
জব সে পায়া কন্থ, পন্থ সতগুরু বতলায়া।
সতগুরু বড়ে দয়াল, করী উন মো পর দায়া॥
শান্তা মন মেঁ আই, ছুটী মেরী দুচিন্তাঈ।
সোউঁ কন্থ কে সাথ, অঙ্গ মে অঙ্গ লগাঈ॥
পল্টু সতগুরু শব্দ সুনি, হৃদয় খুলা হৈ গ্রন্থ।
মগন ভেঈ মেরী মাইজী, জব সে পায়া কন্থ॥ (পল্টু)।

আনন্দ-মগ্ন, মাগো,　হ'য়েছি সে অবধি,
যখন কন্থা লাভ হইল আমার॥
পাইনু কন্থা যবে, গুরুদেব করিলা পথ প্রদর্শন।
দয়াল গুরু বড়, করিলা মোর প্রতি করুণা পরম॥
শান্তি মোর পরাণে　আসিল সবিশেষ,
দুশ্চিন্তা যত মোর গেল সমুদয়।
কন্থার সাথে আমি　শুইয়া থাকি সুখে,
প্রতি অঙ্গে আমার কন্থা লেগে রয়॥
সদ্‌গুরুদেবের　মন্ত্র শুনি', মাইজী,
খুলে গেছে হৃদয়ে গ্রন্থ এক সার।
আনন্দে মন মোর　হইয়াছে বিভোর,
যে অবধি কন্থা লাভ হইল আমার॥

রাম সুমির রাম সুমির, এহী তেরো কাজ হৈ ॥
মায়াকো সঙ্গত্যাগ, হরিজুকী সরন লাগ।
জগত সুখ মান মিথ্যা, ঝুঁঠো সব সাজ হৈ ॥
নানক জন কহত বাত, বিনসি জৈহৈ তেরী গাত।
ছিন ছিন করি গয়ো কাল্হ, তৈসে জাত আজ হৈ ॥ (নানক)

শ্রীরামে স্মরহ, শ্রীরামে স্মরহ, তাহাই তব কাজ হে ॥
মায়া-সঙ্গ ত্যজি' হও শ্রীহরি শরণাগত,
জগৎ-সুখ-মান মিথ্যা সকলি, মিথ্যা সব সাজ হে ॥
নানক কহিছে—তব শরীর বিনষ্ট হবে,
পলে পলে চলি' গিয়াছে কাল, তেমতি যায় আজ হে ॥

টীকা। সাজ—নানাবিধ বিচিত্র সাজ সজ্জায় সজ্জিত এই যে দৃশ্যমান বিশ্ব।

" সব গোবিন্দ হৈ, সব গোবিন্দ হৈ "

—:—

এক অনেক ব্যাপক পূরক, জিত দেখোঁ তিত সোঈ।
মায়া চিত্র বিচিত্র বিমোহিত, বিরলা বুঝৈ কোঈ ॥
সব গোবিন্দ হৈ, সব গোবিন্দ হৈ, গোবিন্দ বিন নাহিঁ কোঈ
সূত এক মনি সত্ত সহস জস, ওত পোত প্রভু সোঈ ॥
কহত নামদেব, হরি কী রচনা, দেখো হৃদয় বিচারী।
সব ঘট অন্তর সর্ব্ব নিরন্তর, কেবল এক মুরারী ॥ (নামদেব)

এক ও অনেক আর ব্যাপক পূরক তিনি ;
যে দিকে ফিরাই আঁখি তিনিই কেবল।
মায়ার বিচিত্র চিত্র বিমোহিত করে সবে,
সেই কথা বুঝিবার মানুষ বিরল ॥
সকলি গোবিন্দ দেখ, দেখহ গোবিন্দ সব,
গোবিন্দ ব্যতীত আর কিছুই তো নাই।
এক সূত্রে গাঁথা যথা সহস্র সহস্র মণি,
ওতপ্রোত ভাবে প্রভু আছেন সদাই ॥
কহিতেছে নামদেব— হরির রচনা বিশ্ব,
বিচারিয়া হৃদয়েতে দেখহ সকল।
সর্ব্ব-ঘট-অন্তরেতে সর্ব্বত্রই নিরন্তর
মুরারি বিরাজমান, মুরারি কেবল ॥

টীকা। নিরন্তর—নিরবচ্ছিন্ন ভাবে।

ধর্ম্মময় রথ।

—::—

শুনহু সখা কহ কৃপানিধানা, জেই জয় হোই সো স্যন্দন আনা।
সৌরজ ধীরজ তেহি রথ চাকা, সত্য সীল দৃঢ় ধ্বজা পতাকা॥
বল বিবেক দম পরহিত ঘোরে, ছমা কৃপা সমতা রজ্জু জোরে।
ঈসভজন সারথি সুজানা॥ (তুলসীদাস)

"শুন সখা"—কহিলেন করুণা-নিধান রাম—
"আনিয়াছি সেই রথ যাহে আরোহণ করি'
বিজয়ী হইব মোরা এ যুদ্ধে নিশ্চয়।
শৌর্য্য আর ধীরতায় চক্র তার সুগঠিত,
দৃঢ় সত্য-সুচরিত ধ্বজা ও পতাকা তার,
বল ও বিবেক আর ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, আর
পরহিতকারিতাই অশ্ব তার হয়,
সমতা করুণা ক্ষমা রথ-রশ্মি-দ্বয়॥"

টীকা। এই চৌপায়গুলি ও পরের চৌপাই ও দোহা "রামচরিতমানসে" বিভীষণের প্রতি শ্রীরাম-বাক্য। রথ ব্যতীত কি প্রকারে রাবণের মত বলবান শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিবেন, এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে এই সব উক্ত হইয়াছে।
উপরে উদ্ধৃত উক্তির পরে রামচন্দ্র রথসজ্জায় অস্ত্র-শস্ত্রের কথা বলিলেন, যথা—বিরতি—চর্ম্ম অর্থাৎ ঢাল, সন্তোষ—কৃপাণ, দান—কুঠার, বুদ্ধি—প্রচণ্ড শক্তি, শ্রেষ্ঠ-বিজ্ঞান—দৃঢ় ধনু, অমল-অচল মন—তূনীর, শম-যম-নিয়ম—নানাবিধ বাণ এবং অভেদ্য কবচ—বিপ্র-গুরু-পূজা।

এহি সম বিজয় উপায় ন দূজা।
সখা ধর্ম্মময় রথ জাকে, জীতন কহঁ ন কতহুঁ রিপু তাকে॥
মহা অজয় সংসার রিপু, জীতি সকই সো বীর।
জা কে অস রথ হৈ দৃঢ়, সুনহু সখা মতিধীর॥ (তুলসীদাস)

বৈরীগণ সহ যুদ্ধে জয় লাভ করিবার
ইহার সমান নাহি দ্বিতীয় উপায় আর।
এই ধর্ম্মময় রথে আরোহণ করি', সখা,
যুদ্ধ করে যেবা তার নাহি পরাজয়,
যতই আসুক শত্রু যুঝিবারে তার সাথে,
তাহারে জিনিতে কেহ সক্ষম না হয়॥
দুরন্ত সংসার রিপু, অতীব দুর্জ্জয় যাহা,
তারেও করিতে পারে পরাজিত সুনিশ্চয়,—
শুন সখা ধীরমতি— সেই বীর বলবান,
দৃঢ় ধর্ম্মময় রথ যাহার সহায় রয়॥

"খাক্ আপকো সমঝ্না।"

—::—

খাক্ আপকো সমঝনা, ইকসীর হৈ তো য়হ হৈ।
ইখলাক সবসে রাখনা, তসখার হৈ তো য়হ হৈ॥
সব কাম আপনা করনা, তকদীর কে হবালে।
নজদীক আরিফোঁ কে, তদবীর হৈ তো য়হ হৈ॥ (অজ্ঞাত)

নিজেরে ছাই ব'লে ভাল ক'রে জানিবে,
রসায়ন হইলে তাহাতেই হয়।
সবার সাথে রাখ সাদর ব্যবহার,
বশীকরণোপায় ইহা ছাড়া নয়॥
নিজের সব কাজ আপনিই করিবে,
আনন্দ-সহকারে খেলার সমান।
আর জেনো, তদ্বির শ্রীহরি লভিবার
সাধুদের নিকটে সদা অবস্থান॥

গায়ক ও কবি।

—::—

প্রভুজী কা গুণ নেহি গায়া, তু গায়ক হুয়া তো ক্যা হুয়া?
প্রভুজীকা কথা নেহি লিখা, তু কবি হুয়া তো ক্যা হুয়া? (অজ্ঞাত)

প্রভুজীর গুণের গান তুমি গাহনি,
গায়ক হ'য়েছ তো কি হ'য়েছে তায়?
প্রভুজীর কথা তো লিখ নাই একটু,
কবি তুমি হইলে কিবা আসে যায়?

কবীর জব হম গাবতে, তব জানা গুরু নাহিঁ।
অব গুরু দিল মে দেখিয়া, গাবন কো কুছ নাহি॥ (কবীর)

কবীর কহে—গান গাহিতাম যখন,
গুরু থাকা তখন নাহি জানিতাম।
শ্রীগুরুদেবে এবে হৃদয়েতে দেখেছি,
গাহিবার এখন কিছু নাহি গান॥

সন্ত হৃদয় নবনীত সমানা, কহা কবিনহ পৈ কহই ন জানা।
নিজ পরিতাপ দ্রবই নবনীতা, পরদুঃখ দ্রবহী সুসন্ত পুনীতা॥
(তুলসীদাস)

নবনীত-সমান সাধুদের হৃদয়,
কহেন এই কথা যেই কবিগণ,
কি বলা উচিত তা' জ্ঞাত তাঁরা নন।'

নিজের গায়ে তাপ না লাগিলে নবনী
গলে না, কিন্তু পূত সাধুসন্তগণ
শুধু পর-দুঃখেই বিগলিত-মন ॥

নিজ কবিত্ত কেহি লাগ ন নীকা, সরস হোউ অথবা অতি ফীকা।
জে পর ভনিতি সুনত হরসাহী, তে বর পুরুষ বহুত জগ নাহী ॥
(তুলসীদাস)

নিজ-কৃত কবিতা কার না লাগে ভাল,
সরস হ'ক কিম্বা মন্দ অতিশয় ?
পরের লেখা শুনি' আনন্দ পায়, হেন
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জগতে বহু নাহি রয় ॥

আখর অরথ অলংকৃতি নানা, ছন্দপ্রবন্ধ অনেক বিধানা।
ভাব ভেদ রস ভেদ অপারা, কবিত্ত দোষ গুন অনেক প্রকারা ॥
(তুলসীদাস)

অক্ষর ও অর্থ আর নানাবিধ অলঙ্কার
ছন্দোবদ্ধ বহুবিধ রহে কবিতায়।
প্রবন্ধ ও ভাব-ভেদ, রস-ভেদ, দোষগুণ
অনেক প্রকার হয় বিচিত্রিত তায় ॥

ভনিতি বিচিত্র সুকবি কৃত জোউ, রাম নাম বিনু সোহ ন সোউ।
বিধুবদনী সব ভাঁতি সঁবারী. সোহ ন বসন বিনা বর নারী ॥ (তুলসীদাস)

বিচিত্র হ'লেও অতি সুকবি-রচিত কাব্য
রাম-নাম-শূন্য হ'লে শোভিত না হয়।
সর্ব্ব-রূপে সুসজ্জিতা চন্দ্রমুখী নারী যদি
বিবসনা হয় তার কিবা শোভা রয় ?

সব গুন রহিত কুকবি কৃত বানী, রাম নাম জস অঙ্কিত জানি।
সাদর কহহিঁ সুনহিঁ বুধ তাহী, মধুকর সরেস সন্ত গুনগ্রাহী ॥ (তুলসীদাস)

সর্ব্বগুণ-বিবর্জ্জিত কুকবির কবিতায়
হয় যদি শ্রীরামের যশোনামাঙ্কন,
বুধগণ সমাদরে পড়েন শুনেন তাহা—
গুণগ্রাহী মধুকর সম সন্তগণ ॥

প্রভু সুজস সংগতি ভনিতি ভলি, হোইহি সুজন মনভাবনী।
ভব অঙ্গ ভূতি মসান কী, সুমিরত সোহাবনী পাবনী ॥ (তুলসীদাস)

প্রভুর যশের কথা সম্পর্কিত যে কবিতা,
হয় তাহা সুজনের মনের রঞ্জন।
ভব-অঙ্গে শ্মশানের বিভূতি বিলিপ্ত হ'লে,
পবিত্রতা-সুখ-প্রদ তাহার স্মরণ ॥

"হরিসে লাগ রহো ভাই।"

—::—

হরিসে লাগ রহো ভাই, তেরা বহুত বনত বনি যাই।
তেরা বিগড়ি বিগড়ি বনি জাই॥
অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে, তারে সদন কসাই।
শুয়া পঢ়াকে গনিকা তারে, তারে মীরাবাই॥
দৌলত দুনিয়া মাল খাজানা, বেনিয়া বৈল চঢ়াই।
এক বাতসে ঠাণ্ডা হোগা, খোঁজ খবর না পাই॥
ঐসা ভক্তি করো ঘট ভিতর, ছোড়ি কপট চতুরাই।
সেবা বন্দন ঔর দীনতা, সহজে মিলব রঘুরাই॥ (কবীর)

শ্রীহরিতে লাগিয়া রহ হে সদাই,
বনিতে বনিতে তব যাবে বনিয়াই।
অবনি-বনা তব হ'তে হ'তে শেষকালে বনিবেই ভাই।
অঙ্কা তরিল, বঙ্কা তরিল, তরিল সদন কসাই,
শুক পাখী পড়ায়ে গণিকা তরিল, তরিল মীরাবাই॥
দৌলত দুনিয়া, মাল খাজানা
বেনিয়া বলদের পিঠে যে চড়ায়,
এক কথাতেই সব ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে,
খোঁজ খবর আর কিছু নাহি পাই।
হেন ভক্তি তুমি কর দেহ-ভিতরে,
কপটতা চাতুরী করি' পরিহার,
সেবা ও বন্দনা আর হৃদে দীনতা, সহজে মিলিবে রঘুরাই॥

টীকা। রঘুরাই—রঘুবীর, রঘুনাথ রাম।

ঢাকা থাকে না।

—::—

চন্দ্র ছাপে না তারক উজোর, সূরয ছাপে না বাদর ছাই।
রণ পড়ে কাঁহা রাজপুত ছাপে, দানী ছাপে কাঁহা মাগন ঠাঁই॥
নারীকে চঞ্চল নয়ন ছাপে না, নীচ ছাপে না বড় পদ পাই।
সিন্ধুকো ভিতর পাপ ছাপে না, দাস ছাপে না হরিগুণ গাই॥ (অজ্ঞাত)

নাহি ঢাকে চাঁদে কভু উজ্জ্বল তারকা,
মেঘছায়া নাহি কভু দিবাকরে ঢাকে।
রণ-মাঝে ঢাকা কি থাকে রে রাজপুত?
যাচকের কাছে দাতা ঢাকা কোথা থাকে?

নারীর চঞ্চল আঁখি নাহি থাকে ঢাকা,
বড় পদে কোন কালে নীচতা ঢাকে না।
ঢাকা নাহি রহে পাপ সাগরেরো মাঝে,
হরি-গুণ-গায়ক দাস ঢাকা থাকে না॥

প্রেম ছিপায়া ন ছিপে, যা ঘট প্রঘট হোয়।
যে পৈ মুখ বোলে নেহি, তৌ নৈন দেৎ হায় রোয়॥ (কবীর)
দেহের ভিতরে প্রেম যদি জাগে, ঢাকিলেও তাহা ঢাকা নাহি যায়।
মুখে কিছু নাহি বলিলেও, আঁখি দেয় রে কাঁদিয়া দেখাইয়া তায়॥

প্রেম দিবানে জো ভয়ে, কহৈ বহকতে বৈন।
সহজো মুখ হাঁসী ছুটে, কবহু টপকৈ নৈন॥ (সহজোবাই)
প্রেমেতে পাগল হ'য়েছে যেজন, কহে সে বচন ব্যাকুলতাময়।
কখনো তাহার হাসি ছুটে মুখে, কভু আঁখিজল প্রবাহিত হয়॥

জীবনের সুখ।

—::—

জগৎবীচ সব জানহু লোকা, জীবনকো সুখ ইহ অবিশোকা।
রোগরহিত ঋণরহিত ঘর বাসা, সজ্জন সঙ্গে হোত দিন খলসা॥
জ্ঞানমনন সুখ লহহি সদাহি, নির্ভয় বাস করহি ঘরমাহি।
ইহ ছয় হৈঁয় জাকো জগমাহি, সো রাজন সুখ বসহি সদাহি॥ (কবীর)

জান সকল লোকে, জগত-মাঝে কিসে
শোক-রহিত সুখ জীবনের হয়—
অপ্রবাসী যেজন, যাহার নাহি ঋণ,
নীরোগ দেহ যার, যেজন নির্ভয়,
সজ্জন-সহবাসে যাহার কাটে দিন,
জ্ঞান-মননে সদা মগন যে রয়,—
জগতে আছে যার এ ছ'টি শুভযোগ,
রাজসুখে সতত থাকে সে নিশ্চয়॥

টীকা। জ্ঞান-মনন—তত্ত্বজ্ঞান ও ঈশ্বর-চিন্তা।

বিমল জ্ঞান জল জব সো নহাঈ, তব রহ রামভগতি উর ছাঈ।
শ্রুতি পুরান সব গ্রন্থ কহাহী, রঘুবর ভগতি বিনা সুখ নহী (তুলসীদাস)
সুবিমল জ্ঞান-জলে যখন করিবে স্নান,
তখন শ্রীরামভক্তি ছাইবে হৃদয়।
বেদ পুরাণাদি গ্রন্থ কহে সবে এই কথা—
রঘুপতি-ভক্তি বিনা সুখ নাহি হয়॥

কমঠ পীঠি জামহিঁ বরু বারা, বন্ধ্যাসুত বরু কাহুহি মারা।
ফুল হিঁ নভ বরু বহুবিধি ফূলা, জীব ন লহ সুখ হরি প্রতিকূলা॥
(তুলসীদাস)

বন্ধ্যাসুত কাহারেও যদিবা মারিতে পারে,
কমঠের পৃষ্ঠে যদি লোম জন্মায়,
আকাশে যদ্যপি কভু ফুটে নানাবিধ ফুল,
হরি-প্রতিকূল জীব সুখ নাহি পায়॥

টীকা। কমঠ—কচ্ছপ।

তৃষা জাই বরু মৃগজল পানা, বরু জামহিঁ সসসীস বিখানা।
অন্ধকার বরু রবিহি নসাবঈ, রাম বিমুখ ন জীব সুখ পাবঈ।
হিমতেঁ অনল প্রগট বরু হোঈ, রাম বিমুখ সুখ পাব ন কোঈ। (তুলসীদাস)

বরঞ্চ হইতে পারে— শশকের শিরে শৃঙ্গ,
মরীচিকা-জল-পানে তৃষ্ণা-নিবারণ,
অন্ধকার আবরিয়া বিনাশিতে পারে শশী,
রাম-বিমুখের সুখ নহে কদাচন॥
যদ্যপি বরফ হ'তে অনল প্রকট হয়,
রাম-বিমুখের সুখ নহে কদাচন॥

'বিনু রবি রাতি ন যায়।'

—::—

রাকা শশী ষোড়শ উগেঁ, তারাগণ সমুদায়।
সভৈ গিরিন দৌ লাইয়ে, বিনু রবি রাতি ন যায়॥
হ্যায়সাই বিনু হরি ভজন খগেসা, মিটে ন জীবন কের কলেসা। (তুলসীদাস)

যদ্যপি আকাশে উঠে ষোলকলা-পূর্ণ শশী,
তৎসহ নক্ষত্রগণ উঠে সমুদয়,
আর, যত গিরি আছে এই ভূমণ্ডল-মাঝে,
সবার উপরে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়,
তথাপি, নিশ্চয় জেনো, কিছুতেই কখনও
রবির উদয় বিনা রাতি নাহি যায়।
সেইমত, হে গরুড়, হরি না ভজিলে পরে,
কিছুতে জীবের ক্লেশ নাহিক ঘুচায়॥

"দেহু কলালী এক পিয়ালা।"

—ঃঃ—

দেহু কলালী এক পিয়লা, ঐসা অবধু হৈ মতবালা।
হে রে কলালী তৈঁ ক্যা কিয়া, শিরকা সা তৈঁ প্যালা দিয়া
কহৈ কলালী প্যালা দেউঁ, পীবনহারেকা সির লেউঁ॥
চন্দ সূর দো সনমুখ হোই, পীবৈ প্যালা মরৈ ন কোই।
সহজ সুন্নমে ভাটী সরবৈ, পীবৈ রৈদাস গুরুমুখ দরবৈ॥ (রৈদাস)

দাও ভাই শৌণ্ডিক, দাও এক পেয়ালা,
অবধুত যাহাতে হয় মাতোয়ার।
ওরে ওরে শৌণ্ডিক! কি যে তুমি ক'রেছ,
সর্ব্বৎই তো তাগ পেয়ালা যা' দিয়েছ!
কহিতেছে শৌণ্ডিক,— পেয়ালা দিব বটে,
পান যে করিবে লব তার শির।
চন্দ্র সূর্য্য উভয়ে সম্মুখে র'য়েছে,
পান যে করিবে মরিবেনা স্থির॥
সহজ শূন্য মাঝে ভাঁটি তার বিরাজে,
পান করে রৈদাস গুরুমুখ হইতে বিগলিত ধার॥

টীকা। শৌণ্ডিক—শুঁড়ি, মদ প্রস্তুতকারক, অথবা মদ্য-বিক্রেতা; এখানে প্রেম-মদের প্রস্তুতকারক বা বিক্রেতা। পেয়ালা—প্রেমের পেয়ালা। সর্ব্বৎ—সর্ব্বতের মত কিন্তা, যাহাতে নেশা হয় না, প্রাণ যাবে না।
লব তার শির—কবীরও কয়েকটা দোহাতে এই কথাই বলিয়াছেন—প্রথম খণ্ডের ৯২ পৃষ্ঠার ১ম, ৯৬ পৃষ্ঠার ১ম, ২য় ও ৪র্থ এবং ৯৭ পৃষ্ঠার ১ম দোহা দ্রষ্টব্য। ইহার ভাবার্থ:—অবনত শির অর্থাৎ অহঙ্কারশূন্য হইলে প্রেম-মদিরা লাভ হইবে।

ষড় দর্শন।

—ঃঃ—

ন্যায় সাস্ত্র কহত হৈ, প্রগট ঈশ্বরবাদ।
মীমাংসাহি সাস্ত্র মাহিঁ, কর্ম্মবাদ কহ্যো হৈ॥
বৈসেষিক সাস্ত্র পুনি, কালবাদী হৈ প্রসিদ্ধ।
পাতঞ্জলি সাস্ত্র মাহিঁ, যোগবাদ লহ্যো হৈ॥
সাংখ্য সাস্ত্র মাহিঁ পুনি, প্রকৃতি পুরুষ বাদ।
বেদান্ত জু সাস্ত্র তিন, ব্রহ্মবাদ গহ্যো হৈ।
সুন্দর কহত ষট সাস্ত্র, মাহিঁ ভয়ো বাদ।
যাকে অনুভব জ্ঞান, বাদমে ন রহ্যো হৈ। (সুন্দরদাস)

ন্যায় শাস্ত্র কহিতেছে প্রকট ঈশ্বর বাদ,
মীমাংসা নামক শাস্ত্র কর্ম্ম-বাদ প্রচারয়।
বৈশেষিক শাস্ত্র পুনঃ কর্ম্ম-বাদী ব'লে খ্যাত,
শাস্ত্র মধ্যে পাতঞ্জল যোগ-বাদ-কথা কয়॥

কপিলের সাংখ্য শাস্ত্রে প্রকৃতি-পুরুষ-বাদ,
বেদান্ত যে শাস্ত্র, তাহে ব্রহ্ম-বাদ উক্ত হয়।
কহিছে সুন্দরদাস— ছয়টী শাস্ত্রেই বাদ;
অনুভব-জ্ঞান যার, সে যে কোন বাদে নয়॥

দর্পণ।

—::—

টেঢ় সোঝ মুঁহ আপনা, ঐনা টেঢ়া নাহি।
ঐনা টেঢ়া নাহি, টেঢ়কো টেঢ়ে সূঝৈ।
জো কোই দেখৈ সোঝ, তাহিকো সোঝৈ বুঝৈ॥
যো কো কছু নহি ভেদ ভাবনা অপনী দরসৈ।
জাকো জৈসী প্রীতি, মূরত সো তৈসী পরসৈ॥
দুর্জ্জনকে দুর্বুদ্ধি, পাপসে অপনে জরতে।
সজ্জনকে হৈ সুমতি, সুমতিসে অপনে তরতে॥
পল্টু ঐনা সন্ত হৈ, সব দেখৈ তাহি মাহি।
টেঢ় সোঝ মুঁহ আপনা, ঐনা টেঢ়া নাহি॥ (পল্টু)

মুখই বাঁকা সোঝা হয়রে আপনার,
দর্পণ বাঁকা নাহি হয়॥
দর্পণ বাঁকা নয়, বাঁকারে সে বাঁকাই দেখায়।
সোঝা মুখে দেখে যে,
তার মুখ দর্পণে সোঝা দেখা যায়॥

যাহার নাহি কিছু ভেদ আর ভাবনা,
নিজেরে সে সঠিক করে দরশন।
যাহার প্রীতি হয় যেইমত উত্তম,
মুরতি তথা তার প্রকাশে দর্পণ॥

দুর্জ্জনের কুমতি আর পাপ হইতে
পোড়ে তার প্রাণ আপনার।
সুজনের সুমতি, সে সুমতি হইতে
আপনি সে হ'য়ে যায় পার॥

পল্টু কহিতেছে— দর্পণ সাধুজন,
যাহাতে নিজ মুখ সকলে দেখয়।
মুখই বাঁকা সোঝা হয়রে আপনার,
দর্পণ বাঁকা নাহি হয়॥

"বাজত নাম নৌবতি আজ।"

—::—

বাজত নাম নৌবতি আজ।
হৈরে সাবধান সুচিত্ত সীতল, সুনহু গৈব অবাজ॥
সুখ-মূল অনহদ নাদ সুনি, দুখ দুরিত ক্রম ভ্রম তাজ।
সতলোক বরসো পানি, ধুনি নির্বান যহি মন বাজ॥
তোহি চেত চিত দৈ প্রেম মগন, আনন্দ আরতি সাজ।
ঘর রাম আয়ে জানি, ভইনি সনাথ বহুরা রাজ। (দুলনদাস)

নামের নহবত বাজিতেছে আজ।
সাবধান হইয়া শীতল সুচিত্তে
শুনহ ওই হয় গৈবী আওয়াজ॥

শুনিয়া সুখ-মূল অনাহত যে নাদ,
বিদূরিত দুঃখ ও করম ভরম।
সত্যলোক বর্ষিছে যে জল, তাহাতেই
হইতেছে নির্ব্বান-ধ্বনির জনম॥

প্রাণ তব জাগিয়া নিমগ্ন হ'ক প্রেমে,
আনন্দ-আরতির কর তুমি সাজ।
শ্রীরাম এসেছেন গৃহে, তাহা জানিয়া
পুনরায় সনাথ হইয়াছে রাজ॥

টীকা। জল—অমৃত জল। নির্ব্বান-ধ্বনি=অনাহত ধ্বনি। রাজ—রাজ্য।

কোই বিরলা যহি বিধি নাম কহৈ॥
মন্ত্র অমোল নাম দুই অচ্ছর, বিন রসনা রট লাগি রহৈ।
হোঠ ন ডোলৈ জীভ ন বোলৈ, সুরতি ধরনী দিঢ়াই গহৈ।
দিন ঔ রাতি রহৈ সুধি লাগী, যহি মালা যহি সুমিরন হৈ।
জন দুলন সতগুরন বতায়ো, তা কী নাব পার নিবহৈ। (দুলনদাস)

হেন জন বিরল নাম যেবা এই মত লয়—
অমূল্য মন্ত্র হয় নাম দুই অক্ষর,
রসনা ব্যতিরেকে রটিবারে রয়॥
নাহিক নড়ে ঠোঁট, জিহ্বা না উচ্চারয়,
দৃঢ়রূপে ধরিয়া রহে প্রেম-ডোর।
দিবস ও রজনী রহে ঠিক লাগিয়া,
তাহাই মালা, তাহে স্মরণ-বিভোর॥
সদ্গুরু যাহারে করেন জ্ঞান দান,
তাহার তরী তীরে ভিড়িবে নিশ্চয়॥

টীকা। তীরে=ভবসাগরের অপর পারে। শাস্ত্রে এই প্রকার জপকে অজপা জপ কহে। ত্রিবিধ জপের মধ্যে ইহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও উচ্চাধিকারীর জন্য বর্ণিত হইল

হইয়াছে। তন্নিম্নে উপাংশু জপ, যাহা জিহ্বা ও ওষ্ঠের স্পন্দনযুক্ত ও যাহা জপকারক শুনিতে পায়, অন্য কেহ পায় না। তন্নিম্নে বাচিক জপ, যাহা অনুচ্চস্বরে স্পষ্ট বর্ণোচ্চারণ করিয়া হইয়া থাকে।

মন বহি নাম কী ধুনি লাউ।
রটু নিরন্তর নাম কেবল, অপর সব বিসরাউ॥
নামহী অনুরাগু নিস্ দিন, নাম কে গুন গাউ।
বনী তৌ কা অবহিঁ, আগে ঔর বনী বনাউ॥ (দূলনদাস)

মন, এই নামের ধ্বনি তুমি নাও।
রটহ নিরন্তর এই নাম কেবল,
অপর যাহা কিছু, সব ভুলে যাও॥
নিশিদিন নামেই অনুরাগী হইয়া,
নামের গুণ তুমি প্রাণ ভ'রে গাও।
এখন কী বনি-বনা হইয়াছে তোমার?—
সামনে আছে আরো এ বনি-বনাও॥

টীকা। এখন……বনি-বনাও=শ্রীভগবানের সহিত তোমার এখন কতটুকুই বা বনি-বনাও হইয়াছে?—এই বনি-বনাও পরে আরও হইবে। বনি-বনাও—মিলা-মিশা, ভাব, প্রেম।

স্বাসোঁ স্বাস রাতদিন সোহং সোহং হোই জাপ।
যহী মালা বারংবার দৃঢ়কে ধরতু হৈ॥
দেহ পরে ইন্দ্রী পরে অন্তঃকরণ পরে।
একহী অখণ্ড জাপ তাপ কূঁ হরতু হৈ॥
কাঠ কী রুদ্রাচ্ছ কী রূ সূতহ কী মালা।
ইনকে ফিরায়ে কছু কারজ সরতু হৈ॥
সুন্দর কহত তা তে আতমা চৈতন্য রূপ।
আপকো ভজন সো তো আপহী করতু হৈ॥ (সুন্দরদাস)

প্রতি শ্বাসে শ্বাসে দিবস রজনী
সোঽহং সোঽহং মন্ত্র হয় প্রজপন।
সেই শ্বাস-মালা বার বার মনে
রাখ দৃঢ় করি' করিয়া ধারণ॥
দেহোপরি আর ইন্দ্রিয়-উপর,
অন্তঃকরণের উপরে সে জপ—
একই অখণ্ড নিরন্তর জপ—
সবার ত্রিতাপ তাহা করে সুশীতল।
কাঠ বা রুদ্রাক্ষ আর সূতা দিয়া গ্রথিত যে মালা,
ফিরা'লে সে মালা নাকি হয় কিছু ফল?
কহিছে সুন্দরদাস—আত্মা যে চৈতন্য-রূপী,
আপনিই করিছেন আপন ভজন॥

"নাগরি কো চিত গাগর মে"

—::—

সুনিয়ে সবকী কহিয়ে ন কছু, রহিয়ে ইমি য়াঁ ভব-বাগর মে।
করিয়ে ব্রত নেম সচাই লিয়ে, জিন তেঁ তরিয়ে ভব-সাগরমে॥
মিলিয়ে সব সোঁ দুরভাব বিনা, রহিয়ে সতসঙ্গ উজাগর মে।
রসখান গোবিন্দহি য়োঁ ভজিয়ে, জিমি নাগরিকো চিত গাগর মে॥

(অজ্ঞাত)

শুন সবাকার কথা, বোলোনা কারেও কিছু,
এই মত রহ তুমি এই ভব-বনে।
কর ব্রত-নিয়মাদি তত্ত্বজ্ঞান-সহকারে,
পার ভব-পারাবার হইবে যেমনে॥
দুর্ভাব না রাখি' মনে মিল সবাকার সাথে,
রহ সাধুসঙ্গে সদা জাগ্রত-হৃদয়।
রস-খনি শ্রীগোবিন্দে তেমতি ভজনা কর,
নাগরীর চিত্ত যথা গাগরীতে রয়॥

টীকা। নাগরীর……রয়—নাগরীর (চতুরা বুদ্ধিমতী নারীর) চিত্ত যেমন জল তুলিয়া আনিবার সময় গাগরীতে (জলের কলসে) থাকে, এবং অন্য নারীদের সঙ্গে গল্পাদি করিয়া জল তুলিবার সময় ও তাহা বহন করিয়া পথ চলিবার সময়ও জলের কলসে তাহার মন ঠিক থাকে, সেইরূপ ভাবে।

এই উপলক্ষ্যে দোহাবলী, প্রথম খণ্ডে তৃতীয় বল্লীর "স্মৃতি ও বিস্মৃতি" অধ্যায়ের ২১১-১৩ পৃষ্ঠায় "চরিবার সময়ে গাভী যেইমত" প্রভৃতি সমভাবদ্যোতক ৮টী দোহা দ্রষ্টব্য।

"সীতল চন্দন চন্দ্রমা"

—::—

সীতল চন্দন চন্দ্রমা, তৈসে সীতল সন্ত॥
তৈসে সীতল সন্ত, জগত কী তাপ বুঝাবৈঁ।
জো কোই আবত জরত, মধুর মুখ বচন সুনাবৈঁ॥
ধীরজ সীল সুভাব ছিমা, না জাত বখানী।
কোমল অতি মৃদু বৈন, বজ্র কো করতে পানী॥
রহন চলন মুসকান, জ্ঞান কো সুগঁধি লগাবৈঁ।
তীন তাপ মিটি জায়, সন্ত কে দরসন পাবৈঁ॥
পল্টূ জ্বালা উদর কী, রহৈ ন, মিটৈ তুরন্ত।
সীতল চন্দন চন্দ্রমা, তৈসে সীতল সন্ত॥ (পল্টূ)

চন্দ্রমা ও চন্দন সুশীতল যেমতি,
সেইমত শীতল সাধুসন্তগণ॥
সেইমত শীতল সাধুসন্তগণ, করেন জগতের তাপ নির্ব্বাপন।
জ্বলে পুড়ে যে কেহ কাছে আসে তাঁদের, শুনান শ্রীমুখের মধুর বচন॥

ধৈর্য্য, শীল, ক্ষমা ও সুন্দর স্বভাবের
বর্ণনা তাঁহাদের করা নাহি যায়।
কোমল অতি মৃদু বচন তাঁহাদের, বজ্রেরে জল ক'রে দেয় যে হেলায়॥
মৃদু হাসি, চলন, অবস্থিতি তাঁদের
তত্ত্ব-জ্ঞান-সৌরভ করে বিতরণ।
মানবের ত্রিতাপ মিটিয়া যায়, যদি সাধুসন্তগণের পায় দরশন॥
উদরের জ্বালার সমান জ্বালা নাই,
সেই জ্বালা রহেনা, শীঘ্র চ'লে যায়।
চন্দ্রমা ও চন্দন শীতল হয় যথা, শীতল সন্ত তথা, পল্‌টুদাস গায়॥

টীকা। ত্রিতাপ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তাপ।

"রামা হো, জগজীবন মোরা"

—:৹:—

রাম হো, জগজীবন মোরা, তুঁন বিসারী মৈঁ জন তোরা।
সংকট সোচ পোচ দিন রাতী, করম কঠিন মোর জাতি কুজাতী॥
হরহু বিপতি ভাবৈ, করহু সো ভাব, চরণ ন ছাড়োঁ জাব সো জাব।
কহ রৈদাস, কছু দেহু অলম্বন, বেগি মিলো জনি করো বিলম্বন॥ (রৈদাস)

রামা হো, তুমি মম জগত-জীবন।
ভুলিয়োনা তুমি হে, আমি তব অনুগত জন॥
শঙ্কটে পড়িয়া বহু কষ্ট পাই নিশিদিন,
করম কঠিন মোর, জাতি মোর অতি হীন।
যদি তব ইচ্ছা হয়, বিপত্তি সমূহ হর,
তাহা যদি ইচ্ছা নয়, যাহা ইচ্ছা তাহা কর—
যাইবনা, যাইবনা ছাড়িয়া চরণ।
কহিছে রৈদাস—প্রভু! অবলম্ব কিছু দাও,
শীঘ্র এস, করিয়োনা তুমি বিলম্বন॥

"তুম্ মেরী রাখো লাজ হরী"

—:৹:—

তুম্ মেরী রাখো লাজ হরী।
তুম জানত সব অন্তরযামী, করণী কছু ন করী॥
ঔগুণ মোসে বিসরত নাহী, পল ছিন ঘরী ঘরী।
সব প্রপঞ্চ কো পোট বাঁধ করি, অপনে সীস ধরী॥

দারা সুত ধন মোহ লিয়ে হৌ, সুধি বুধি সব বিসরী।
সূর পতিত কো বেগ উধারো, অব মেরী নাব ভরী॥ (সূরদাস)

তুমি মোর রাখ লাজ, হরি!
জানইত সব তুমি, অন্তরযামী হে!
উচিত করা যাহা কিছু নাহি করি॥
যতেক দোষ আছে ভুলেনাকো আমারে,
পলে পলে লাগিয়া রহে সর্ব্বক্ষণ।
প্রপঞ্চ সমুদয় পুঁটুলিতে বাঁধিয়া,
করিয়া থাকি তাহা মস্তকে ধারণ॥
দারা-সুত-ধনের মোহ-জালে পড়িয়া
বুদ্ধি শুদ্ধি সকলি বিলুপ্ত আমার।
সূরদাস পতিতের নৌকা এবে ভরেছে,
সত্বর তারে, প্রভু, করহ উদ্ধার॥

টীকা। নৌকা—দোষের, অপরাধের নৌকা।

"নরহরি চঞ্চল হৈ মতি মেরী"

—::—

নরহরি চঞ্চল হৈ মতি মেরী, কৈসে ভগতি করূঁ মৈ তেরী।
তূঁ মোহি দেখৈ হৌঁ তোহি দেখূঁ, প্রতি পরস্পর হোঈ।
তূঁ মোহিঁ দেখৈ তোহি ন দেখূঁ, য়হ মতি সব বুধি খোঈ॥
সব ঘট অন্তর রমসি নিরন্তর, মৈঁ দেখন নহিঁ জানা।
গুণ সব তোর মোর সব ঔগুণ, কৃত উপকার ন মানা॥
মৈঁ তৈঁ তোরি মোরি অসমঝি সোঁ, কৈসে করি নিস্তারা।
কহ রৈদাস কৃষ্ণ করুণাময়, জৈ জৈ জগত অধারা॥ (রৈদাস)

নরহরি! চঞ্চল মন বড় আমার।
কেমনে ভক্তি আমি করিব তোমার?
তুমি দেখ আমারে, তোমারে আমি দেখি,
তাহাতে পরস্পর প্রীতি উপজয়।
তুমি দেখ আমারে, তোমারে নাহি দেখি,
বুদ্ধি মোর তাহাতে সব নষ্ট হয়॥
সর্ব্ব-ঘট-অন্তরে রমসি নিরন্তর,
নাহিক জানি আমি দেখিতে তোমায়,
গুণ সব তোমার, আমার সব দোষ,
কৃত উপকার মন মানিতে না চায়॥

কহি আমি—"আমি, তুমি, তোমার ও আমার"
অজ্ঞানেই বলি; কিসে পাইব নিস্তার?
রৈদাস কহিতেছে— কৃষ্ণ করুণাময়,
জয়তু জয় জয়, জগত-আধার ॥

টীকা। রমসি—বিরাজ কর।

"মোহিঁ অপনাবহু"

—ঃ—

সুনহু দয়াল মোহি অপনাবহু ॥
তন মন লগন সুধারন সাঈঁ, মোরি বনৈ জো তুমহি বনাবহু।
ইত উত জাই ন চিত্ত হমারা, সুরত চরণ কমল লপটাবহু ॥
তবহঁ অব মৈঁ দাস তুম্হারা, অব জিনি বিসরৌ জিনি বিসরাবহু ॥
দুলনদাস কে সাঈঁ জগজীবন, হমহঁ কা ভক্তন মঁা লাবহু ॥ (দুলনদা

শুনহ, দয়াল, মোরে আপনার ক'রে তুমি নাও ॥
মন ও সময়ের দোষ, প্রভু, শুধরাও,
আমা হ'তে হয় যা, তুমিই বানাও।
হেথা-হোথা যায় না চিত্ত যেন আমার,
বুদ্ধি মোর তব পদ-কমলে জড়াও ॥
বহুদিন অবধি দাস আমি তোমার,
ভুলোনা এবে মোরে, মোরে না ভুলাও।
এ দুলনদাসের প্রভু জগজীবন,
ভক্তদের সমাজে মোরে নিয়ে যাও ॥

সমাপ্ত।